Contents

চতুর্দশ বর্ষ

৫ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

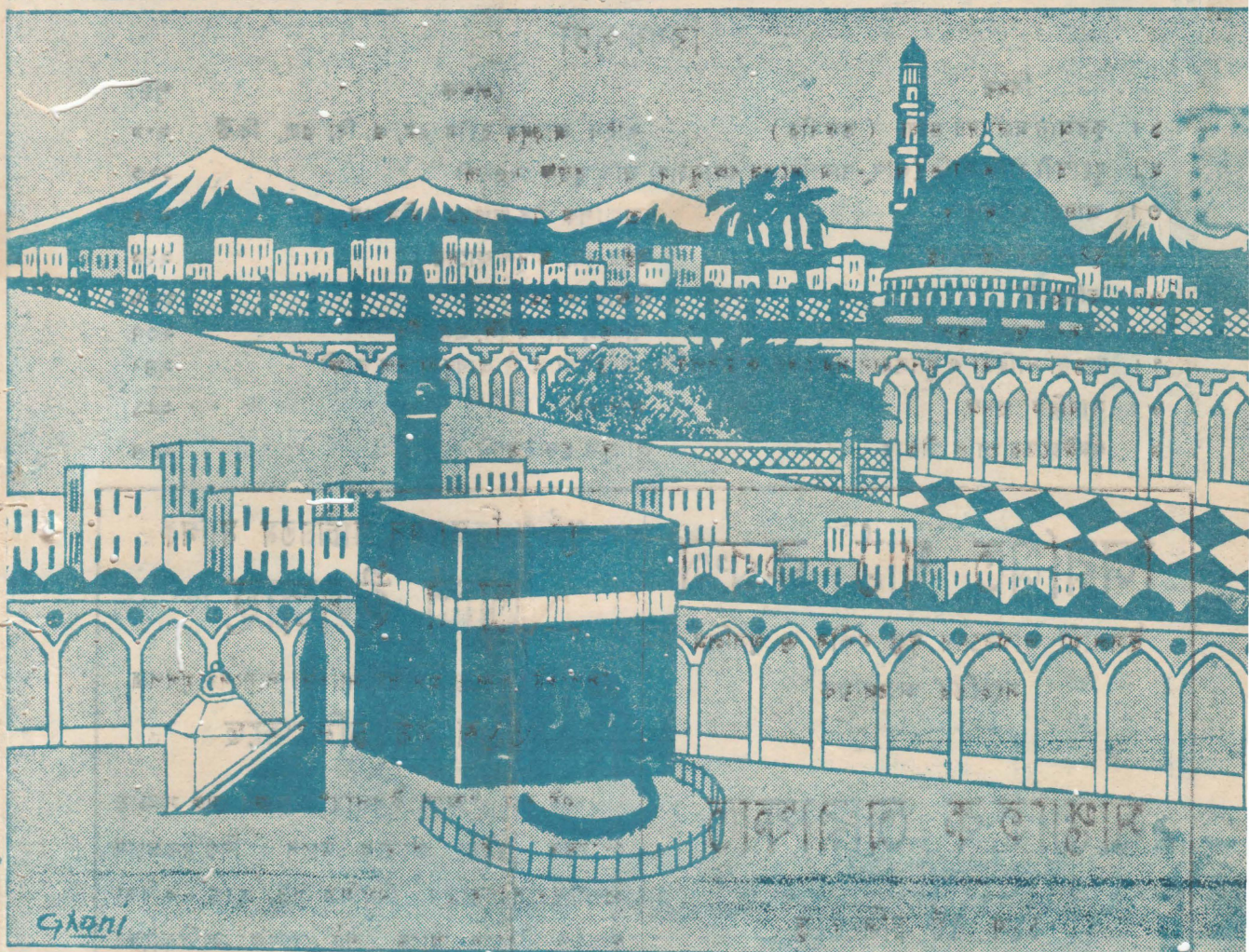

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

চতুর্দশ বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা

কার্ত্তিক—১৩৭৪ বাং নবেম্বর—১৯৬৭ ইং

রজব—১৩৮৭ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	২০৯
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবু য়ুসুফ দেওবন্দী	২২৩
৩।	আমরা কোথায় ?	অধ্যাপক মীর আবদুল মতীন এম, এ	২২৫
৪।	খৃষ্টান ধর্মে বহুবিবাহ	ডক্টর এম, আব্দুল কাদের	২২৯
৫।	'হুশিয়ারী'	ছিদ্দীক আহমদ	২৩৬
৬।	'উরওয়াতুল উসকা'	শামছুল আলম সি, এস, পি	২৩৭
৭।	বাঙলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজের রুচি বিপর্য্যয়	মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী	২৪২
৮।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	২৫১
৯।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	২৫৪

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১১শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৬শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

চতুর্দশ বর্ষ	কার্ত্তিক, ১৩৭৪ বংগাব্দ ; শাবান, ১৩৮৭ হিঃ নভেম্বর, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ ;	**পঞ্চম সংখ্যা**

تفسير القرآن العظيم

কুর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

আম পারার তফসীর

সূরা' আল্‌-'ফীল

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الْفِيْلِ—সূরা আল্‌-ফীল

এই সূরার প্রথম আয়াতে 'আল-ফীল শব্দ থাকার কারণে ইহার এই নাম হইয়াছে।

এই সূরায় রসূলুল্লাহ সঃ-র জন্মের বৎসরে সংঘটিত একটি অলৌকিক ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে এক দল লোক মক্কা মু'আযযমায় অবস্থিত আল্লার ঘর বাইতুল্লাহ কাবা-গৃহকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে হাতী লইয়া কা'বাগৃহ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে পথিমধ্যে ধ্বংস করিয়া তাহাদের সকল ফন্দী-ফিকির ব্যর্থ করিয়া দেন এবং নিজ ঘর কা'বাগৃহকে তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। এই ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে ও ইতিহাসে যেভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বলা হইতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

١. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۔

১। [হে রসূল,] তুমি কি দেখ নাই তোমার রব্ব হাতীর অধিকারী ও সঙ্গীদের সহিত কী ভাবে আচরণ করেন ? ১

১। স্যার সাইয়িদ আহমদ এবং তাঁহার উত্তরসূরী যে সব আধুনিক কুরআন-বিশারদ নবী রাসূলদের মু'জিযা এবং অলী-দরবেশদের কারামৎ অস্বীকার ও অবিশ্বাস করেন তাঁহারা এই সূরায় বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাটিকে স্বাভাবিকতার রূপ দিবার চেষ্টায় অপারগ হইয়া অবশেষে সুন্নী এবং মু'তাযিলী উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ তাফসীরকারদের তাফসীর সম্পর্কে ধুম্রজাল রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই তথাকথিত বিশারদ দল এই অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনাটিকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করিবার জন্য ঐ হাতীর সঙ্গীদের ন্যায় যে সব ফন্দী-ফিকির আঁটিয়াছেন, আল্লার অস্বাভাবিক তাওফীক প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের ঐ ফন্দী-ফিকির হাতীর সঙ্গীদের ফন্দী ফিকিরের ন্যায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিবার চেষ্টায় রত হইলাম।

ঐ আধুনিক কুরআন-বিশারদদের প্রথম আক্রমণ হইয়াছে ফীল, আবাবীল এবং সিজ্জীলের উপর। তাঁহারা বলিতে চান যে, "এই শব্দগুলির যে 'শতাধিক' তাৎপর্য তাফসীরের কিতাবগুলিতে দেওয়া হইয়াছে সেগুলির **প্রায় সবই** তাফসীরকারদের কল্পনামাত্র।' অর্থাৎ এইগুলি অমূলক ও ভিত্তিহীন—কাজেই পরিত্যাজ্য। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা 'জনৈক সুবিখ্যাত তাফসীরকার আবূ হাইয়ান' এর বরাত দিয়া বলেন যে, তিনি 'সেই কেচ্ছা-কাহিনীগুলিকে اقوال منكرة বা মিথ্যা উক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"

সুব্‌হানাল্লাহ! কী চমৎকার খিয়ানৎ! পাঠক লক্ষ্য করুন, এখানে তিনটি শব্দের তাৎপর্যের প্রসঙ্গে আবূ হাইয়ানের মন্তব্যের বরাত দেওয়া হইয়াছে। আবূ হাইয়ানের মন্তব্যটি কোন কিস্‌সা কাহিনীর প্রসঙ্গে বলা হয় নাই। তবে তাঁহারা এই কিস্‌সা-কাহিনীর অবতারণা করেন কী করিয়া? ইহা কি তাঁহাদের নিছক কল্পনা নয়?

দ্বিতীয়তঃ 'সেই কেচ্ছা-কাহিনীগুলি' দ্বারা তাঁহারা কোন্ কোন্ কিস্‌সা বুঝাইতে চাহেন তাহা তাঁহারা মোটেই স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই—বলিতে পারেন না। কারণ তাঁহাদের উদ্দেশ্যই হইতেছে তাফসীরের ইমামদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলিম মু'মিনের মনে সন্দেহ ও অস্‌অসা জাগানো এবং তাহার জন্য অস্পষ্ট উক্তিই সমধিক উপযোগী।

তৃতীয়তঃ, তাঁহাদের উক্তিতে বলা হইয়াছে যে, 'সেগুলির **প্রায় সমস্তই** তাফসীরকারদের কল্পনামাত্র'। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাফসীরকারদের ঐ উক্তিগুলির মধ্যে **কোনো কোনোটি যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য** বটে। কাজেই ঐ উক্তিগুলির মধ্যে যে উক্তিটি ঐ তথাকথিত বিশারদগণ যথার্থ মনে করেন সেই উক্তিটিকে তাঁহারা ঐ তাফসীরকারদের ঋণ স্বীকার করিয়া যথার্থ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেন এবং তাহাই ছিল তাঁহাদের কর্তব্য ও প্রশস্ত পন্থা। সকল তাফসীরকারকে আক্রমণ করিবার কোন যুক্তি তাঁহাদের থাকিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, যে আবূ হাইয়ানের বরাত দিয়া তাঁহারা উল্লিখিত 'اقوال منكرة' বা 'মিথ্যা উক্তি' মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেন সেই আবূ হাইয়ান নিজেই ঐ উক্তিগুলি হইতে বাছাই করিয়া একটী উক্তি গ্রহণ করেন; ঐ আধুনিক বিশারদগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

একটি গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহাদের এইরূপ বেশামাল হইবার কোন কারণই ছিল না।

পঞ্চমতঃ, কোনো কোনো তাৎপর্য কাল্পনিক হওয়ার অজুহাতে ন্যায্য, যথার্থ ও প্রকৃত তাৎপর্যটিকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না এবং কোন বুদ্ধিমানই উহা প্রত্যাখ্যান করেন না।

ষষ্ঠতঃ তাঁহার ঐ اقوال متكاذبة মন্তব্যটি মোটেই কোনো কেচ্ছা-কাহিনী সম্পর্কে করা হয় নাই। ঐ মন্তব্যটি তিনি করিয়াছেন হাতীর সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতের প্রসঙ্গে।

সপ্তমতঃ 'اقوال متكاذبة' র অর্থ 'মিথ্যা উক্তি' নয়। تكاذب এর অর্থ 'পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলিল'। যখন দুই জন লোক এমন হয় যে এই জন ঐ জনকে এবং ঐ জন এই জনকে মিথ্যাবাদী বলিয়া দোষারোপ করে তখন যেমন تكاذب الرجلان বলা হয় সেইরূপ এক জন সাক্ষী যে সাক্ষ্য দেয় তাহা যদি অপর সাক্ষীটির সাক্ষ্যের বিরোধী হয় তাহা হইলে সে ক্ষেত্রেও تكاذب الرجلان বলা হয়। কাজেই اقوال متكاذبة র অর্থ হয় 'এমন কয়েকটি উক্তি যাহার একটি অপরটিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে' অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী উক্তি। উহার অর্থ কদাচই 'মিথ্যা উক্তি' নয়। ঐ আধুনিক কুরআন বিশারদ দল যে তরজমা করিয়াছেন তাহাই নির্জলা মিথ্যা।

ঐ আধুনিক কুরআন-বিশারদ দলের ধাপ্পাবাজী এবং আমাদের উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে আবূ হাইয়ানের তাফসীর হইতে সংশ্লিষ্ট বচন নিম্নে উধৃত করা হইল। আবূ হাইয়ান বলেন :

وقصة الفيل ذكرها اهل السير والتفسير مطولة ومختصرة وتطالع في كتبهم •

واصحاب الفيل ابرهة بن الصباح الحبشي ومن كان معه من جنوده والظاهر انه فيل واحد وهو قول الاكثرين •

وقال الضحاك ثمانية فيلة وقيل اثنا عشر فيلا وقيل الف فيل وهذه اقوال متكاذبة •

তরজমা—"আর হাতীর বিবরণ ঐতিহাসিক ও তাফসীরকারগণ (কেহ) বিস্তারিতভাবে এবং (কেহ) সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহা তাঁহাদের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

[হাতীর বিবরণ সম্পর্কে দুই ধরণের উক্তির কারণ পরে বলা হইতেছে।]

"আর আস্‌হাবুল ফিল হইতেছে আব্‌রাহা ইব্‌নুস্‌-সবাহ্ আল্‌হাবশী ও তাঁহার সঙ্গে যে সব সৈন্য ছিল তাঁহারা।

"আর (হাতী সম্পর্কে) প্রকাশ্য কথা এই যে, একটি হাতী ছিল; এবং ইহাই অধিকাংশের উক্তি।

"কিন্তু যাহ্‌হাক বলেন; আটটি হাতী; কেহ বলেন; বারোটি হাতী এবং কেহ বলেন: এক হাযার হাতী—এবং (هذه) এই গুলি (اقوال متكاذبة) পরস্পর বিরোধী উক্তি (বলিয়া গ্রহণ যোগ্য নহে)।"

পাঠক লক্ষ্য করুন, আবূ হাইয়ান যাহার সম্বন্ধে اقوال متكاذبة পরস্পর বিরোধী উক্তি হওয়ার মন্তব্য করেন তাহা **'সেই কেচ্ছা কাহিনী-গুলি নয়;** তাহা হইতেছে হাতীর সংখ্যা সম্পর্কে আট, বারো ও হাযারের উক্তিগুলি। এখন 'ফীল' এর অর্থ আবূ হাইয়ান এই ভাবে দেন:

"আমরা যে সকল বন্য জন্তু দেখিতে পাই তন্মধ্যে ফীল বা হাতী আকারে সবচেয়ে বড়। উহা (অন্যান্য দেশ হইতে) মিসর দেশে আনা হয়।" এই কথা বলিয়া আবূ হাইয়ান বুঝাইতে চান যে, আব্‌রাহার হাতীটি আবিসিনীয়ার তৎকালীন বাদশাহ 'নাজাশী' মিসর হইতে

Contents
www.ahlehadeethbd.org

Contents

২। তিনি কি তাহাদের ফন্দী-ফিকিরকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেন নাই ? [নিশ্চয় ব্যর্থ করেন।] ২

٢ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ •

আবরাহার নিকট পাঠান। তারপর আবু হাইয়ান বলেন, "আমাদের 'উনদুলুস' দেশে আমরা হাতী দেখিতে পাই না।"

তারপর আবু হাইয়ান হাতীর পূর্ববর্তী বিস্তারিত বিবরণ নিজে না দিয়া উহা ইতিহাসগ্রন্থে এবং অপর তাফসীরকারদের তাফসীর গ্রন্থে দেখিতে কেন বলেন— সে সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ এই যে, আবু হাইয়ান তাঁহার তাফসীরে কোন কোন বিষয় বর্ণনা করিবেন এবং কোন কোন বিষয় বর্জন করিবেন তাহা তিনি তাঁহার ঐ তাফসীরের প্রথমেই মুখবন্ধে বলিয়া দেন। তাঁহার সেই প্রস্তাবিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি এই হাতীর পূর্বের বিবরণ ও ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই ; এবং সেই কারণেই তিনি উহা নিজে বর্ণনা করেন নাই। ইহার অর্থ এই নয় যে, তিনি ঐ সকল বিবরণকে (বিরোধীদের ভাষায় 'সেই কেস্সা কাহিনী'কে) কাল্পনিক জ্ঞানে বর্জন করিয়াছেন। বরং তিনি উহাকে যথার্থ ও সত্য বলিয়া জানেন বলিয়াই উহা ইতিহাস ও অপর তাফসীর গ্রন্থে দেখিবার জন্য পাঠককে নির্দেশ দেন। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আবু হাইয়ান বলিতে চান যে, তিনি নিজ প্রস্তাবিত নীতি অনুযায়ী উহা তাঁহার তাফসীরে স্থান দিতে পারিলেন না। কাজেই এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে পাঠক যেন ঐ গ্রন্থগুলি পড়িয়া দেখেন ; ঐ গ্রন্থগুলিতে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত উভয় প্রকার বিবরণই পাওয়া যাইবে।

আবু হাইয়ান তাঁহার তাফসীরের মুখবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইতেছে। আবু হাইয়ান বলেন :

আরবী ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের যে সব নিয়ম কুরআন মজীদের আয়াতের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, উসূলুল-ফিক্হ ও ইসলামী আকায়িদের যে সব সূত্র আয়াৎ হইতে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপাদিত, এবং তথ্য ও ঘটনার যে পরিমাণ বিবরণ আয়াতের অর্থ ও ভাব স্পষ্ট ও সঠিকভাবে জানিবার জন্য প্রয়োজনীয়—কেবলমাত্র তাহাই তিনি তাঁহার তাফসীরে বলিবেন। আরবী ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মগুলির বিশ্লেষণ, উসূলুল-ফিক্হ ও ইসলামী আকায়িদের সূত্রসমূহ সম্পর্ক প্রমাণাদি এবং ঘটনাসমূহের বিস্তারিত তথ্য ও বিবরণ তিনি তাঁহার তাফসীরে দিবেন না।

অনন্তর তিনি সব বিষয় জানিবার জন্য মুখবন্ধেই পাঠককে ঐ সব শাস্ত্রের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া দেখিতে নির্দেশ দেন।

মুখবন্ধে প্রস্তাবিত ঐ নীতি অনুযায়ীই আবু হাইয়ান এই সূরায় বর্ণিত ঘটনাটি স্পষ্টভাবে বুঝিবার জন্য আস্হাবুল-ফীল' সম্পর্কে যাহা কিছু জানা অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় মনে করেন কেবলমাত্র তাহাই বর্ণনা করেন এবং সেই সঙ্গে এই ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য উহা কোথায় পড়িয়া দেখিতে হইবে তাহার নির্দেশ দেন।

২। প্রশ্ন উঠে, হাতীর সঙ্গীদের যে ফন্দী ফিকির আল্লাহ তা'আলা ব্যর্থ করেন বলিয়া এই আয়াতে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে সেই ফন্দী ফিকিরের স্বরূপ কী ছিল। সুবিখ্যাত তাফসীরকার আবু হাইয়ান এ সম্পর্কে দুইটি ফন্দী-ফিকিরের উল্লেখ করেন। একটি ছিল য়ামানের প্রধান নগর সান্আয় কারুকার্যখচিত জাঁকজমকপূর্ণ গীর্জা নির্মাণ করিয়া আরববাসীদিগকে উহার যিয়ারৎ ও তীর্থদর্শনে আকর্ষণ করিয়া কা'বা ঘরের মর্যাদা হ্রাস ও ম্লান করার প্রচেষ্টা এবং দ্বিতীয়টি ছিল কা'বা ঘরকে সমূলে বিনাশ করা। তাহাদের ঐ উভয় ফন্দি আল্লাহ তা'আলা কী ভাবে ব্যর্থ করেন তাহার বিবরণ আবু হাইয়ান-এর ভাষাতেই বলিতেছি। তিনি বলেন :

www.ahlehadeethbd.org

৩। আর [বস্তুতঃ] তিনি তাহাদের প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠান—৩

٣ وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝

وتضييع كيدهم هو بان احرق الله تعالي البيت الذى بنوه قاصدين ان يرجع حج العرب اليه ۝ وبان اهلكهم لما قصدوا هدم بيت الله الكعبة بان ارسل عليهم طيرا جاءت من جهة البحر ليست نجدية ولا تهامية ولا حجازية سوداء وقيل خضراء علي قدر الخطاف ۝

তরজমা : আর তাহাদের ফন্দী-ফিকির ব্যর্থ করা এইভাবে ঘটিয়াছিল যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ঘরটিকে জ্বালাইয়া দেন যে ঘরটি তাহারা এই উদ্দেশ্যে বানাইয়াছিল যে, আরববাসীদের হজ্জ যেন ঐ ঘরের দিকে ফিরিয়া-যায়।

"আর এইভাবে যে, তাহারা যখন আল্লার ঘর কা'বাকে ধ্বংস করিতে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে এইভাবে ধ্বংস করেন যে, তিনি তাহাদের প্রতি পাখী প্রেরণ করেন ; ঐ পাখীগুলি সমুদ্রের দিক হইতে আসিয়াছিল ; ঐগুলি 'নজ্‌দ' প্রদেশীয় পাখীও ছিল না ; 'তিহামা' প্রদেশীয়ও ছিল না ; অথবা 'হিজায' প্রদেশীয়ও ছিল না। [অর্থাৎ আরব দেশের কোথাও ঐ প্রকার পাখী ছিল না—অনুবাদক।] ঐ পাখীগুলি কাল ছিল—কেহ কেহ বলেন, সবুজ ছিল। ঐ পাখীগুলি আয়তনে দোয়েল বাবুই পাখীর সমান ছিল।"

৩। (طير) তাইর শব্দের মূল অর্থ পাখী। অলৌকিক ঘটনার অস্বীকারকারী দল এই স্পষ্ট শব্দটি সম্পর্কেও কুহেলিকা ছড়াইতে কসুর করেন নাই। তাঁহারা যে আবু হাইয়ানকে যখন তখন নিজেদের প্রমাণে পেশ করিয়া থাকেন, 'তাইর' সম্পর্কে সেই আবু হাইয়ানের উক্তি এখনই ২নং টীকাতে উধৃত করা হইল। শুধু আবু হাইয়ানই এই 'তাইর' সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা দেন নাই, বরং হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যাবতীয় বিশিষ্ট তাফসীরকারগণই অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বর্তমান শতাব্দীতে এই সেই দিন মিসরের 'মুফ্‌তী-'আযম' মুহম্মদ 'আব্‌দুহু নাকি 'মশা-মাছি প্রভৃতি মারাত্মক ও সংক্রামক রোগের বিষাক্ত বীজানুবাহক জীবগুলিকে আয়াতের সম্ভাব্য তাৎপর্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।'

এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই : সর্ববাদীসম্মত একটি নিয়ম এই যে, কুরআন ও হাদীসের যে কোন শব্দ বা বাক্যের প্রত্যক্ষ প্রকাশ্য অর্থই সর্বপ্রথমে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ঐ প্রত্যক্ষ প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করিতে গিয়া যদি অপর কোন স্পষ্ট আয়াৎ বা হাদীসের প্রত্যক্ষ প্রকাশ্য অর্থের সহিত সংঘর্ষ ও বিরোধ দেখা দেয় তখন ঐ দুই মূল বচনের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সামঞ্জস্য বিধান নানাভাবে করা হইয়া থাকে। সামঞ্জস্য বিধানের পন্থাগুলির মধ্যে একটি পন্থা হইতেছে, ঐ বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী মূল বচন দুইটির কোন একটির অথবা উভয়েরই হাকীকী (حقيقى) বা প্রত্যক্ষ প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া মাজাযী (مجازى) বা গৌন অপ্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। আবার হাকীকী অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কখন কখন মাজাযী অর্থ গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত শর্তাবলী আইন-শাস্ত্রে [উসূলুল ফিকহে] নির্ধারিত করা হইয়াছে। সেই সকল নিয়মের কোন একটি নিয়মে পড়িলে মাজাযী অর্থ গ্রহণ করা শুদ্ধ হইবে ; নচেৎ নহে। নিজ খুশী খিয়াল মতো কেহই প্রত্যেক [হাকীকী] অর্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌন [মাজাযী] অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই এখানে 'তাইর' এর হাকীকী অর্থ 'পাখী' গ্রহণ করিলে কুরআন মজীদের কোন্ আয়াৎ অথবা কোন্ হাদীসের সহিত ঐ অর্থ অসমঞ্জস হয় তাহা অবশ্যই দেখাইতে হইতে। কিন্তু এইরূপ কোন আয়াৎ বা হাদীস

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪। তাহারা [পাখীগুলি] উহাদের [ঐ লোকদের] প্রতি আল্লার শাস্তি-ভাণ্ডার সিজ্জীল হইতে সরবরাহ করা পাথর নিক্ষেপ করিতে থাকে। ৪

٤ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ

না থাকায় 'তাইর' এর অর্থ 'পাখী' এবং নিঃসন্দেহে 'পাখীই' হইবে।

আবাবীল (اَبَابِيل) — ১ নং টীকাতে বলা হইয়াছে যে, অলৌকিক ঘটনার অস্বীকারকারী দল এই ঘটনাটির অস্তিত্ব সম্পর্কে মুমিন মুসলিমদের অন্তরে সন্দেহ জাগাইয়া তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিবার কুমৎলবে বলিয়া থাকেন যে, এই সূরাতে এমন তিনটি শব্দ আছে যাহার 'শতাধিক' তাৎপর্য তাফসীরের কিতাবে পাওয়া যায় এবং ঐ তাৎপর্যগুলির **প্রায় সমস্তই** কাল্পনিক। কাজেই এই ঘটনার অস্তিত্ব স্বীকারই করা যায় না। সেই শব্দ তিনটি হইতেছে, **'ফীল' 'আবাবীল' 'সিজ্জীল'।** 'ফীল' সম্বন্ধে তাঁহাদের **শতাধিক তাৎপর্য বলিতে** 'ফীল' এর সংখ্যা সম্পর্কে **মাত্র চারিটি উক্তি** (তাৎপর্য নহে) পাওয়া যায়। ঐ চারিটি উক্তি এবং তন্মধ্যে যে উক্তিটি বিশিষ্ট তাফসীরকারগণ যথার্থ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন তাহা ১নং টীকাতে বলা হইয়াছে। এখন **'আবাবীল'** (اَبَابِيل) শব্দটির যে তাৎপর্য বিশিষ্ট তাফসীরগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় তাহা বর্ণনা করা হইতেছে এবং পরবর্তী টীকাতে 'সিজ্জীল' এর তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

ইমাম রাযীর 'তাফসীর কাবীরে', ইমাম যামাখ্শারীর 'তাফসীর কাশ্শাফে', আল্লামা আবু হাইয়ানের তাফসীর 'আল-বাহরুল মুহীতে,' আল্লামা আবুস সউদের তাফসীর গ্রন্থে, ইমাম রাযীর উস্তাদ ইমাম বাগাবীর তাফসীর গ্রন্থে এবং তাফসীর খাযিনে তথাকথিত শতাধিক তাৎপর্য বলিতে **একটি** মাত্র তাৎপর্য পাওয়া যায়। ঐ তাৎপর্যটি হইতেছে, 'দলে-দলে', 'ঝাঁকে-ঝাঁকে' এক ঝাঁকের পরে আর এক ঝাঁক, তাহার পরে আর এক **ঝাঁক' এমনিভাবে।** ইহাকে একটি তাৎপর্য বলা হইবে অথবা শতাধিক তাৎপর্য বলিতে হইবে তাহা পাঠকই বিচার করিবেন।

৪। উল্লিখিত আধুনিক কুরআন-বিশারদের দল এই আয়াতের দুই স্থানে আক্রমণ চালাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। একটি হইতেছে 'সিজ্জীল' এবং অপরটি হইতেছে 'তারমীহিম'। দ্বিতীয়টি সম্পর্কে তাঁহারা বলেন :

"অন্য কএক জন কারী এখানে 'য়ারমীহিম' পাঠকে **সঙ্গত** মনে করিয়াছেন।"

তারপর তাঁহারা তাঁহাদের 'জনৈক সুবিখ্যাত তাফসীরকার' আবু হাইয়ানকে 'এমাম আবু-হাইয়ানে' উন্নীত করিয়া তাঁহার তাফসীরগ্রন্থ হইতে এই আয়াতের তাফসীরের আংশিক উদ্ধৃতি দিয়া বলেন :

"আবু হানীফা, ইব্‌ন-য়া'মার, তাল্‌হা ও আলী 'য়ারমীহিম' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। **ইহাও** বলা হইয়াছে যে, 'নিক্ষেপ করিতেছিল' ক্রিয়াপদের সর্বনাম (উহ্য) هو বলিতে রাব্বকে বুঝাইতেছে। কাজেই এই আয়াতের তরজমা 'তিনি তাহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেছিলেন' অসঙ্গত হইবে না।"

তাহাদের এই কথাগুলি মোটামুটিভাবে ঠিক হইলেও ইহাতে কিছু অতিরিক্ত শব্দ যোগ করিয়া এবং কিছুটা সত্য গোপন করিয়া ব্যাপারটি বেশ বিকৃত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা, 'কএক জন **কারী**', **'সঙ্গত** মনে করেন', এবং **'ইহাও** বলা হইয়াছে' এই কথাগুলি বিচার ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

'কএক জন কারী' বলিয়া যে চারি জনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের কাহারও প্রতি ইসলামী পরিভাষায় ব্যবহৃত 'কারী' শব্দ প্রয়োগ করা হয় নাই এবং তাঁহাদের কাহারও নাম কিরাআতের ইমামদের তালিকায় পাওয়া যায় না (অবশ্য 'কারী' বলিতে যদি ইসলামী পরিভাষায় ব্যবহৃত কারী ধরা হয়। কিন্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

'কারী' বলিয়া তাঁহারা যদি 'যে কোন পাঠক' বুঝাইতে চান তাহা হইলে উহা নিছক ন্যায়ের ফাঁকি ও ধাপ্পা বলিয়া গণ্য হইবে)।

"কএক জন কারী ·······সঙ্গত মনে করেন"— তাঁহাদের এই উক্তির মধ্যে 'সঙ্গত' মন্তব্যটি সম্পূর্ণ অযাচিতভাবেই বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, এইরূপ মন্তব্য করার কোন যুক্তিও তাঁহাদের নাই, কোন অধিকারও নাই। এই সম্পর্কে তাঁহারা আবু হাইয়ানের তাফসীর হইতে একটি অসম্পূর্ণ বাক্য উধৃত করিয়া এই মন্তব্যটি নিজেদের তরফ হইতে জুড়িয়া দিয়া আসল তথ্য বিকৃত করার ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা যে শব্দটি হযম করিয়া এই মন্তব্যটি জুড়িয়া দিবার সুরাহা করিয়া লন সেই শব্দটি হইতেছে 'অ তুযাককারু' (وتـذكر)। পূর্ণ বাক্যটি এই :

وتذكر كقراءة ابى حنيفة وابن يعمر وطلحة وعيسى •

তরজমা : "আর ইহা পুংলিঙ্গও (অর্থাৎ য়ারমীহিমও) পড়া হয়। যথা, আবু হানীফা, ইবন য়া'মার, তালহা ও ঈসার পাঠ।"

পাঠক, লক্ষ্য করুন, এই পাঠটি সঙ্গত বলিয়া কোথাও কোনই উল্লেখ নাই। ইহাকে ঐ বিশারদদের কল্পনার আর একটি দৃষ্টান্ত গণ্য করা যাইতে পারে।

"ইহাও বলা হইয়াছে"—তাঁহাদের এই উক্তিটির মধ্যে 'ইহাও' শব্দটি এবং 'বলা হইয়াছে' কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, 'ইহাও' শব্দটি এই ইঙ্গিত করে যে, 'নিক্ষেপ করিতেছিল' ক্রিয়াপদের সর্বনাম উহ্য هـو বলিতে মূলতঃ আল্লাহ ছাড়া অপর কাহাকেই বুঝায় এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তাহাই বটে। কিন্তু ঐ তথাকথিত কুরআন বিশারদগণ ঐ অপর অর্থটি বেমালুম হযম করিয়া ফেলিয়া প্রকৃত অর্থটি গোপন রাখিবার ব্যবস্থা করেন। আবু হাইয়ানের যে উক্তিটি তাঁহারা এই প্রসঙ্গে চাপিয়া গিয়াছেন তাহা এই :

والطير اسم جمع بهذه القراءة

অর্থাৎ যদি 'য়ারমীহিম' পড়া হয় তবুও উহার উহ্য পুংলিঙ্গ সর্বনাম বলিতে 'তাইর' অর্থাৎ পাখীকেই বুঝায় এবং সে ক্ষেত্রে 'তাইর' শব্দটি সমষ্টি বাচক বিশেষ্য (اسم جمع) হিসাবে পুংলিঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়।

আবু হাইয়ান তাঁহার এই উক্তিতে 'তাইর' শব্দটিকে পুংলিঙ্গ বলিয়া দাবী করেন। অনন্তর 'তাইর' শব্দটির পুংলিঙ্গ হওয়ার প্রমাণে তিনি তাঁহার এই উক্তির পরেই কবিতার একটি শ্লোক উধৃত করেন। তাহাতে তিনি দেখান যে, 'তাইর' শব্দটিকে পুংলিঙ্গ রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। শ্লোকটির প্রথম দুইটি শব্দই প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া কেবলমাত্র ঐ শব্দ দুইটিই উধৃত করা হইল। উহা এই :

والطير ينجو

আবু হাইয়ানের উক্তির তাৎপর্য এই যে, উল্লিখিত শ্লোকে ينجو পুংলিঙ্গ ক্রিয়াপদে উহ্য هو সর্বনামটি যেমন 'তাইরকে' বুঝাইতেছে সেইরূপ يرمى পুংলিঙ্গ ক্রিয়াপদে উহ্য هو সর্বনামটিও 'তাইরকে' বুঝাইতেছে। আবু হাইয়ানের মূল উক্তিটিকেই ঐ কুরআন বিশারদেরা লুকাইয়া ফেলিয়া দুর্বল উক্তিগুলি উল্লেখ করেন। এই সম্পর্কে আরবী ব্যাকরণ, ভাষা ও সাহিত্যের জগৎবরেণ্য ইমাম আল্লামা যামাখ্শারীর উক্তি নিম্নে উধৃত করা হইল। তিনি বলেন :

وقـرا ابوحنيفة رحمه الله يرميهم اى الله تعالى او الطير لانه اسم جمع مذكر وانما يؤنث على المعنى •

তরজমা : "ইমাম আবু হানীফা রহঃ 'য়ারমীহিম' পড়িয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ অথবা পাখীগুলি (তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিতেছিল। কেন না 'তাইর' শব্দটি মূলতঃ পুংলিঙ্গ সমষ্টিবাচক বিশেষ্য; [কাজেই 'য়ারমীহিম' পাঠেও নিক্ষেপ করার কর্তা মূলতঃ পাখীই হইবে।] আর 'তাইর' শব্দটিকে স্ত্রীলিঙ্গরূপে যে ব্যবহার করা হয় তাহা উহার অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই (অর্থাৎ জামা'আৎ তাৎপর্য ধরিয়াই) করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরবী ব্যাকরণ, ফিকহ, তাফসীর প্রভৃতি শাস্ত্রে যাঁহারা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের একটি প্রচলিত রীতি (convention) এই যে,

(ক) গ্রন্থকার যেখানে একাধিক মত উদ্ধৃত করেন সেখানে তিনি যে মতটিকে সর্বাধিক সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন তাহাই প্রথমে উল্লেখ করিয়া থাকেন। কোনও ক্ষেত্রে কোনও কারণে কোনো গ্রন্থকার যদি ইহার ব্যতিক্রম করিতে বাধ্য হন এবং ঐ মতগুলির কোনো একটিকে তিনি যদি 'সর্বাধিক সঙ্গত' অথবা 'সঙ্গত' বিবেচনা করেন তাহা হইলে তিনি ঐ মতটি সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় নিজ মন্তব্য ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

(খ) গ্রন্থকারের বিবেচনায় যে মতটি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য নহে সেই মতটির তিনি 'কীলা' (قيل) 'বলা হইয়াছে', অথবা 'কালা বা'যুহুম' (قال بعضهم) 'কেহ কেহ বলিয়াছেন' এই ধরণের কথা যোগ করিয়া থাকেন।

سجيل—সিজ্জীল—সিজ্জীল সম্পর্কেও আধুনিক কুরআন বিশারদের দল তাফসীরের কিতাবে নাকি শতাধিক তাৎপর্য দেখিতে পান এবং সেই কারণেই তাঁহারা এই ঘটনাটিকে কাল্পনিক ও অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। আমরা অনুসন্ধান করিয়া মূলতঃ দুইটি তাৎপর্য্য দেখিতে পাই এবং উহাই পাঁচটি রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই উভয় তাৎপর্যই দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। উল্লিখিত আধুনিক কুরআন-বিশারদের দল আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সবিশেষ অভিজ্ঞ না হওয়ায় তাঁহারা যেমন আন্দাযে যাহা খুশী অর্থ করিয়া থাকেন সেইরূপ তাহারা সবিশেষ অভিজ্ঞ বিশিষ্ট প্রাচীন তাফসীরকারদিগকেও নিজেদের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের উপরে কাল্পনিক তাৎপর্য প্রদানের ভিত্তিহীন অপবাদ দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই 'সিজ্জীল' শব্দটি এই সূরা ছাড়া কুরআন মজীদের আরও দুই স্থানে রহিয়াছে এবং এখানে যেমন ইহার পূর্বে 'হিজারাঃ' ও 'মিন' শব্দ দুইটি রহিয়াছে সেইরূপ অপর দুই স্থানেও ইহার পূর্বে 'হিজারাঃ' ও 'মিন' রহিয়াছে। আয়াৎ দুইটি এই :

(১) সূরা হুদ : আয়াৎ ৮২

وامطرنا عليها حجارة من سجيل

(২) সূরা আল্-হিজ্‌র্ আয়াৎ ৭৪

وامطرنا عليهم حجارة من سجيل

উল্লিখিত তিনটি আয়াতেই সিজ্‌জীল শব্দের পূর্বে যে 'মিন' অব্যয়টি রহিয়াছে উহা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া তাফসীরকারগণ এই সিজ্‌জীল শব্দের বিভিন্ন অর্থ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইমাম সুয়ূতী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থের উপক্রমণিকা খণ্ড, 'আল্-ইৎকান' গ্রন্থের চল্লিশতম প্রকরণে "তাফসীরকারের পক্ষে অব্যয় জাতীয় যে সব শব্দের অর্থসমূহ জানা প্রয়োজনীয় সেই শব্দগুলির অর্থসমূহের পরিচয় দান" শিরোলিপি দিয়া উদাহরণ সহকারে দেখাইয়া দেন যে, 'মিন্' অব্যয়টি কুরআন মজীদে তেরো অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ফীরোযাবাদীর সুবিখ্যাত 'আল্-কামুস' অভিধানেও অনুরূপ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

তারপর তাফসীরকারগণ দেখেন যে, ঐ তেরোটি অর্থের মধ্য হইতে মাত্র দুইটি অর্থ 'মিন্ সিজ্‌জীল' এর 'মিন্' এর প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে। একটি হইতেছে 'ইব্‌তিদা' (ابتداء) বা আরম্ভসূচক অর্থ। ইহার তাৎপর্য এই যে, যে ক্রিয়ার সহিত 'মিন্' অব্যয়টি সংযুক্ত থাকে সেই ক্রিয়ার আরম্ভ হওয়ার 'স্থান' বা 'কাল' ও 'মিন্' যোগে প্রকাশ করা হয়। 'মিন্' এর অর্থগুলির মধ্যে এই অর্থটিই সর্বপ্রধান এবং এই অর্থেই উহা সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তারপর 'মিন্ সিজ্‌জীল' এর 'মিন্' এর প্রতি দ্বিতীয় যে অর্থটি প্রযোজ্য হইতে পারে তাহা হইতেছে বায়ান (بيان) বা বিবরণসূচক অর্থ। অর্থাৎ 'মিন্' যোগে পূর্বে বর্ণিত বিষয়টির অস্পষ্টতা দূর করা হয়। যথা 'খাতাম্' (خاتم) বা আংটি বলিবার পরে 'উহা কিসের তৈয়ারী' এই বিবরণ দিবার প্রয়োজন হইলে উহা আরবী ভাষায় দুই ভাবে প্রকাশ করা যায়। (এক) ঐ বস্তুজ্ঞাপক শব্দটিকে সম্বন্ধ পদ (مضاف اليه) রূপে ব্যবহার করিয়া ; অথবা (দুই) ঐ শব্দটির পূর্বে 'মিন্'

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যোগ করিয়া। কাজেই 'চাদীর আংটি' আরবী ভাষায় বলা হইবে—

خاتم من فضة অথবা خاتم فضة

'মিন্' অব্যয়টির এই দুই সম্ভাব্য অর্থ গ্রহণ করিয়া পূর্ববর্তী বিশিষ্ট তাফসীরকারগণ সিজ্জীল শব্দটির বিভিন্ন তাৎপর্য দেন বা দিতে বাধ্য হন। নিম্নে তাহা বিশদভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

'মিন্' আরম্ভসূচক অর্থে ব্যাখ্যা

'মিন্' এর আরম্ভসূচক অর্থ ধরিয়া বিশিষ্ট তাফসীরকারগণ 'সিজ্জীল' এর যে তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এইরূপ :

তাফসীর কাশ্‌শাফ, তাফসীর কাবীর, তাফসীর খাযিন ও তাফসীর আবুস্-সু'উদ গ্রন্থগুলিতে বলা হইয়াছে যে, 'সিজ্জীল' শব্দটি নামবাচক বিশেষ্য পদ (Proper noun) রূপে ব্যবহৃত হয়। পাপী ও অসাধু লোকদের শাস্তির উপকরণ যে দফতরে গচ্ছিত ও জমা রাখা হয় সেই দফতরের নাম সিজ্জীল। কাজেই 'বিহিজারাতিম্ মিন্ সিজ্জীল' এর অর্থ দাঁড়াইল, 'অসাধু লোকদিগকে শাস্তি দিবার উপকরণগুলি যে গুদাম ঘরে গচ্ছিত রহিয়াছে সেই গুদামঘরে ঐ হাতীর সঙ্গীদের শাস্তির উপকরণ হিসাবে যে পাথর গচ্ছিত ছিল সেই পাথর ঐ অসাধু লোকদের প্রতি ঐ পাখিগুলি নিক্ষেপ করিয়া উহা দ্বারা তাহাদিগকে আঘাত করিতেছিল।' আবুস্-সু'উদ ছাড়া আর বাকী তিনজন তাফসীরকারই এই তাৎপর্যটিকে সকল তাৎপর্যের প্রথমেই স্থান দেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা এই তাৎপর্যটিকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সঙ্গত বিবেচনা করেন। বিষয়টি আরো পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিতে গিয়া তাফসীর কাশ্‌শাফে বলা হইয়াছে যে, অসৎ লোকদের **আমলনামার ভাণ্ডারের** নাম হইতেছে সিজ্জীন (শেষে নূন্) এবং তাহাদের জন্য **নির্ধারিত শাস্তির ভাণ্ডারের** নাম হইতেছে সিজ্জীল (শেষে লাম)।

ইহা ছাড়া তাফসীর কাবীরে 'মিন' এর আরম্ভসূচক অর্থ ধরিয়া আরো দুইটি তাৎপর্য দেওয়া হইতেছে। (এক) পৃথিবীর নিকটতম আকাশের নাম ও (দুই) একটি জাহান্নামের নাম।

এখন 'মিন' এর 'বায়ান' বা বিবরণসূচক অর্থ ধরিয়া তাৎপর্য বলা হইতেছে।

'মিন' বিবরণ জ্ঞাপক অর্থে ব্যাখ্যা

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, 'মিন্' যখন বিবরণ জ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন উহা পূর্বে বর্ণিত বিষয়টির অস্পষ্টতা দূর করে। ইহার তাৎপর্য এই যে, 'মিন্' এর পূর্ববর্তী বিষয়টি অস্পষ্ট হইলে তবেই 'মিন্'কে বিবরণ জ্ঞাপক অর্থে গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে; নচেৎ নহে। আলোচ্য আয়াৎটিতে 'মিন্'কে 'বিবরণ' অর্থে গ্রহণ করা কতদূর সঙ্গত তাহা আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজনীয়। এখানে এই 'মিন্'এর পূর্বে রহিয়াছে হিজারাঃ অর্থাৎ পাথর। বস্তুতঃ 'হিজারাঃ' শব্দের অর্থে ও তাৎপর্যে কোনই অস্পষ্টতা নাই। 'পাথর' কী বস্তু তাহা কাহারও অজানা নাই। সকলেই জানে যে, মাটি জাতীয় এক প্রকার অত্যন্ত শক্ত ও কঠিন বস্তুকে পাথর বলা হয়; যেমন এক জাতীয় খনিজ বস্তুকে লোহা এবং এক জাতীয় খনিজ বস্তুকে কয়লা বলা হয়। এই পাথর সম্পর্কে মোটেই এমন কোন অস্পষ্টতা নাই যাহার জন্য সঙ্গতভাবে কোন 'বায়ান' বা বিবরণের প্রয়োজন হইতে পারে। কাজেই এখানে 'মিন্'এর বিবরণ অর্থ ধরিয়া যে কোন ব্যাখ্যাই দেওয়া হইবে তাহাই হইবে দুর্বল তাৎপর্য। ঐ গুলির কোনটিকেই নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারেনা। এই কারণে বিশিষ্ট তাফসীরকারগণ এই পর্যায়ের যাবতীয় তাৎপর্যকে 'কীলা' বা 'বলা হইয়াছে' শব্দযোগে উল্লেখ করেন। বস্তুতঃ তাফসীরের কিতাবগুলিতে এই পর্যায়ে যে উক্তি ও মতগুলি উদ্ধৃত করা হয় তাহা অনুধাবন করিলে পরিষ্কার দেখা যায় যে, এগুলির প্রত্যেকটিই কষ্ট কল্পিত গোঁজামিল ধরণের; ঐগুলির কোনটিই সাবলীল অর্থ হয় না।

"মিন্'-কে বিবরণ সূচক অর্থে গ্রহণ করিয়া 'সিজ্জীল' এর দুইটি মাত্র ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাহা এই :

www.ahlehadeethbd.org

(এক) কুরআন মজীদের বিশুদ্ধতা ও অকৃত্রিমতার প্রতি আক্রমণ সুগম করিবার কুমৎলবে খৃষ্টান জগৎ এই দুর্বল ও অপ্রামাণ্য উক্তিগুলি হইতে যে উক্তিটির প্রচারণায় মুখর হইয়া এবং ঐ প্রচারণার ফলে যে উক্তিটি অত্যন্ত মশহুর হইয়া উঠিতেছে তাহা এই যে, সিজ্‌জীল শব্দটি মূলতঃ ফারসী শব্দ; ইহা আরবী শব্দ নয়। ফারসীর 'সাংগ্' (سنگ বা পাথর) এবং 'গিল' (گل বা কাদা) শব্দটি মিলিত হইয়া 'সাংগ্-গিল' হয়। তারপর উহাকে আরবীতে পরিণত করিতে গিয়া প্রথমে 'সাংগ্' শব্দে (ক) 'ং' ও 'গ্' দুইটি পাশাপাশি সাকিন অক্ষর হওয়ায় 'ং' কে দূর করিয়া 'সাগ্'-গিল' করা হয়। তারপর (খ) 'গ'-কে 'জীম' করিয়া দাঁড়ায় 'সাজ্-জিল'। তারপর কাটা-ছিঁড়া ও পালিশ করিয়া (গ) সাজ্‌কে 'সিজ্' এবং (ঘ) 'জিল'কে 'জীল' করিয়া 'সিজ্‌জীল' করা হয়। চারি দফা অস্ত্র চালাইয়া 'সাংগ-গিল' সিজ্‌জীলে উপনীত হয়। বস্তুতঃ 'সিজ্‌জীল' এর এই ব্যুৎপত্তি নিঃসন্দেহে কষ্টকল্পিত। 'সিজ্‌জীল' এর এই ব্যুৎপত্তি কাশ্‌শাফে ও খাযিনে এমন কি আবু হাইয়ানের তাফসীরেও 'কীলা' বা বলা হইয়াছে' শব্দ যোগে উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে এই ব্যুৎপত্তি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য নয়। তারপর 'সিজ্‌জীল' এর এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উক্ত তাফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্য হইতে কেবলমাত্র কাবীরে ও খাযিনে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা এই প্রসঙ্গে সিজ্‌জীলের যে অর্থ দিয়াছেন তাহাও বেশ কষ্ট-কল্পিত। কাবীরে বলা হইয়াছে بعضه حجر وبعضه طين "উহার কতক অংশ পাথর ও কতক অংশ কাদা"; এবং খাযিনে বলা হইয়াছে حجر وطين مختلط বা "পাথর কাদা মিশ্রিত"। এমত অবস্থায় আয়াৎটির অর্থ হয়— তাহারা নিক্ষেপ করিতেছিল এমন পাথর যাহার কতকটা ছিল পাথর এবং কতকটা ছিল কাদা বা এমন পাথর যে পাথর ছিল পাথর-কাদা মিশ্রিত। এই উভয় অর্থেই 'হিজারাঃ' (حجارة) শব্দটি বাহুল্য ও নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে আর বাহুল্য হইতে আল্লার কালাম পাক। কাজেই এই ব্যুৎপত্তি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। যদি 'সিজ্‌জীল' এর ঐ ব্যুৎপত্তি ও ঐ অর্থ ঠিক হইত তাহা হইলে ترميهم بحجارة من سجيل না বলিয়া ترميهم بسجيل বলাই যথেষ্ট হইত।

দুই) 'মিন্'কে বিবরণজ্ঞাপক অর্থে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় যে অর্থ কাশ্‌শাফ ও খাযিনে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেছে "পোড়া মাটি।" তখন আয়াতের অর্থ হয় 'ঐ পাথর প্রকৃতপক্ষে পাথর ছিল না; উহা ছিল পোড়া মাটি।" এই অর্থ সম্পর্কে প্রথম আয়াৎ সম্পর্কে বর্ণিত আপত্তিগুলি উঠে। কাজেই ইহাও পরিত্যাজ্য।

এখন এই আয়াৎ সম্পর্কে এবং বিশেষতঃ 'সিজ্‌জীল' সম্পর্কে আবু হাইয়ানের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মতামত আলোচনা করা হইতেছে।

আবু হাইয়ান এই সূরাতে 'সিজ্‌জীল' সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি উহার ব্যাখ্যা সূরা হূদে দিয়াছেন। কাজেই উহার ব্যাখ্যা-সূরা হূদে দ্রষ্টব্য। সূরা হূদে তিনি যাহা বলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

السجيل والسجين الشديد من الحجارة قاله ابو عبيدة وقال الفراء طين طبخ حتى صار بمنزلة الاجر وقيل هو فارسى وسنك الحجر وكل الطين يعرب فقيل سجين •

তরজমা: "আবু 'উবাইদা: বলেন; 'সিজ্‌জীল' ও 'সিজ্‌জীন' উভয়ই শক্ত পাথর।"

"আল্-ফাররা বলেন: কাদা আগুনে পোড়াইয়া ইটের মত হইলে তাহাকে সিজ্‌জীল বলা হয়।

"এবং বলা হয়, উহা ফারসী শব্দ। 'সাংগ' অর্থ পাথর এবং 'গিল' অর্থ কাদা। উহাকে আরবী ভাষার রূপ দিয়া বলা হয় 'সিজ্‌জীন'। [এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। তাহা এই যে, উভয়ে মিলিয়া হয় 'সিজ্‌জীল্' (শেষে লাম); কিন্তু আবু হাইয়ান তাহা

www.ahlehadeethbd.org

না বলিয়া 'সিজ্জীন' (শেষে নূন) বলেন। ইহার তাৎপর্য পরে বলা হইয়াছে।—অনুবাদক]—তাফসীর আল্-বাহরুল-মুহীৎ পঞ্চম খণ্ড, ৩৩১ পৃঃ, মিসরীয় ছাপা ১৩১৮ হিজরী।

আবু হাইয়ান এখানে 'মিন' এর বিবরণসূচক অর্থ ধরিয়া সিজ্জীলের যে অর্থ তিনটি দিয়াছেন তাহা প্রকাশ্যতঃ অস্বাভাবিক ও কষ্টকল্পিত। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে।

উল্লিখিত উধৃতিতে 'মিন'কে আরম্ভবাচক অর্থে গ্রহণ করিয়া সিজ্জীলের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। তবে তাহার উল্লিখিত বিবরণ বিশ্লেষণ করিলে বিভিন্ন ভাবে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি 'সিজ্জীল' ও 'সিজ্জীন' এর একই জিনিস হওয়া সমর্থন করেন। কারণ তিনি 'সিজ্জীল' ও সিজ্জীনের এক হওয়ার উক্তিটিকে তাঁহার আলোচনায় সর্বপ্রথমে স্থান দেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ উক্তিটি উধৃত করিবার সময় 'আবুউবাইদা বলেন' এই কথাটি সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তিনি প্রথমে না বলিয়া তাহা লইয়া যান শেষে এবং প্রথমেই 'সিজ্জীল' ও সিজ্জীনের এক হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া উহার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান করেন। তৃতীয়তঃ বিবরণের শেষ অংশে 'সিজ্জীল' স্থলে 'সিজ্জীন' বলিয়া তিনি ইহাই বুঝাইয়া দেন যে, 'সিজ্জীল' ও 'সিজ্জীন' একই উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বলা মোটেই অসঙ্গত হইবে না যে, আবু হাইয়ান সিজ্জীনের যে ব্যাখ্যা তাঁহার তাফসীরে দিয়াছেন তাহাও সিজ্জীলের প্রতি প্রযোজ্য হইবে। কাজেই আবু হাইয়ান সিজ্জীনের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা দেখিতে হইবে।

সূরা 'আল্‌মুতাফ্‌ফিফীন' ৭।৮ আয়াতে সিজ্জীনের উল্লেখ এবং উহার নবম আয়াতে সিজ্জীনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আবু হাইয়ান ঐ আয়াৎগুলির তাফসীরে 'সিজ্জীন' (শেষে নূন) এর দীর্ঘ আলোচনা করিয়া বলেন যে, অসৎ লোকদের আমলনামারই নাম 'সিজ্জীন'। তিনি তারপর বলেন, ঐ আমলনামার ভাণ্ডার ঘরকেও 'সিজ্জীন' বলা হয়।

আবার তিনি বলেন, কোন কোন ভাষাবিদের মতে সিজ্জীন (শেষে নূন) ও সিজ্জীল (শেষে লাম) উভয়ই একই জিনিস। পূর্বে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আবু হাইয়ানও এই মত পোষণ করেন। কাজেই তাঁহার মতে সূরা আল-ফীলের 'মিন সিজ্জীল' এর 'মিন'কে আরম্ভ সূচক অর্থ ধরিয়া এই আয়াৎ অংশটির তাৎপর্য এই হইবে যে, অসৎ লোকদের আমল নামার ভাণ্ডার-ঘর হইতে ঐ পাথর লওয়া হইয়াছিল।

এখন প্রশ্ন উঠে, আবু হাইয়ান ঐ অর্থ বা ঐ ধরণের কোন অর্থ এখানে দিলেন না কেন? ইহার জওয়াব তাহার তাফসীর গ্রন্থের মুখবন্ধে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি বলেন যে, পুনরুক্তি হইতে তিনি যথাসম্ভব বিরত থাকিবেন। এই কারণেই তিনি সূরা হূদে সিজ্জীলের যে তিনটি অর্থ বর্ণনা করেন তাহাও সূরা আল-ফীলে উল্লেখ করেন নাই।

অবশেষে আবু হাইয়ান এই আয়াতের যে তাফসীর করেন তাহা উধৃত করিয়া এই আয়াতের ব্যাখ্যা শেষ করিতেছি। আবু হাইয়ান বলেন:

كان كل طائر في منقاره حجر وفي رجليه حجران، كل حجر فوق حبة العدس ودون حبة الحمص، مكتوب في كل حجر اسم مرميه، ينزل على رأسه ويخرج من دبره، ومرض ابرهة فتقطع انملة انملة، ومامات حتى انصدع صدره عن قلبه، وانفلت ابو مكسوم وزيره وطائره يتبعه حتى وصل الى النجاشي واخبره بما جرى للقوم، فرماه الطائر بحجره فمات بين يدى الملك.

তরজমা: "প্রত্যেক পাখীর চঞ্চুতে একটি পাথর এবং দুই পায়ে দুইটি পাথর ছিল। প্রত্যেকটি পাথর মসুরের চেয়ে বড় এবং ছোলার চেয়ে ছোট ছিল। প্রত্যেক পাথরে লেখা ছিল তাহার লক্ষ্য বস্তুর নাম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫। فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ •

৫। ফলে তিনি উহাদিগকে [এই ভাবে] পোকায় খাওয়া শস্য-ভূষির ন্যায় করিয়া ছাড়েন। ৫

উহা ঐ লক্ষ্যের মাথার উপরে পতিত হইয়া গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল।”

“আর আবরাহাঃ পীড়িত হইল এবং তাহার আঙ্গুল একটি একটি করিয়া খসিয়া পড়িল। অবশেষে তাহার বুক ফাটিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির হইয়া পড়িলে তাহার মৃত্যু ঘটে।”

“আর আবরাহার উযীর আবু মাকসূম পলায়ন করে এবং তাহার [জন্য নির্ধারিত] পাখীটি তাহার অনুসরণ করিতে থাকে। অবশেষে সে যখন বাদশাহ নাজাশীর নিকট পৌঁছে এবং যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহাকে জানাইয়া শেষ করে তখন ঐ পাখীটি উযীরের নামের পাথরটি তাহার উপর নিক্ষেপ করে। ফলে সে বাদশার সম্মুখেই মারা যায়।”

[কথিত আছে যে, আবু মাকসূম ঘটনাটির বিবরণ শেষ করিলে বাদশাহ নাজাশী ঐ পাখীর আকার প্রকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তখন আবু মাকসূম উপরের দিকে তাকাইয়া ঐ পাখীটিকে দেখাইয়া বলে যে, ঠিক ঐ রকম পাখী ছিল। সেই মুহূর্তে পাখীটি তাঁহার উপর পাথরটি নিক্ষেপ করে।]

৫। আয়াৎটির তাৎপর্য এই : শস্যকণার সার পদার্থ পোকায় যদি ভিতর হইতে খাইয়া ফেলে তাহা হইলে ঐ শস্যকণার উপরিভাগ যেমন অক্ষত থাকিয়া যায় সেইরূপ হাতীর ঐ সঙ্গীদের বাহ্যিক আকৃতির মোটেই কোন পরিবর্তন ঘটে নাই বরং তাহাদের বাহ্যিক আকার সুস্থ, জীবিত লোকের মতই ছিল। তাহাদের মাথা ফাটে নাই; গলা কাটে নাই, অথবা হাত-পা কিছুই ভাঙ্গে নাই; কিন্তু তাহাদের ভিতরে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, কলীজা প্রভৃতি যাবতীয় যন্ত্রাদি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইয়াছিল।

পাখীবাহিনী দ্বারা আবরাহার সৈন্যদল বিধ্বস্ত হওয়ার যৌক্তিকতা

অলৌকিক ঘটনা অস্বীকারকারী আধুনিক কুরআন বিশারদ দলের মনগড়া ব্যাখ্যা ও যুক্তি দেখিয়া ইহাই বুঝা যায় যে, তাঁহারা পাখীবাহিনী দ্বারা মানুষের দল-বিশেষের নিহত হওয়ার ব্যাপারটিকে যথার্থ বলিয়া-মানিয়া লইতে নারায। তাই তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়া একবার ‘তাইর’ এর প্রতি আক্রমণ চালাইয়া উহাদিগকে ঘটনাস্থল হইতে তাড়াইয়া দিয়া উহাদের স্থলে মশা-মাছি আমদানী করিতে ব্রতী হন। তাঁহাদের এই ব্যাখ্যার পরে ‘আরসোলা’ তো আর পাখী না হইয়া যায় না। আর ভীমরুল বোলতা তো নিশ্চয় পাখী। তবে তাঁহারা যদি মশা-মাছির পরিবর্তে ভীমরুল বোলতা আমদানী করিতেন তাহা হইলে ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাদের আক্রমণে মানুষের ছটপট করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করা খুবই স্বাভাবিক হইয়া উঠিত। তাঁহারা ইহার পরে ‘তাইর’ এর ব্যাখ্যা ভীমরুল বোলতাও করিতে পারেন। কারণ তাঁহারা ঐতিহাসিক ভিত্তি, ঐতিহাসিক ভিত্তি বলিয়া যতই আস্ফালন ও চীৎকার করুন না কেন তাঁহাদের বলগাহীন বুদ্ধির সামনে ইতিহাসের এক কাণা কড়িও দাম নাই। যদি ইতিহাসের কোন মূল্য তাঁহারা দিতেন তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের মশামাছির সমর্থনে কোন প্রাচীন ঐতিহাসিকের কোন উক্তি নিশ্চয় উধৃত করিতেন। বস্তুতঃ, ইহা কোন ইসরাঈলী রিওয়ায়াৎ নয় যে তাঁহারা এক তুড়ি দিয়া তাহা উড়াইয়া দিবেন। ঘটনাটি ঘটে তাঁহারই জন্ম-বৎসরে যাঁহার উপরে এই সূরা নাযিল হয় এবং উহা ঐ সকল লোকের সামনে ঘটে যাহাদের অনেকেই এই সূরা নাযিল হওয়ার সময় জীবিত ছিলেন। ঘটনাটি খোদ কা'বাঘরের সঙ্গে জড়িত থাকায় এবং কুরাইশগণ ঐ কা'বাঘরের মুতাওয়াল্লী হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে এই ঘটনাটির প্রায়শঃ, পুনঃ পুনঃ আলোচনা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এমত অবস্থায় পাখী দ্বারা পাথর নিক্ষেপ ও তাহার ফলে আবরাহার সৈন্যদের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে যথার্থ বলিয়া মানিতেই হইবে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন তাঁহাদের পক্ষে চন্দ্র-সূর্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করাও অসম্ভব নয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহারা তাঁহাদের দ্বিতীয় আক্রমণ চালাইয়াছেন 'তারমীহিম্', 'য়ারমীহিম' এর উপরে। ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভাবে দেখান হইয়াছে যে, আরবী ভাষায় উভয় কিরাআতেই পাখীকে উহার কর্তা বলিয়া স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই ব্যাপারে ঐ কুরআন-বিশারদদের সত্য গোপনের কথাও হাতে-নাতে দেখানো হইয়াছে। বেশ কথা, 'য়ারমীহিম' পাঠের বেলায় পাখী ও আল্লাহ উভয়ই কর্তা হইতে পারে, মানিলাম। কিন্তু 'তারমীহিম' হইতেছে, কিরাআতের যাবতীয় ইমামদের কিরাআৎ। এই পাঠ যদি শুদ্ধ হয়, এবং ইহা নিশ্চিত-ভাবে শুদ্ধ, তবে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে কর্তা করিবার উপায় কী? আল্লাহকে স্ত্রীলিঙ্গ মানিয়া লওয়া ছাড়া অন্য কোনই তো উপায় নাই। পাঠক, পানি কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তাহা লক্ষ্য করুন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ-কোন দেবীতে পরিণত হইয়া যায়। কাজেই আল্লাহ্‌কে এই ক্রিয়ার কর্তা কোনক্রমেই ধরা যাইতে পারে না। আচ্ছা তর্কের খাতিরে না হয় আল্লাহ্‌কেই কর্তা মানিয়া লইলাম তাহাতেই বা ঐ কুরআন-বিশারদদের কী লাভ হয় এবং অপর পক্ষের কীই বা ক্ষতি হয়? কারণ, ইহা সর্ববাদীসম্মত সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা যাহাই করিতে চান তাহাই তিনি **কাহারও দ্বারাই করাইয়া থাকেন।** যথা, তিনি কোনো কাজ **জিব্‌রীল দ্বারা,** কোনো কাজ **মালাকুল্ মাওৎ দ্বারা** এবং অপর বহু কাজ **মালাইকা দ্বারা** সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করাইয়া **ঐ পানী দ্বারা** শস্য উৎপাদন করাইয়া থাকেন। আবার পুরুষ ও স্ত্রীর **মিলন দ্বারা** জীব পয়দা করিয়া থাকেন। এইসব হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু করেন তাহা তিনি তাঁহার কোন মখ্‌লূক দিয়াই করান এবং সে ক্ষেত্রেও ঐ কাজগুলিকে আল্লার কাজই বলা হয়। কাজেই 'য়ারমীহিম্' পাঠে উহ্য সর্বনামটি আল্লার পরিবর্তেই ধরা হউক আর পাখীর পরিবর্তেই ধরা হউক উভয়ের তাৎপর্য একই দাঁড়ায়। পাখীর পরিবর্তে ধরা হইলে উহার সহিত নিক্ষেপের সম্বন্ধ হইবে প্রত্যক্ষ বা হাকীকী, আর ঐ সর্বনামটি আল্লার পরিবর্তে ধরা হইলে ঐ সম্বন্ধটি হইবে পরোক্ষ বা মাজাযী; আর যেখানে হাকীকী ও মাজাযী উভয় ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে সেখানে হাকীকী গ্রহণ করা সকলের মতেই শ্রেষ্ঠ। নিক্ষেপের সহিত আল্লার সম্বন্ধের তাৎপর্য ইহা নয় যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজ হাতে উহা নিক্ষেপ করিতে থাকেন বরং উহার তাৎপর্য এই যে, তিনি পাখীদের দ্বারা উহা নিক্ষেপ করাইতে থাকেন। প্রতিপক্ষ দল যদি বলেন (আর তাঁহারা সবই বলিতে পারেন) যে, অপর কাওম-গুলির প্রতি যেমন মালাইকা দ্বারা প্রস্তরবৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করা হয় সেইরূপ এ ক্ষেত্রেও মালাইকা দ্বারাই উহা সম্পন্ন করা হইয়াছিল তাহা হইলে আমরা বলিব—তবে কি 'তাইর' এর অর্থ মালাইকা ধরা হইবে?

দ্বিতীয়তঃ, আল্লাহ তা'আলা মালাইকা ছাড়া তাঁহার অপর মখলুক দ্বারাও কোন কোন জাতিকে ধ্বংস করেন বলিয়া কুরআন মজীদে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, কোন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা **ভূমিকম্প দ্বারা** এবং কোন জাতিকে **ঝড়-তুফান** দ্বারা ধ্বংস করেন। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তা'আলা যেমন আব্‌রাহার সৈন্যদের প্রতি পাখী পাঠান সেইরূপ হযরৎ মূসা আঃ-র যমানায় যাহারা মূসা আঃ-কে রসূল বলিয়া মানিয়া লয় নাই তাহাদের প্রতি আল্লাহ পাঠান **'পঙ্গপাল' 'এঁটুলি'** এবং **বেঙ** (দেখুন সূরা আল্ আ'রাফ : ১৩৩ আয়াৎ)। প্রতিপক্ষ দল ঐ পঙ্গপাল, এঁটুলী ও বেঙ প্রেরণের ঘটনাগুলির যথার্থতা যখন অম্লান বদনে বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইয়া থাকেন তখন তাঁহাদের পক্ষে পাখী দ্বারা প্রস্তর নিক্ষেপযোগে আবরাহার সৈন্যদের ধ্বংস হওয়ার যথার্থতা মানিয়া লওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু, ইতিপূর্বে দেখানো হইয়াছে যে, তাঁহারা ইহার যথার্থতা মানিয়া না লইয়া এই ব্যাপারটি সম্পর্কে যুক্তির নামে নানা প্রকার কুযুক্তি, ন্যায়ের ফাঁকী, সত্য-গোপন, ধাপ্পাবাযী ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই ঘটনাটির যথার্থতায় সন্দেহ উৎপাদনের প্রয়াস পান। প্রশ্ন উঠে, তাঁহারা এমন করেন কেন? ইহার প্রথম ও স্পষ্ট জওয়াব এই যে, নিজেদের ইল্‌মের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য তাঁহারা এইরূপ করিয়া থাকেন। আরবী ভাষা সম্পর্কে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সামান্য জ্ঞান অর্জন করিয়া তাঁহারা প্রকাশ করিতে চান যে, তাঁহাদের জ্ঞানের সামনে প্রাচীন আলিমগণের জ্ঞান সমুদ্রের তুলনায় বিন্দুবৎ। আবার প্রশ্ন উঠে, তাঁহাদের এই ধারণার মূল কোথায়? ইহার স্পষ্ট জওয়াব এই যে, এইসব আধুনিক তথাকথিত কুরআন-বিশারদগণ কেহ বা প্রত্যক্ষভাবে এবং কেহ বা পরোক্ষভাবে আধুনিক তথাকথিত যুক্তিবাদী ইউরোপীয় ও আমেরিকান প্রাচ্য-ভাষাবিৎদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ঐ গুরুদের যোগ্য চেলা সাজিবার উদ্দেশ্যে গুরুদের 'হাঁ'তে হাঁ মিলাইয়া ঘোষণা করেন যে, প্রাচীন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, তাফসীরকার, ফকীহ, ধর্ম-তত্ত্ববিৎ ও অপর ইসলামী ইমামগণের বিশেষ বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল না। তাঁহারা বিজ্ঞান ও দর্শনে যেমন ছিলেন অনভিজ্ঞ তেমনি আবার তাঁহারা যুক্তিবাদেরও কোন ধার ধারিতেন না। কাজেই তাঁহাদের তাফসীর, ব্যাখ্যা, সমাধান প্রভৃতি সর্বত্র বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য নহে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা এই খৃষ্টান গুরুদের চেলাগণ **মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের** অন্তরে এই বিষ প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, ঐ সব তাফসীরকার ও ইমামদের তাফসীর, ব্যাখ্যা, সমাধান ইত্যাদি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাও হইতে পারে। উল্লিখিত খৃষ্টান প্রাচ্য-ভাষাবিৎগণ বেশ বুঝেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের এই প্রচারণায় যত বেশী কৃতকার্যতা অর্জন করিতে পারিবেন ততই তাঁহারা মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায়কে প্রকৃত ইসলাম হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে বল্গাহীন যুক্তিবাদের অন্ধকার গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত করিতে সক্ষম হইবেন। ফলে, বর্তমানে যেমন আধুনিক তথাকথিত কুরআন-বিশারদগণ 'ইব্‌লীসী মটো' 'আনা খায়রুম্-মিনহু' (انا خير منه) আওড়াইয়া ঘোষণা করিয়া চলিয়াছেন যে, তাঁহারা পূর্বের যাবতীয় আলিম ও ইমামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী, সেইরূপে কালক্রমে তাঁহাদের উম্মতের প্রত্যেকেই এই ঘোষণা করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য কোন প্রক্রিয়াই এই প্রক্রিয়ার চেয়ে অধিকতর মারাত্মক হইতে পারে না। এই তথাকথিত বিশারদগণ অপরকে নসীহৎ করেন "প্রথমে যোগ্য হও, তারপরে কামনা করিও" কিন্তু নিজেরা ইসলামী বিষয় সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জন না করিয়াই ইসলামী বিষয়সমূহে অনধিকার চর্চা করিয়া থাকেন। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে এইসব আলিমের কবল হইতে রক্ষা করুন! আমীন!

আস্‌হাবুল ফীলের বিস্তারিত বিবরণ

[তাফসীর বাগাবী হইতে]

আস্‌হাবুল ফীলের ঘটনাটি রসূলুল্লাহ স:র জন্মের বৎসরে ঘটিয়াছিল। ইহার বিবরণ এই যে, সে কালে আরবের অন্তর্গত য়ামান প্রদেশ অবিসিনীয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাঁহার পক্ষ হইতে আবরাহাঃ নামক তাঁহার জনৈক হাবশী সেনা-নায়ক য়ামানের শাসনকর্তা ছিল। আবরাহাঃ দেখিল যে, সারা আরবের লোক—এমন কি তাহার রাজ্যের লোকও প্রত্যেক বৎসর মক্কার কা'বাঘরের হজ করিবার জন্য মক্কা গিয়া থাকে। তাহাতে একে তো অখৃষ্টান-দের একটি প্রতিষ্ঠানকে অত্যধিক মর্যাদা দান করা হয়, তদুপরি ঐ হজ্জের ফলে তাহার রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত একটি শহরের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করা হয়। আবরাহার উহা সহ্য হইল না। অনন্তর সে নিজ রাজ-ধানী সান'আ নগরে একটি অতি সুন্দর, কারুকার্যখচিত গীর্জা নির্মাণ করিল। ঐ গির্জার নাম দেওয়া হইল 'কুল্লাইস' (قليس)। গীর্জা সমাপ্ত হইলে আবরাহা রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিল যে, তাহার রাজ্যের কেহই হজ্জ করিবার জন্য আর মক্কা যাইতে পারিবে না। তাহাদের মধ্যে যাহার হজ্জ করিবার ইচ্ছা হয় সে যেন এই নবনির্মিত ধর্মমন্দিরের হজ্জ করে। আবরাহা তাহার এই কীর্তির কথা নাজ্জাশীকে জানাইল এবং লিখিয়া পাঠাইল যে, সে আন'আ নগরে এক অনুপম গীর্জা নির্মাণ করিয়াছে এবং সে আরবদিগকে উহার হজ্জ না করাইয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না।

তারপর, এক দল মক্কাবাসী ব্যবসা উপলক্ষে য়ামান গিয়া একদিন আগুণ জ্বালাইয়া ভোজের ব্যবস্থা করে। ভোজ শেষে তাহারা য়ামান হইতে চলিয়া যাইবার পরে সেখানে কিছু আগুণ জ্বলিতেই থাকে। আল্লার

[২৪৯ পৃষ্ঠায় দেখুন]

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্‌-শামায়িলের বাঙ্গানুবাদ)

॥ আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

তরজমাকারীর আরয

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ

وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَاحِبِ

الْاُسْوَةِ الْحَسَنَةِ وَالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ وَعَلٰى

مَنْ تَاَسّٰى بِهٖ مِنَ الصَّحَابَةِ

وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

الْمُخْلِصِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اَمَّا بَعْدُ

আল্লাহ রব্বুল-আলামীনের প্রশংসা ও তা'রীফ। আর সলাৎ ও সালাম হউক পয়গাম-বাহকদের ঐ নেতা ও সরদারের প্রতি যিনি উত্তম আদর্শ ও মহান চরিত্রের অধিকারী, এবং যাঁহারা ঐ নেতাদের আদর্শের অনুকরণ করেন সেই সব সাহাবীদের, তাবি'ঈদের ও তাঁহাদের পরে কিয়ামৎ পর্যন্ত আগমনকারী মুখ্‌লিস ঈমান-দারদের প্রতি। আম্মা বা'দ, ইমাম তিরমিযীর সংকলিত 'আশ্‌-শামায়িল' কিতাবটির অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা পূর্বাভাষে আরয করিয়াছি। এই কিতাবখানা আমি হাদীসের দরস-এর নিয়ম অনুযায়ী হিজরী ১৩৫৯-৬০ সনে দেওবন্দের দারুল্‌-'উল্‌মে মাওলানা মুফ্‌তী মুহম্মদ শফী সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করি। এখন আল্লার উপর ভরসা করিয়া প্রয়োজনীয় টীকাসহ কিতাবখানার বাংলা তরজমায় হাত দিলাম। আল্লার দরবারে প্রার্থনা—তিনি যেন ইহার সঠিক তরজমা ও ব্যাখ্যা করার তাওফীক দেন, যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি ও ভ্রম-প্রমাদ হইতে রক্ষা করেন এবং নবী সঃ-র অনুকরণে জীবন যাপন করিতে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া আমা-দের দুনয়া ও আখিরাৎ মঙ্গলময় করেন। আর সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে আরয, তাঁহারা ইহাতে কোন ভুল-ভ্রান্তি পাইলে তাহা যেন মেহেরবানী করিয়া প্রকাশ দফ্‌তরে জানাইয়া দেন এবং তরজমাকারীকে, তরজমাকারী যাঁহাদের সাহায্য এই তরজমায় গ্রহণ করিতেছে তাঁহাদিগকে এবং ইহার প্রকাশে সহায়তাকারীদিগকে তাঁহারা যেন নেক দু'আয়া য়াদ করেন।

বঙ্গানুবাদের উপক্রমণিকা

যে কিতাবটির বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার কী নাম গ্রন্থকার রাখিয়াছিলেন তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। পরবর্তী কালে উহা যে সব নামে মশহুর হয় তাহা অর্থসহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিম্নে দেওয়া হইতেছে। এই নামগুলির প্রত্যেক-টিতে 'শামায়িল' শব্দটি স্থান লাভ করিয়াছে। 'শামাইল' (شمائل) শব্দটি হইতেছে, 'শিমাল' (شمال) বা 'শামীলাহ' (شميلة) শব্দের বহু বচন আর শামায়িল (شمايل) শব্দটি হইতেছে 'শামআল' (شمال) শব্দের বহু বচন এবং ইহার অর্থ হইতেছে, 'স্বভাবিক সৎগুণাবলী, রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার, 'কালচার' বা 'কৃষ্টি'। এই শব্দটিকে আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে লিখিতে গেলে 'হাম্যা' যোগে 'শামাইল' (شمائل) লিখিতে হয়, কিন্তু নবী সঃ সম্পর্কে এই শব্দটি ব্যবহারকালে মুহাদ্দিসগণ ইহাকে শামায়িল (شمايل) ى যোগে লিখিয়া থাকেন।

কিতাবটি যে সকল নামে পরিচিত হয় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) হাফিয ইব্নুল্-আসীর (মৃত ৬০৬ হিজরী) তাঁহার জামি'উল-উসূল গ্রন্থে ইহার নাম 'আশ্-শামায়িল' (বা নির্দিষ্ট সৎস্বভাবগুলি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সঃ-র রীতি-নীতি) বলিয়া উল্লেখ করেন।

(খ) তুহফাতুল্ আহওয়াযীর গ্রন্থকার (মৃত ১৩৫৩ হিঃ) তাঁহার মুকদ্দমা খণ্ডে ইহাকে 'শামায়িলুন্-নাবী' নামে উল্লেখ করেন।

(গ) হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট আলিম আশ্-শাইখ ইবরাহীম বাইজুরী ইহার নাম 'আশ্-শামায়িলুল্-মুহাম্মদীয়াঃ' (বা হযরৎ মুহম্মদ সঃ-র সৎ স্বভাবগুলি) বলিয়া উল্লেখ করেন।

ইহার নাম 'শামাইলুৎ-তিরমিযী', অথবা 'শমায়েলে তিরমিজী' নহে—হইতে পারে না; কারণ এই দুইটি নামের অর্থ হয় 'ইমাম তিরমিযীর সৎ স্বভাবগুলি'। ইমাম তিরমিযীর সাথে সংযোগ (نسبة) দেখাইতে হইলে ইহার নাম 'আশ্-শামায়িল' লিৎ-তিরমিযী' বা তিরমিযীর 'আশ্-শামায়িল' বলাই বিধেয়।

বিশিষ্ট আলিম, আশ্-শাইখ ইব্রাহীম বাইজুরী ১২৫১ সনে এই কিতাবখানার আরবী ভাষায় একটি বিস্তারিত শরহ প্রণয়ন করেন এবং উহার নাম দেন,

المواهب اللدنية على الشمايل المحمدية •

তাঁহার অনুকরণে এই কিতাবখানার নাম রাখা হইল,

الترجمة البنغالية للشمايل المحمدية

অর্থাৎ ইমাম তিরমিযীর আশ্-শামায়িলুল-মুহাম্মদীয়ার বঙ্গানুবাদ। বা সংক্ষেপে 'মুহাম্মাদী রীতি-নীতি'।

وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم •

আল্লার তাওফীক আবার প্রার্থনা করিয়া আরম্ভ করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

॥ অধ্যাপক মীর আবদুল মতীন এম, এ ॥

আমরা কোথায় ?

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

স্কুল হইতে ইউনিভার্সিটী পর্যন্ত সকল পর্য্যায়ে বর্তমানে অধ্যয়ন রত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বহু লক্ষ হইবে। পোষাক পরিচ্ছদে তাহাদের কয়জনকে বিশেষ করিয়া কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে মুসলমান বলিয়া চেনা যায় ? ইসলামী আইন করা হউক বলিয়া যতই চীৎকার করি না কেন জাতিকে সামগ্রিক ভাবে ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ না করা পর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে জাতি তাহার নিজের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করে না, আল্লাহ সে জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না। বর্তমানে শোচনীয় পরিস্থিতি ও নৈতিক অধঃপতন হইতে জাতিকে উদ্ধার করিতে হইবে। অন্যথায় জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই ধ্বংসের কবল হইতে জাতিকে রক্ষা করার চেষ্টা আজিকার দিনে শ্রেষ্ঠতম জেহাদ। এই জেহাদ করিবে কে ? কুরআন ও সুন্নার শিক্ষা হইতে চির বঞ্চিত আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নেতার দল শাসন কতৃত্বের আসন লাভের চেষ্টায় সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিবেন কিন্তু তাহারা এই জেহাদ করিবেন না। কারণ তাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থ নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। সে জন্য এই জেহাদ অতীতে তাহারা করেন নাই, ভবিষ্যতেও করিবেন না—বরং তাহাদের পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও অসম্ভব নহে। তারপর যে ছাত্র সমাজ ঐ পূর্ব সূরীদের মতই বিদ্যা-জ্ঞান-বুদ্ধি কৌশল অর্জন করিয়াছে তাহারা কি করিতেছে ? তাহাদের কার্যকলাপ দেখিলে মনে হয়—তাহাদের কেবলা আর যাই হোক মক্কা নয়। লণ্ডন, ওয়াশিংটন অথবা মস্কো পিকিং-এর দিকেই তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

ওলামা সমাজে বেশীর ভাগ নিষ্ক্রিয় ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অদূরদর্শী ও অভাবগ্রস্ত। তাহারা অন্যকে পথ দেখাইবার শক্তি সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাহাদের অনেকে মাদ্রাসায় নগণ্য সংখ্যক ছাত্র লইয়া গায়েবী মদদের প্রতীক্ষায় পরাজিতের মনোবৃত্তি লইয়া কাল কাটাইতেছেন। অশিক্ষিত জনসাধারণ কাহার কথা শুনিবে ? সরকারের কথা শুনিবে, না বিরোধী দলের কথা শুনিবে ? ওলামাদের আওয়াজ যে স্তব্ধীভূত। ওলামারা নীরব নিষ্ক্রিয় থাকিলেও দেশ ও সমাজ বসিয়া থাকিবে না। দেশকে সামনের দিকে আগাইয়া চলিতেই হইবে।

যাহারা বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ তাহারা ইসলামী ধর্ম শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেন না। কারণ ধর্মের শিক্ষা-নীতির প্রতিষ্ঠা এবং আদর্শের রূপায়ন স্বার্থ পূজারীদের স্বভাব বিরোধী। তাহারা ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নয়ন চাহেন না। প্রতিষ্ঠাদানের পরিবর্তে সংহার সাধনও তাহাদের দ্বারা অসম্ভব নহে। এ পর্যন্ত জাতির নামে দল গঠিত হইয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আসিয়াছে। জাতীয় সচেতনতা সৃষ্টির পথে যে সামান্য কাজ তাঁহারা করিয়াছেন তাহাকে সত্যিকার জাতি গঠন বলা চলে না। জাতিকে শিক্ষিত করা হয় নাই, অধিকাংশই নিরক্ষর। যাহাদিগকে শিক্ষিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করি তাহারা অর্দ্ধ শিক্ষিত অথবা কুশিক্ষিত। যাহারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করেন তাহারা কুরআনের ভাষায় শিক্ষিত বা বুদ্ধিমান নহে। তাহারা জাহেল, এবং অর্ধ অন্ধ। গোটা সমাজ অন্ধ হইয়া আছে বলিয়াই তাহাদিগকে অর্ধ অন্ধরা চালাইয়া যাইতেছে।

জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া দেশ কল্যাণী, সমাজ দরদী ব্যক্তিগণ সকলে সমবেত ভাবে আল্লার রজ্জু কুরআন অবলম্বন করুন। সরকারী বেসরকারী উপসরকারী নেতাগণ সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করুন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন: কুরআন ও সুন্নাহ বিষয়ে নির্দিষ্ট জ্ঞান অর্জন না করিলে কোন ছাত্র ছাত্রীকে পরীক্ষায় পাশ সার্টিফিকেট দেওয়া চলিবে না। পাকিস্তানে শালীনতা বর্জিত পোষাক আর চলিতে দেওয়া হইবে না। জাতীয় পোষাকের প্রবর্তন করিতে হইবে। ভিতর ও বাহিরে মুসলমানকে ইসলামী রংগে রঞ্জিত হইতে হইবে। নারী প্রগতিকে ইসলামী বিধান অনুসারে সংযত করিতে হইবে। নারী শিক্ষা রোধ করিয়া নহে বরং উহাকে নগ্নতা ও শালীনতার কুৎসিত অভ্যাস হইতে মুক্ত করিয়া। মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম সামাজিক জীবন গড়িয়া তোলার পরিকল্পনায় মসজিদের ইমামকে সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে সমাজ সংগঠন কাজে নিয়োজিত করিতে হইবে। গ্রামের নিরক্ষর মুসলমান যখন ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতে শিখিবে তখন মৌলিক গণতন্ত্রীদের যত ত্রুটী বিচ্যুতি বর্তমানে দৃষ্ট হইতেছে সব দূরীভূত হইতে বাধ্য। যে-সকল সরকার বিরোধীদল মৌলিক গণতন্ত্রের বিরোধী, তাঁহারা আসল এবং মসজিদ সংগঠনের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নার শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। তাহা হইলে আপনাদের দাবীর পিছনে জাতির আদর্শভিত্তিক উজ্জীবনের মহান উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে মনে করিব। সরকারী দল যদি সত্যিকার ভাবে জাতির কল্যাণ চাহেন তবে মসজিদ সংগঠনের মাধ্যমে কোরআন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করুন। কোরআনের শিক্ষার ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। উন্নয়নের পথে যে অর্থ ব্যয়িত হইতেছে তাহার কতকাংশ দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের পেটে আশ্রয় লইতেছে। উহার প্রতিকার সম্ভাবনা একমাত্র কুরআন ও সুন্নার শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমেই সম্ভবপর।

ছাত্র সমাজ জাতির ভবিষ্যৎ সম্বল ও দিশারী। তাহাদের লক্ষ্য কি? পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতঃ বিশ্ব সমাজকে ইসলামী রূপে রূপায়িত করিয়া ইসলামের এক নূতন ইতিহাস রচনা করিতে তাহারা ইচ্ছুক কিনা? আধুনিক দুনিয়ায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যক—এ সম্পর্কে কারো কোন মতভেদ নাই। তদুপরি ইসলামের শিক্ষা বিশ্ববাসী সকল মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া—আল্লার ও রসূলের আমানত তৌহীদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইতিপূর্বে যাহা সম্ভব হয় নাই বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে তাহা সম্ভবপর হইতেছে। এই কাজের দায়িত্ব আমাদের উপর রহিয়াছে। তাহা আমাদের পালন করিতে হইবে। এই পথে আমাদের শুধু ব্যক্তিগত জীবনই নহে, জাতীয় জীবন ও কুরআন পাকে বর্ণিত "আদর্শ সমাজে"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রূপায়িত হইতে পারে। তজ্জন্য উচ্চ ধারণা ও বিরাট পরিকল্পনা সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। উচ্চ আদর্শ ও মহান পরিকল্পনার অভাবে অগ্রাভিযানের প্রয়োজনীয় মানসিক শক্তি ও প্রেরণা জাগ্রত হয় না। আজ ছাত্র সমাজের অন্তরে সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি তুলিয়া ধরিতে হইবে। আদর্শবিহীন, লক্ষ্যচ্যুত, ভোগ-সর্বস্ব জীবন-বিলাসী শিক্ষক ও অধ্যাপকগণও ছাত্র সমাজকে সত্যিকার পথের পরিচয় দিতে পারেন নাই বলিয়া তাহারা তাহাদের পবিত্র ব্রতকে ক্ষুণ্ণ ও স্বীয় জীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়াছেন মাত্র। আগুনের দাহিকা শক্তির সঙ্গে আলো বিকীরণকারী শক্তিও রহিয়াছে। অধ্যাপকগণ কোন্ শক্তির অধিকারী? দৃষ্টি-হীনতায় যে নিজেই অন্ধ, সে অন্যকে পথ দেখাইবে কি করিয়া? মানুষ যে একেবারেই নাই সেকথা বলিতেছি না। কিন্তু সমাজের উচ্চস্তরে এবং সাধারণের হৃদয় জমিনে তাহাদের স্থান নাই। ছাত্র ছাত্রীগণকে তাই আহ্বান করি। ভ্রাতৃগণ: তোমাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হও। সর্বপ্রথম কর্তব্য—কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে পরিচিতি লাভ। সুতরাং দিবসের একটি নির্দিষ্ট সময় কুরআন এবং হাদীস পাঠ কর—পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা কর। তারপর নিজের জীবন ও সমাজ জীবনকে উহারই আদর্শে গড়িয়া তোল। সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির দাস যারা তারা যত বড় নেতাই হউন—তাদের বর্জন কর। ইহারা জাতি গঠনের পথে সর্ববৃহৎ অন্তরায়। আরবী শিক্ষিতদের মধ্যেও স্বার্থসর্বস্ব একদল লোক আছেন যারা স্বার্থই বুঝেন; ধর্ম বা জাতির জন্য তাদেরও যে কর্তব্য আছে তাহা বুঝিতে তারা রাজী নহেন। সংকীর্ণ দৃষ্টি ও স্বার্থপর লোক দ্বারা—দেশ, জাতি বা ধর্মের কাজ হয় না। ইহারা নিজের প্রয়োজনে ধর্মের দোহাই দেয় কিন্তু ধর্মের প্রয়োজনে নিজেকে বিলাইয়া দিবার পথে আগাইয়া আসে না। আল্লাহকে ফাঁকী দেওয়া চলিবে না। জীবনের সবচেয়ে প্রিয়জনরূপে আল্লাহ ও রসূলকে গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত ঈমানে পূর্ণতা লাভ হয় না। তাই বলি জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে ছাত্র ভাইয়েরা আগাইয়া আস। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেহারা তোমরাই বদলাইয়া দিতে পার। বিজাতীয় পোষাক ছাড়িয়া স্বজাতীয় পোষাক ধর। শিক্ষকরাই তোমাদের অনুকরণ করুক। তোমাদের জীবনাদর্শ কি—জগত চাহিয়া দেখুক। আল্লাহ ও রসূলের আমানত গোপন রাখিয়া বিশ্ববাসীকে ইসলামের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া শেষ বিচারের দিনে কোন্ মুখে রসূলুল্লার (দঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে? শাফায়াত চাহিবে? আল্লার প্রশ্নের উত্তর কি দিবে? এখনও সময় আছে তোমরা আস, এক সঙ্গে প্রদেশের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকে আদর্শের বলে অধিকার করিয়া লও। শিক্ষক অধ্যাপকগণকে অনুরোধ কর সত্যিকার অর্থে মুসলমানরূপে পরিচয় দেওয়ার জন্য। শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষকে বাধ্য কর ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার জন্য। চারিদিক ঘন তমসায় আচ্ছন্ন। এই সুযোগে চোর দস্যু সব তৎপর। তাহাদের স্বার্থ ভোগে অসুবিধা ঘটিবে—ইহা সুনিশ্চিত। জাতির অতন্দ্র প্রহরীরূপে সর্বদিকে দৃষ্টি রাখো, ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালো। দুর্যোগময়ী রজনীর অন্ধকার—আলোকে ঝলমল করিয়া উঠুক। কুরআনী শিক্ষায় অগ্রসর হও, দেরী করিও না, নজুলে কুরআনের ১৪শত বার্ষিকী দিবস উদযাপনের মাধ্যমে জাতির আবাল বৃদ্ধ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সকলের মনে প্রেরণা জাগাও, আশা জাগাও আর শক্তি জাগাও বিশ্ব নেতৃত্বের।

চির নিগৃহিত অভাব ক্লিষ্ট আলেম সমাজ কোথায়? আপনার একতাবদ্ধ হউন, মযহাবী দলাদলি ত্যাগ করিয়া কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রত উদযাপনে সারিবদ্ধ ভাবে আগাইয়া আসুন! এতদিন যাহারা পীরি-মুরিদী করিয়া জমিদারী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহারাও কাতারে শামিল হউন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারী তালুকদারীর উচ্ছেদ হইয়াছে, যদি ইসলাম না থাকে আপনাদের পীরালী জমিদারীও উচ্ছন্নে যাইবে। যে সাপ সমাজকে দংশন করিতেছে আল্লার নির্দেশে "লা তাখাফ" বাক্য অবলম্বনে আল্লার শক্তিতে শক্তিবান হইয়া উহাতে ধরিতে চেষ্টা করুন। দেখিবেন সব ভেল্কীবাজী ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সত্যের জয় হইয়াছে। মিথ্যার পরাজয় এবং সত্যের জয় অবধারিত।

চাই আল্লার প্রতি ঈমানের জোশে, দৃপ্ত বিশ্বাসের দৃঢ়তায় দুর্জয় আদর্শ নিষ্ঠ কর্মী দল। জাতি গঠনের কাজ দুই এক জনের দ্বারা সম্ভব নহে। যোগ্য নেতৃত্বে সময়োপযোগী পরিকল্পনায়, আদর্শের প্রেরণায় ও ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত কর্মীদলকে আগাইয়া আসিতে হইবে! এই ব্যাপারে পাকিস্তানের ন্যায় আদর্শবাদী রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে। তাহাদের সাহায্য সহযোগিতা কাম্য। কিন্তু যদি না পাওয়া যায় কর্মীদলকে আল্লার উপর ভরসা রাখিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। বিজয় অবধারিত যদি তারা সত্যিকার মুমিন হয়। নাস্‌রুম্ মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারীব।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ডক্টর এম, আবদুল কাদের

খৃষ্টান ধর্মে বহুবিবাহ

বহুবিবাহের প্রতিষ্ঠার জন্য খৃষ্টানেরা বরাবরই মুসলমানদেরকে ও তাহাদের নবী করিম হজরত মুহম্মদ (দঃ)কে আক্রমণ করিয়া আসিয়াছে (vide story of Islam, page 13, Historians' History of the world, vol. vii, 492 etc.)। কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার 'টাইম' পত্রিকা এই জঘন্য খেলায় মাতিয়াছিল। অথচ এ সকল অজ্ঞ লেখকেরা জানে না যে, বহুবিবাহই জগতের আদিম বিবাহ-প্রতিষ্ঠান। ডাক্তার ফ্লুর মতে মানুষ বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়াছে একলক্ষ বৎসর পূর্বে এবং খোদ বাইবেলের মতে আদি মানব আদমের ৭ম অধস্তন পুরুষই বহুবিবাহ করেন। জগতের সমস্ত আদিম ও সভ্য জাতিই অবাধ বহুবিবাহ করিয়াছে। এ বিষয়ে ওয়েষ্টার মার্কের History of Human marriage এর উপর একটু চোখ বুলাইলেই তাঁহারা আরবের মহা-পয়গম্বরকে এজন্য দায়ী করিতে লজ্জাবোধ করিতেন। জগতে বরং একমাত্র তিনিই অবাধ বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং নিন্দার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে তিনি অকুণ্ঠ ধন্যবাদের পাত্র।

খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থে কেবল যে বহুবিবাহের বিধান আছে এমন নহে, তাহাদের কিছু লোক সর্বযুগে বহুবিবাহ করিয়াছে; তাহাদের কয়েকটী ধর্ম সমাজ পূর্বেও ইহার ওকালতি করিত, এখনও করিতেছে। বাইবেলের পুরাতন বিধান (Old testament) বহুবিবাহের বিধান দিয়াছে। তাহাতে স্পষ্ট আছে, যদি কেহ অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে, তবে তাহার (প্রথমার) জন্য খোরপোষ ও তাহার প্রতি বিবাহের কর্তব্য হ্রাস করিতে পারিবে না (এক্সোডাস ২১—১০)। মিঃ হিগিন্‌স বলেন, বহুবিবাহ বৈধ কিনা তাহা বুঝিতে হইলে বাইবেলের জেনেসিস ৩০—২১, এক্সোডাস ২১-১০, ডিউটেরোনমি ১৭—১৭ প্রভৃতি শ্লোকগুলি আলোচনা করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইবে, স্বয়ং যিহোভা কেবল ইহা অনুমোদন করেন নাই, ইহাকে আশীর্বাদও করিয়াছেন।" বাইবেলের ১ স্যামুয়েল ১—১, ২, ১১, ২০; ২৫—৪২, ৪৩; ২ স্যামুয়েল ৫—১৩, ১২—৮, ১২; জাজেস ৮—৩০, ১০—৪, ১২—৯, ১৪ প্রভৃতি শ্লোকেও বহুবিবাহ অনুমোদিত ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইয়াছে। 'আব্রাহাম', 'যেকোব', 'ডেভিড', 'সলোমন' প্রভৃতি—'ভগবানের' সমস্ত প্রিয় পয়গাম্বরই ছিলেন বহুপতিক। পত্নী ও উপপত্নী লইয়া 'সলোমনের' হারেমে ১০০০ নারী ছিল (১ কিংস ১১—৩)।

যিনি যত বেশী বিবাহ করিতেন, 'ভগবান' বাছিয়া বাছিয়া তাঁহার প্রতিই তত অধিক করুণা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেখাইতেন। তাঁহাদিগকে একেবারে পথে বসান নাই (১ কিংস, ১১—১২, ১৩; ২ কিংস ২১—৬) সর্বাপেক্ষা বেশী বিবাহকারী 'সলোমনকে'ই ভগবান জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যে জগতে সমস্ত রাজার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। নিখিল বিশ্ব তাঁহার 'ঈশ্বরদত্ত' জ্ঞানের কথা শুনিতে চাহিত; এত বড় জ্ঞানী ছিলেন তিনি (১ কিংস, ১০—২৩, ২৪)। পিতা পুত্র দুইজনকেই 'ভগবান' অতিরঞ্জিত পয়গাম্বরী দান করেন।

নব বিধানেও (New testament) বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। ইহুদীগণের এসেনী সম্প্রদায়ের প্রভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বলিয়া 'যিশু চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমগ্র জগতে তখন বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এমন কি খোদ 'মেরী'ও জনৈক সপত্নী ছিল বলিয়া কথিত আছে।' সমসাময়িক বহুপত্নিকতার বা পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের কার্য্যের নিন্দা করিয়া তিনি কিছুই বলেন নাই। তিনি কিংবা তাঁহার অব্যবহিত শিষ্যেরা বহুবিবাহ হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করেন নাই। পরবর্তী শিষ্যেরা কখনও ইহা নিষেধ করেন নাই বা নিন্দা করেন নাই। সেণ্ট অগাষ্টাইন ইহাতে কোন সহজাত পাপ বা দুশ্চরিত্রতা দেখিতে পান নাই; বরং যে দেশে ইহা বৈধ প্রতিষ্ঠান, সেখানে তিনি ইহা অপরাধ নহে বলিয়া ঘোষণা করেন।

খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারকদের মতে বাইবেল এক বিবাহের সমর্থন করে; ইহা সত্যের অপলাপ মাত্র। সেণ্ট মার্কের "পুরুষ মাতা পিতা ছাড়িয়া স্ত্রীর সঙ্গে লাগিয়া থাকিবে (১০—৭)" এই শ্লোকে স্ত্রী শব্দ এক বচনে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া পাদ্রীরা ইহার সুযোগ লইয়া বলেন, এতদ্বারা এক বিবাহ বুঝাইতেছে। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বহুবচন বরাবরই একবচনের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্ত্তী নবম শ্লোককেও ("ভগবান যাহা জোড়া দিয়াছেন, কেহ যেন তাহা না ভাঙ্গে") এখন এক বিবাহের অনুকূল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। ভাষ্যকারেরা ইহা "নিতান্ত বে-ঠিক" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্লোকটি স্পষ্টতঃ তালাকের বিরু বহু বিবাহের বিরুদ্ধে নহে। প্রাচীন প্রামাণ্য লেখকদের মতে ইহা ছিল শুধু "যে ব্যভিচার ভিন্ন তাহার স্ত্রীকে হাঁকাইয়া দেয়, সে তাহাকে ব্যভিচারিণী করে।"

বহু বিবাহ বৈধ না হইলে 'আব্রাহাম' 'যেকোব' প্রভৃতি পয়গাম্বরেরা, এমনকি গোটা বনী-ইসরাঈল জাতটাই জারজ; অথচ ভগবানের নির্ব্বাচিত বারটি পবিত্র গোত্রই 'যেকোবের' বংশধর। ইহাদের জন্যেই জেরুসালেমে 'ঈশ্বরের' পবিত্র মন্দির নির্ম্মিত হয়। কাজেই এরূপ অনুমান বেয়াদবী নহে, মহাপাপ। খৃষ্টান ধর্ম সমাজ যখন ইহাদের বৈধতা মানিয়া লইয়াছেন, তখন বহু বিবাহের বৈধতাও তৎসঙ্গে স্বতঃই স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে।

ওয়েষ্টার মার্ক বলেন, "গ্রীস ও রোমে এক বিবাহই একমাত্র বৈধ বিবাহ-পদ্ধতি ছিল বলিয়া খৃষ্টান ধর্ম পাশ্চাত্য জগতে বাধ্যতামূলক এক বিবাহের প্রবর্ত্তন করে, বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে নববিধান এক বিবাহকে স্বাভাবিক বা আদর্শ বিবাহ বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহা বিশপ বা ডিকন ভিন্ন আর কাহারও বেলায় সুস্পষ্টভাবে বহুবিবাহ নিষেধ করেন নাই (১ টি মোথী ৩—২, ১২)। কেহ কেহ যুক্তি দেখাইয়া বলেন, যে সকল জাতির মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম প্রচলিত হয়, বহু বিবাহই ছিল তাহাদের রীতি; তজ্জন্য প্রাথমিক খৃষ্টান শিক্ষকদের পক্ষে বহুবিবাহের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিন্দা করার দরকার হয় নাই। ইহুদীদের ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিতই সত্য নহে। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমেও তাহারা বহুবিবাহের অনুমতি দিত বা বহুবিবাহ করিত। কয়েকজন ধর্মগুরু ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার জন্য ইহুদীদের বদনাম করিলেও প্রাথমিক শতাব্দীসমূহে কোন ধর্ম সভা বহুবিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। পৌত্তলিক আমলে যে সকল দেশে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, সে সকল জনপদে রাজন্যবর্গের বহুবিবাহের পথে কোন প্রতিবন্ধকও স্থাপিত হয় নাই। (Westermarck, Human marriage, vol. iii, 50. Marriage, 61, 62)।

বিখ্যাত কবি জন মিল্টন বলেন, "নব বিধান উহার প্রবর্তনের পূর্বের কোন নিছক নাগরিক আইন রদ করেন নাই, ইহা শুধু যাহার এক স্ত্রী আছে, তাহাকে বিশপ (১ টি মোথী ৩—২ ; টিটাস ১···৬)ও 'এক স্ত্রীর স্বামী'কে ডিকন (১ টি মোথী ৩—১২) মনোনীত করিতে বলিয়াছেন। ইহাতে একাধিক স্ত্রীর স্বামী হওয়া পাপ, এমন কথা বুঝায় নাই। ইহার অর্থ এই যে, যাঁহার সাংসারিক কার্য্য যত কম, তিনি ধর্ম সমাজের কাজ তত বেশী করার অবকাশ পাইবেন। কাজেই এই বাক্যগুলিতে বহুবিবাহ কেবল (দুই শ্রেণীর) যাজকদের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ায় এবং তাহাও এই প্রথায় কোন পাপ আছে বলিয়া নহে এবং এস্থানে বা অন্যত্র অপর কোন লোককে ইহা হইতে নিবৃত্ত না করায় বুঝা যায় যে, খৃষ্টান ধর্ম-সমাজের অবশিষ্ট সকলের জন্য ইহার অনুমতি প্রদত্ত হয় এবং কোন অপরাধ না করিয়াই অনেকে বহু বিবাহ করে" (Milton, A treatise on the Christian doctrine, 241)।

বিশপ উচ্চপদস্থ ও ডিকন নিম্ন পদস্থ যাজক। ইহাদের উপরে নীচে আরোও যাজকে আছেন। প্রথম বাক্যে "Must" (অবশ্যই) শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, দ্বিতীয়টি আরম্ভ হইয়াছে "Let" (দাও, যাক) দ্বারা। আমাদের মতে বাক্য দুইটির গঠন-প্রণালী হইতে মনে হয়, বিশপের বেলায় "এক স্ত্রীর স্বামী" হওয়া বাধ্যতামূলক, কিন্তু ডিকনের বেলায় তাহা শুধু "বাঞ্ছনীয়" মাত্র।

এই মতের সপক্ষে অবস্থা ঘটিত প্রমাণও আছে। প্রাথমিক যুগের বিশপেরা পর্য্যন্ত বহুবিবাহ করিতেন। কনস্টান্টাইন (৩০৫—৩৩৭ খৃষ্টাব্দ) খৃষ্টান ধর্মকে স্বীকৃতি দান করে। গ্যাটিয়ান (৩৭৫—৩৮৩) ইহাকে একমাত্র বৈধ ধর্মে পরিণত করেন ; কিন্তু ইহাদের কেহই বহুবিবাহ রদের চেষ্টা করেন নাই, বরং সপুত্রক কনস্টান্টাইন একাধিক বিবাহ করেন। ইহাদের বা গ্রীক, জার্মান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, মোরাভিয়ান প্রভৃতি জাতিরও রাজ বংশের বহুবিবাহে খৃষ্টান ধর্মগুরুরা কোন বাধা দিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। সেণ্ট কলম্বানাসকেই সর্বপ্রথম ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা থিয়ারীর বহুবিবাহের নিন্দা করিতে দেখা যায়। কিন্তু এই আপত্তিও নিছক ব্যক্তিগত। ইহা যে কুসংস্কারমূলক, পোপ গ্রেগরীর ঘোষণাই তাহার প্রমাণ। স্ত্রী রোগাক্রান্ত হইয়া অনুপযুক্ত হইলে স্বামী আর এক বিবাহ করিতে পারে বলিয়া ৭২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রস্তাব করেন। ইহার পরেও ৩৩৪ বৎসর পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্মের কর্তারা সরকারী ভাবে বহুবিবাহ দমনে অগ্রসর হন নাই। তাঁহাদের একমাত্র যুক্তি ছিল, দুই জন খৃষ্ট থাকিলে তবেই এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী বা এক রমণীর (পর পর) দুই স্বামী থাকিতে পারে। পিপিনের (৭৫২ ও ৭৫৫ খৃষ্টাব্দ) আইনে স্ত্রী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হইলে কিম্বা স্বামীহত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্তা হইলে স্বামীকে পুনর্বিবাহের অনুমতি প্রদত্ত হয়। শার্লেমেনের (৭৭৮—৮১৪) বহু আইনে তৎকালে বহুবিবাহের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার ৭৯৬ খৃষ্টাব্দের আইন হইতে বুঝা যায় যে, এমন কি পুরোহিতদের নিকট ও বহুবিবাহ অজ্ঞাত ছিল না [Hallam : Europe during the middle Ages, vol. II, Page 79]। চীনের নেষ্টোরিয়ান পাদ্রীরা বহুবিবাহ করিতেন বলিয়া সেন্টলুইর (খৃঃ ১২৭০) দূত রুব্রুকের উইলিয়াম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন [Arnold : Preaching of Islam, 222] বহুবিবাহ কর্মবিরুদ্ধ হইলে মায় পাদ্রী এতগুলি দেশের রাজা বা "ভগবানের প্রতিনিধি" বিশেষতঃ "খৃষ্টান জগতের রক্ষক" ও "সর্বাপেক্ষা ধার্মিক খৃষ্টান ভূপতি" শার্লেমেন ও দার্শনিক লিও এবং ক্রুসেডার সিজার্ডের ন্যায় পুণ্যশ্লোক নরপালেরা বহুবিবাহ করিতেন না; পুরোহিতেরা তাহাতে পৌরোহিত্য করিতেন না, খৃষ্টের মৃত্যুর পর সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল পর্য্যন্ত অমিতপ্রতাপ পোপেরাও নীরবে তামাসা দেখিয়া যাইতেন না।

১০৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে খৃষ্টান ধর্ম সমাজ সরকারী ভাবে বহুবিবাহ দমন করে নাই; তৎপরেও খৃষ্টান জগতে বহুবিবাহ বন্ধ হয় নাই। আলবেনিয়ার বহু খৃষ্টান বহুবিবাহ করিত, এক্টি ভারীর আর্কবিশপ (১৫৩৯—১৬৩৭) দ্বিতীয় বিবাহের জন্য ২৪ ও তৃতীয় বিবাহের জন্য ৩৬ মুদ্রা (as per) ট্যাক্স আদায় করিতেন (Arnold, preaching of Islam; 187) সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মানীতে ইহা পুনঃ প্রবর্তিত হইয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকে। জেনেটিষ্ট, নোভাসিয়ান, আলবি, জেন্সিয়ান, এনাবাপ্টিষ্ট প্রভৃতি কতগুলি ধর্ম সম্প্রদায় মহা উৎসাহে বহুবিবাহের সমর্থন করিতেন। এনাবাপ্টিষ্টরা এমন কি প্রকৃত খৃষ্টান মাত্রেরই বহুবিবাহ অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই (১৫৩১)। তাহাদের নেতা জোহান বকহল্ড ইহাকে বাইবেল সঙ্গত করিয়া জ্ঞানীপিওর ন্যায় স্বয়ং চারি বিবাহ করেন। এনাব্যাপ্টিষ্ট নেতারা ইতিহাসে ডিক্টেটর পয়গাম্বর বলিয়া পরিচিত (Encyclopadia Britannica, vol. I, 787)।

বিভিন্ন উপলক্ষে লুথার এ সম্পর্কে যথেষ্ট উদারতার সহিত মত প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে 'ভগবান' বহুবিবাহ নিষেধ করেন নাই; এমন কি পূর্ণ খৃষ্টান আব্রাহামেরও দুই স্ত্রী ছিল। ঈশ্বর নির্দিষ্ট অবস্থায় পুরাতন বিধানে কাহাকেও কাহাকেও বহুবিবাহের অনুমতি দেন। কোন খৃষ্টান তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে চাহিলে তাহাকে শুধু দেখাইতে হইবে যে, তাঁহার অবস্থাও অনুরূপ; তালাক অপেক্ষা বহুবিবাহ নিঃসন্দেহে অধিকতর বাঞ্ছণীয়। আমেরিকার সুসভ্য মর্মনদের মতে ইহা স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান (Westermark, Human marriage vol. iii, 51)।

জিকোউর পয়গাম্বরবৃন্দ ও অন্যান্য ধর্ম নেতা বহুবিবাহ আইনসঙ্গত বলিয়া শিক্ষা দিতেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে লুথার তাঁহার 'বাবিলনের বন্দিত্ব' প্রবন্ধে ঘোষণা করেন, "আমি তালাককে এত ঘৃণা করি যে, তাহার চেয়ে দারান্তর গ্রহণই শ্রেয়কর মনে করি।" দুইবার তিনি বাস্তবিকই দুইজন রাজাকে স্ত্রী ত্যাগ না করিয়া দ্বিতীয় বিবাহ করিতে উপদেশ দেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইংল্যাণ্ডের ৮ম হেনরী রাণী ক্যাথারিনকে তালাক দিতে ইচ্ছুক হইয়া লুথারের পরামর্শ চাহিলে তিনি উত্তর দেন, "রাজা যদি বিধবা ভ্রাতৃজায়া বিবাহ করিয়া পাপভাগী হইয়াও থাকেন, তাঁহাকে নিষ্ঠুরের ন্যায় ত্যাগ করা হইবে আরও অনেক বড় পাপ। 'মোজেসের' আইনে অনুমোদিত হওয়ার পূর্ব হইতেই গোষ্ঠীপতিরা বহুবিবাহ করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে রাজার উচিত, বর্তমান স্ত্রীকে রাণীর মর্য্যাদা হইতে অপসৃত না করিয়া আর এক রাণী গ্রহণ করা। এই বিবাহ বিচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য আমি খৃষ্টের নিকট সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি (সেপ্টেম্বর ৩, ১৫৫১)।" ইহাতেও হতাশ না হইয়া রাজা পর বৎসর প্যাগেটকে জার্মাণীতে প্রেরণ করেন। এ প্রসঙ্গে লুথার বলেন, "জাতিকে ধ্বংস করার চেয়ে একজন উপপত্নী (অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈধ পত্নী) গ্রহণ করাই তাঁহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে বলিয়া আমি রাজাকে উপদেশ দেই; তথাপি তিনি শঠতা করিয়া পত্নী ত্যাগ করেন।"

হেসের ল্যাণ্ডগ্রেভ সদাশয় ফিলিপ ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে সুন্দরী মার্গারেটের প্রেমে পড়িলে দরবারের যাজকেরা প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি দেন; বিখ্যাত প্রটেষ্ট্যাণ্ট নেতা মার্টিন বুচারের অনুমোদন ও স্ত্রীর লিখিত অনুমতি পাইতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। অতঃপর তিনি পত্নীর সহিত তাঁহার মিল নাই এবং তাঁহার প্রকৃতি এতই দুর্দমনীয় যে, বৈধ উপায়ে তৃপ্তি সাধনে অক্ষম হইলে ক্রমাগত পাপজীবন যাপনে বাধ্য হইবেন বলিয়া ও প্রাথমিক খৃষ্টান ইতিহাসের নজিরের দোহাই দিয়া পুনর্বিবাহের অনুমতির জন্য বুচারের মারফতে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মগুরুদের দ্বারস্থ হন। বুচার যেদিন উইটেনবার্গে আসেন, তাহার পরদিনই (ডিসেম্বর ১০) ফিলিপের গবেষণার সাহায্যে লুথার ও মেলাঙ্কথনের প্রতীতি জন্মিল। তাঁহারা নিয়ম লঙ্ঘনের এক অনুমতি পত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দস্তখৎ দিলেন। পরে আরও কয়েকজন ধর্ম সংস্কারক তাহাতে স্বাক্ষর দান করেন। এই অসাধারণ দলীলে লিখিত আছে, 'ভগবান' প্রথমে এক বিবাহের বিধান দেন, খৃষ্টও তাহা সমর্থন করেন; কিন্তু ইহার কতকগুলি ব্যতিক্রম থাকিতে পারে। এনাব্যাপ্টিস্টদের ন্যায় বহুবিবাহকে সাধারণ নিয়মে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া নিন্দাভাগী হওয়ার ভয়ে তাঁহারা প্রকাশ্যে এ বিষয়ে কিছু প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া "ব্যভিচার অপেক্ষা পুনর্বিবাহ শ্রেয়ঃ" এই যুক্তিতে তাঁহাকে গোপনে পুনরায় দার পরিগ্রহের অনুমতি দিতে স্বীকার করেন। তদনুসারে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ বুচার, মেলাঙ্কথন ও অন্যান্য মাননীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ব্যাপারটা পরে প্রকাশিত হইয়া পড়িলেও লুথার দৃঢ়তার সহিত তাঁহার মতের সমর্থন করেন। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে জনৈক পাদ্রীও নিওবুলাস নামক কল্পিত নামে রাজার দ্বিতীয় বিবাহের সমর্থন করিয়া এক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন।

কথাপ্রসঙ্গে লুথার একবার স্বীয় স্ত্রী কাতীকে বলেন, "এমন দিন আসিবে যখন এক পুরুষ কয়েক স্ত্রী গ্রহণ করিবে।" স্ত্রী উত্তর দেন "এরূপ চিন্তা শয়তানের মনেই স্থান পায়।" লুথার বলেন "প্রিয়ে কাতী! ইহার কারণ এক নারী বৎসরে মাত্র একটি, অথচ পুরুষ কয়েকটি সন্তান পাইতে পারে।" কাতী উত্তর দেন, "পল বলিয়াছেন, প্রত্যেক লোককেই নিজের স্ত্রী রাখার অনুমতি দেওয়া গেল।" লুথার বলেন, "হ্যাঁ,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিজের স্ত্রী বটে, কিন্তু তিনিই একমাত্র স্ত্রী হইবেন, পল এমন কথা বলেন নাই।"

ডাক্তার প্রিজার্ভড্ স্মিথ বলেন, বর্তমান যুগে লোকে তালাককেই বাঞ্ছনীয় বিকল্প মনে করিতে অভ্যস্ত; কাজেই তালাক দেওয়ার চেয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করার প্রস্তাবে তাঁহারা স্তম্ভিত হইবেন। কিন্তু পুরাতন বিধানে লোকে বহু বিবাহ করিত, নববিধানে তালাককে নিরুৎসাহ করা হইলেও বহুবিবাহ কখনও স্পষ্ট নিষিদ্ধ হয় নাই। এই সহজ কারণে এ বিষয়ে ষোড়শ শতাব্দীর জনমত ছিল বিংশ শতাব্দীর ঠিক বিপরীত। হেনরীর তালাকের সমর্থন করিলে লুথার একজন শক্তিশালী শিষ্য লাভ করিতে পারিতেন। তিনি যে নির্মল বিবেক বুদ্ধির বশে দ্বিতীয় বিবাহের উপদেশ দেন, তাঁহার নিঃস্বার্থ-পরতার ইহাই প্রমাণ। ফিলিপের পুনর্বিবাহের অনুমতিও তাঁহাকে সুখী করার জন্য প্রদত্ত হয় নাই; তদ্দারা বৃহত্তর নৈতিক অপরাধ এড়ান যাইবে বলিয়া বিশ্বাস হওয়াতেই তিনি এ ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। 'বাবিলনের বন্দিত্ব' প্রবন্ধে পূর্বেই এ নীতি ঘোষিত হয়। ডক্টর রকওয়েল সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রটেস্ট্যাণ্ট ক্যাথলিক নির্বিশেষে লুথারের সমসাময়িক ধর্মশাস্ত্রবিদদের বিপুল সংখ্যাধিক লোকই এই মত পোষণ করিতেন। 'জিকাউর পয়গাম্বরদের ন্যায় উইটেন বার্গের অধ্যাপক বোডেনষ্টীর কলিস্টাডও বহুবিবাহ প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন (Dr. P. Smith. Life and letters of martin Luther, 91, 180, 196, 384, 153, 179, 373 and 379)

মানুষ যত বড় বড় বুলিই আওড়াক না কেন, তাহার রাতদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে অন্ন ও যৌনক্ষুধার নিবৃত্তি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া গৃহে ফিরিয়া সে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত পেট ও দেহ দুইয়েরই ক্ষুধা মিটাইতে চায়। এ দুটি না থাকিলে শ্রমিক হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত কাহারও কোন কাজে প্রেরণা থাকিত না, সংসার একদিনেই অচল হইয়া যাইত। এ গুলির লোভেই মানুষ আদৌ মরিতে চাহে না, পরের ঘরে সিঁদ কাটিয়া বা অন্যের মাথা ভাঙ্গিয়াও নিজে বাঁচিতে চাহে; এমন কি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার মুখ দিয়া বলান সত্বেও শাস্ত্রকারদের সর্গ বৈকুণ্ঠ ও বিহিশতের প্রতিশ্রুতিতে তাহার ভরসা হয় না, পরলোকের অনিশ্চিত ভবিষ্যতে সে কিছুতেই পা বাড়াইতে চাহে না। এমতাবস্থায় অন্যান্য ধর্মের ন্যায় খৃষ্টান ধর্মও যে বহুবিবাহের ব্যবস্থা থাকিবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

টাইমের স্বদেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কি হইয়াছে? ইহার অন্যতম রাষ্ট্র উতাহ্ রাজ্যের মর্মনদের অবিসংবাদী পয়গাম্বর যোসেফ স্মিথ কি তাহাদের সংখ্যল্পতার প্রতিকারের অপর কোন পথ না পাইয়া অবাধ বহুবিবাহের আশ্রয় লন নাই? ইহার খাতিরে তিনি কি বর্তমান বাইবেলকে অসম্পূর্ণ ঘোষণা করিয়া ভূগর্ভ হইতে সোনার পাতে লেখা পশ্চিম মহাদেশের বাইবেল আবিষ্কার করেন নাই? বহুবিবাহের নামে প্রথমে নাক সিটকাইলেও তাঁহার প্রধান শিষ্য ব্রিগহাম ইয়াং স্বয়ং ৩০টির অধিক বিবাহ করেন এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১৭ পত্নী ও ৬৬টী সন্তান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাখিয়া দেহরক্ষা করেন। যুক্তরাষ্ট্রে সরকার মর্মনদের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ সংগ্রাম চালাইয়া এবং যোসেফ স্মিথ ও তাঁহার ভ্রাতাকে কারারুদ্ধ ও হত্যা করিয়াও [১৮৪৪] তাহাদের বহুবিবাহের বাতিক দমন করিতে পারেন নাই। লণ্ডনে তাহাদের অনেক গির্জা আছে। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান ও অন্যান্য দেশে তাহাদের ২০০০ প্রচারক রহিয়াছে।

বিখ্যাত মনীষী বার্ণার্ডশ মুক্ত কণ্ঠে ফেসে কোর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, হয়ত এমন দিন আসিবে, যেদিন হযরত মুহাম্মদের [দঃ] চেয়েও অধিক লোক যোসেফ স্মিথকে ভক্তি করিবে। মর্মনেরা নিজেদের "বৈজ্ঞানিক খৃষ্টান" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। উতাহ রাজ্যে 'ফাণ্ডামেণ্টালিষ্ট' [মৌলিকত্ববাদী] নামেও আর একটী বহুপত্নি সমাজ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৯৪৭ সাল ইহাদের একজনকে ১৮ বৎসরে পাঁচ স্ত্রীর গর্ভে ৩১টী সন্তান উৎপাদনের জন্য দণ্ডিত করা হয়। নিজেরা কাঁচের ঘরে বাস করিয়া অন্যের প্রতি পাথর ছোড়া কিছুতেই উচিত নহে।

---

vide : Pictorial tour round the United States of America, 51—54 ; Haydons Dictionary of dates, 889, 890.

www.ahlehadeethbd.org

—ছিদ্দীক আহমদ

'হুশিয়ারী'

হুশিয়ার! মুসলিম! হুশিয়ার!!
টল মল সিন্ধু ধরে না যে পাপ আর?
হুশিয়ার!

ক্ষুদ্র পাপে পূর্ণ মহা পাপ সিন্ধু
বিরাট হয়েছে ক্ষুদ্র-পাপ অনু বিন্দু
ডিঙ্গা দুলিছে তব ফুলিতেছে পারাবার,
হুশিয়ার!

ঈশানে সাজিছে 'দেয়া, পূর্বে অই আন্ধি
গর্জিছে অবৈধ বাজ বৈধ আজ বন্দী
ঢাকিছে পাপ মেঘে বিশ্ব আঁধিয়ার,
হুশিয়ার!

গুড় গুড় গর্জিছে অধর্ম ঈশানে
শনিয়া সে "ছাপ উঠে সূর্যের নিশানে,"
দুলিতেছে বসুমতী সহেনা পাপের ভার,
হুশিয়ার!

বাজে বুঝি এই বার প্রলয় সিঙ্গা
ঘুরিতেছে ইসলাম ধর্ম ডিঙ্গা
টানিতেছে দাড় 'দাড়ি', মাঝি নাই তার,
হুশিয়ার!

ডিঙ্গার মাঝি নাই, আছে শুধু মাল্লা
তুঙ্গ তরঙ্গ তাতে অতিদূর পাল্লা,
দাড় হাল' এক কর যদি আশা হবে পার,
হুশিয়ার!

মাঝি শূন্য ডিঙ্গা মাল্লারা ঐক্য-হীন
কেহ কারে মানে নাক কেহ নয় কার অধীন,
যে দিকে যার মন চায় স্বীয় মনে টানে দাড়,
হুশিয়ার!

পাপে আজ ঢাকিয়াছে ইসলাম সূর্য্য
বাজে নাকো কোন খানে মুসলিম তুর্য্য,
বীর নাই অই দেখ ঝুলিতেছে তলওয়ার,
হুশিয়ার!

সব আজি ছুট ছাট ছাড়িয়াছ সংগ্রাম,
জান নিয়ে সব আজ ভাগিতেছে বন-গ্রাম
কানে-হাত মুআ'জ্জিন হাঁকে না আজান তার
হুশিয়ার!

সুসজ্জিত মছজিদ, বুকে তাঁর হা হুতাশ
স্বর্গ সে মর্ত্তে এসে করিতেছে কারাবাস,
বুক ভরা শোক তাপ নামাযী নাই তার,
হুশিয়ার!!

পথ ছেড়ে চলিয়াছে যত সব মুসলিম,
খুদা ভীতি নাই কারো, নাই তাই তসলিম
বিপন্ন ইসলাম আজি খুঁজে পথ মদিনার,
হুশিয়ার!!

www.ahlehadeethbd.org

শামছুল আলম সি, এস. পি

'উরওয়াতুল উসকা'

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মুসলিম মহামানব সাইয়েদ জামালউদ্দিন আফগানীর ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, কর্মক্ষেত্র যে কোনও জাতির গৌরবের বস্তু। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের গোলামীতে শৃঙ্খলিত মুসলিম জাতিসমূহে তিনি প্রাণ সঞ্চার করেন। নির্য্যাতিত মুসলিম জাতি সমূহকে আত্মসচেতনকরণে তাঁর দান অতুলনীয়। সমকালীন সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট তিনি ছিলেন সর্ববৃহৎ ভীতি। মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজ তাঁর প্রতিভার যাদুময় স্পর্শে সচেতন হয়ে উঠেছিলো। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের ক্রীড়নকগণ জামালউদ্দিন আফগানীর লেখা এবং প্রচারে শঙ্কিত ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন।

সাইয়েদ জামালউদ্দিন আফগানীর কর্মক্ষেত্র ছিল সমগ্র মুসলিম-বিশ্ব। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাব এবং কবল থেকে মুক্তির জন্য তিনি অনুভব করেছিলেন মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা, সারা বিশ্বের মুসলিমদের রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য তিনি আকুল আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সারা জীবন সে সাধনা করে গেছেন। সাইয়েদ জামালউদ্দিন আফগানী কোন একটি দেশে দীর্ঘদিন থাকার অবসর পাননি। যেখানেই গিয়েছিলেন তিনি তথায় পেয়েছিলেন গণসমর্থন। তাঁর প্রভাব, ব্যক্তিত্ব এবং জনপ্রিয়তা সাম্রাজ্যবাদীগণ এবং তাদের ক্রীড়নক শাসকগণ সহ্য করতে পারেন নি। পরিশেষে এ মহামানবকে মেহওয়াকের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করা হয়।

আফগানী যে সমস্ত পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল প্যারিস হ'তে প্রকাশিত 'উরওয়াতুল উসকা' এবং লণ্ডন হতে প্রকাশিত যিয়াউল খাফেকিন। প্রথমটি প্রকাশিত হতো আরবীতে, দ্বিতীয় আরবী এবং ইংরাজী এ দু' ভাষায়।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা 'উরওয়াতুল উসকায়' প্রকাশিত সম্পাদকীয়ের অংশবিশেষের অনুবাদ করবো।

নীতি ঃ

"প্রাচ্যের জনগণের, বিশেষ করে মুসলিমদের সমস্যাবলী এবং তাদের জাতীয় জীবনে বহিঃশক্তির প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার উপর প্রবন্ধাবলী উরওয়াতুল উসকায় ছাপা হয়। প্রাচ্য দেশসমূহের সমস্যাগুলি বিশদভাবে এবং গভীরভাবে আলোচনা করা এ পত্রিকার লক্ষ্য। এতে আমেরিকা এবং জাপানের অসন্তুষ্ট হওয়ার কিছুই নেই।

উরওয়াতুল উসকার প্রথম সংখ্যায় আমি উল্লেখ করেছি যে, প্রাচ্যের আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই এ পত্রিকার প্রতি গুরুত্ব দেবে। যারা প্রাচ্যভূমির জনকল্যাণের জন্য কাজ করতে

www.ahlehadeethbd.org

বদ্ধপরিকর, যারা ন্যায়নীতি ইনসাফ এবং দূরদর্শিতার সঙ্গে সে মহান ব্রতে অগ্রসর হয় তারা অবশ্যই এ পত্রিকার প্রতি মনোযোগী হবে।

যেহেতু এ পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরিত হয়, কোন কোন লোক মনে করে যে, এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাগণ হয়ত চায় নতুন কোন ইমারত, রাজত্ব বা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে। যদি তাই তারা ভেবে থাকে তারা ভ্রান্ত ধারণা করেছে। যদি কেউ সেরূপ ধারণা পোষণ করে থাকে বুঝতে হবে তারা হতাশাবাদী, দুর্বল এবং হীনমন্য। তাদের আত্মিক দুর্বলতা এবং হীনমন্যতার জন্য তারা আশা করতে পারে না যে, একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগী এবং সাহসী লোক পাওয়া যেতে পারে। মুসলিমদের জন্য এরূপ হীনমন্যতা শোভা পায় না। অবিশ্বাসীগণ ভিন্ন কেউ আল্লার সাহায্য হ'তে নিরাশ হতে পারে না।

এ পত্রিকার উদ্দেশ্য গালাগালী, সমালোচনা বা দোষ খোঁজা নয়। এ পত্রিকায় কারও নাম বা পদবীর উল্লেখ থাকতে পারে তবে তা' থাকবে যখন তার কাজ বা কথা কোন সাধারণ সমস্যার প্রাসঙ্গিক হয়।

মিশর সরকার :

সম্প্রতি কায়রোতে মিসরী মন্ত্রী সভার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তারা খুব মনোযোগ এবং গুরুত্বের সঙ্গে পরামর্শ করে মিসরে উরওয়াতুল উসকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিতে স্বরাষ্ট্র দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আরও নির্দেশ দিয়েছেন উহার প্রকাশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে। ডাক বিভাগকেও তারা সে মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশের পর ঘোষণা করা হয় যে, যার নিকট উরওয়াতুল উসকার কোন কপি পাওয়া যাবে তাকে জরিমানার উর্ধতন নির্দিষ্ট শাস্তি হতেও ৫ থেকে ২৫ গুণ অধিকতর শাস্তি দেওয়া হবে। (সম্ভবতঃ মিসরে এ বৃটিশ হস্তক্ষেপের ফলে ধনাগারে যে ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণের জন্য এতো অধিক হারে জরিমানা নির্দিষ্ট হয়েছে।)

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিসর মন্ত্রী-সভার সদস্যবৃন্দ তাদের স্বাধীন এবং নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করার কোনো সুযোগ এবং সাহস পান নি। আমি বিশ্বাস করি, মিসরের খেদিবও ব্যক্তিগতভাবে এ ধরণের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে ছিলেন না। আমি মনে করি প্রত্যেক মিসরবাসী মুসলিম অথবা অমুসলিম তথা প্রাচ্যের যে কোনো ব্যক্তিই এ নির্দেশকে অবিচার এবং জুলুম মনে করবে। এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল মিসরবাসীদের দাবী দাওয়া জানাবার জন্যে, তাদের সহায়তার জন্যে। মিসরবাসীর তথা প্রাচ্য দেশসমূহের শত্রুদের অপচেষ্টাকে প্রকাশ করে নস্যাত করে দেওয়ার জন্যেই এ পত্রিকা আবির্ভূত হয়।

আমরের কুৎসা এবং জায়েদের প্রসংসাগীত গাওয়ার মতো মানের পত্রিকা উরওয়াতুল উসকা নয়; এর উদ্দেশ্য এবং আদর্শ আরো মহৎ এবং শাশ্বত। হিংসা দ্বেষ প্রজ্জলিত করার আদর্শ নিয়ে প্রকাশিত হয় নি এ পত্রিকা। অপর পক্ষে এর আদর্শ হিংসা-দ্বেষের অগ্নিতে উপদেশ বারিধারা বর্ষণ করা। উরওয়াতুল উসকা চায়: প্রাচ্যের অধিবাসীদের মধ্যে একত্ব ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

উরওয়াতুল উসকা চায় প্রাচ্যের অধিবাসীদের মধ্যে আভ্যন্তরীন শান্তি এবং আপোষমূলক মিমাংসা, নিজেদের ঘরোয়া বিবাদ আপোষ মীমাংসা করে তাদের তূণীরের সমস্ত অস্ত্র ঐসমস্ত ভয়াবহ জন্তুদের জন্য সংরক্ষিত রাখা এবং যেগুলো

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রাচ্যের শান্তিপ্রিয় জনগণকে তাদের শিকারে পরিণত করার জন্যে মুখ ব্যাদান করে আছে। উরওয়াতুল উসকা মনে করে আভ্যন্তরীণ বিবাদে তখনই মনোযোগী হওয়া যায় যখন দস্যু, তস্কর কতৃক লুণ্ঠিত হওয়ার ভয় থাকে না।

যারা উরওয়াতুল উসকা রীতিমত পাঠ করে তারা তার নীতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। মুসলিম বা অমুসলিম রাজ্যে এমন কি কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন যিনি মনে করবেন যে, এ ধরণের পত্রিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা সঙ্গত? কিন্তু আমি জানি বর্তমানে মিসর সরকারের সমস্ত কার্য্যাবলী মিসরীয় নেতৃবর্গের আওতার বাইরে। যে শক্তি চক্রের দ্বারা কার্য্য পরিচালনা করা হয় তার চালক ইংরাজ।

প্রাচ্যের মধ্যে কিছু কিছু লোক থাকতে পারে যারা এ পত্রিকার বিরোধী। তারা পত্রিকাটির প্রশংসার পরিবর্তে কুৎসা করে। কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ খোঁজ করে, শুভেচ্ছার পরিবর্তে বিদ্বেষই পোষণ করে। আমি বুঝি তারা ইচ্ছা পূর্বক তা করে না বা কোনো প্ররোচনার ফলেও নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সন্দেহ এবং বিদ্বেষের বাষ্প। সময় আসবে যখন তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং সত্যকে গ্রহণ করবে।"

প্রতিবেশীবৃন্দ

আমাদের এ পত্রিকা মাঝে মাঝে মুসলিমদের সমস্যাবলী বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে এবং তাদের ন্যায্য অধিকারের কথা সকলের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু এ ধারণা করা ভুল হবে যে, উরওয়াতুল উসকার নীতি প্রাচ্যের মুসলিম এবং অমুসলিম প্রতিবেশীদের মধ্যে বিভেদের বীজ রোপন করা। তাঁরা সুখে দুঃখে পরস্পরের অংশিদার ছিলেন। তাঁরা সুদিনে দুর্দিনে পরস্পরকে সাহায্য করেছেন। আমাদের উদ্দেশ্য তা নষ্ট করা নয়। আমাদের ধারা তাই নয়, আমাদের মজহাবের তরিকা তা নয়, আমাদের ধর্মে ইহার অনুমোদন নেই।

আমাদের উদ্দেশ্য প্রাচ্যের জনগণের, বিশেষ করে মুসলিমদের কল্যাণ সাধন এবং তাদের মধ্যে বিদেশীদের শোষনের ভীতি সৃষ্টি করা। আমি মাঝে মাঝে বিশেষ করে মুসলিমদের কথা উল্লেখ করি। তার কারণ আছে। যে সমস্ত অঞ্চলে বিদেশীরা শোষণ শুরু করেছে, উৎপীড়ন নিপীড়ন চালাচ্ছে, আমদানী রফতানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত কচ্ছে সে সমস্ত এলাকার অধিকাংশই মুসলিম অধ্যুসিত।

ভারতীয় পত্রিকাসমূহ:

আমরা কয়েকখানা ভারতীয় পত্রিকা পেয়েছি। আমি উহাদের নীতি এবং আদর্শ দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। তারা তাদের দেশের কল্যাণের জন্য ভারসাম্য এবং মধ্যপন্থা নীতি অবলম্বন করছে। আমি আনন্দিত। প্রাচ্যের অধিবাসী বিশেষতঃ মুসলিমদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আমার যে বক্তব্য আর নীতি প্রকাশিত হয়েছিলো উহার অনুবাদ উর্দুতে ঐ সমস্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। আমি কলকাতায় প্রকাশিত "দারুস সুলতানাত" এবং লক্ষ্ণৌ হ'তে প্রকাশিত "মাশির কায়সর" পত্রিকাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। জাতীয় ও ধর্মীয় সচেতনা সম্পর্কে ঐ সমস্ত পত্রিকার নীতি আমার আশানুরূপ।

ভারতীয় মুসলিমগণ এক শতাব্দী যাবত ইংরেজদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ। তা সত্বেও তারা তাদের কর্তব্য করে যাচ্ছে। কিন্তু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমি অত্যন্ত ব্যথিত যে পরাধীন ভারতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি যখন মিসরের সম্মানিত মুসলিমদের নামে পাঠানো হয় তখন তারা পোষ্ট অফিস হ'তে পত্রিকাগুলো ভীতি বশতঃ গ্রহণ করেন না। আমি আশা করেছিলাম যে, মিশরীয়রা এ বিষয়ে অধিকতর উৎসাহী হবে, কেননা তাদের আজাদীর আশা অধিকতর নিকটবর্তী।

ইউরোপীয়ান সংবাদপত্রসমূহ :

যখন আমি একটি পত্রিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা করি—ফরাসী দেশের সংবাদপত্রসমূহে উহা নিছক খবর হিসেবে প্রকাশিত হয়। তারা পত্রিকার উদ্দেশ্য এবং নীতি সম্বন্ধে কোন কিছুই উল্লেখ করেনি। যখন আমার পত্রিকা প্রকাশনার খবর বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহে পৌঁছলো তখন সম্পাদক এবং মালিকগণ ক্রোধে গর গর করতে শুরু করলেন। তারা ইংরেজ শাসনের উপর আমার পত্রিকার সম্ভাব্য প্রভাবের কথা আলোচনা করেন। তারা আমার প্রকাশিত পত্রিকার জনপ্রিয়ত বৃটিশ শাসনের পক্ষে বিপদস্বরূপ মনে করলেন। তারা ভয় করলেন, তাদের সরকারকে আবেদন জানালেন, প্ররোচিত করলেন যেন আমার পত্রিকার বিরুদ্ধে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তারা পরামর্শ দিলেন যে, আমার দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকার প্রবেশ যেন মিসর এবং ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তারা আরো পরামর্শ দিলেন যে, তুরস্কে পত্রিকা প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্যে তুরস্ক সরকারকে যেন অনুরোধ করা হয়, প্রয়োজন হলে বাধ্য করা হয়।

ঐ সমস্ত করা হয় তখন যখন এ পত্রিকার একটি কপিও প্রকাশিত হয়নি, পত্রিকার নীতি এবং আদর্শ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেনি : ঐ বৃটিশ শাসনের উপর উহার সম্ভাব্য প্রচারের কিছুই সম্ভব হয়নি যদিও আমার পত্রিকার উদ্দেশ্য নয় লোকদেরকে প্ররোচিত করা বা বিভেদের বীজ বপন করা।

আমার পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রাচ্যের জনগণের, বিশেষ করে মুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণ, এক অর্ধমৃত জাতির দেহে প্রাণ সঞ্চার করা এবং তাদেরকে তাদের কল্যাণজনক পথ প্রদর্শন করা। এ পত্রিকা যারা পড়েন তারা অবশ্যই জানেন যে, উহা ভারসাম্য রক্ষা করে চলে এবং মানুষের সম্মুখে যা ন্যায় এবং সত্য তাই উপস্থাপিত করে। সত্য পথাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং বিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা এ পত্রিকার উদ্দেশ্য নয়। বিদ্বেষ এবং বিভেদ সহজ এবং অনাকাঙ্খিত।

যা হোক, আমি এটা স্পষ্ট করে ইংরেজ সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই যে, আমি প্রাচ্যে আমার আদর্শ প্রচারে অক্ষম নই। যদি এ পত্রিকার মাধ্যমে তা সম্ভব না হয় তবে আমি অন্য উপায় অবলম্বন করবো। সত্যের সাহায্যকারীদের সংখ্যা নগণ্য নয়।

যখন আমি আওয়াজ তুলি, ওহে গাফেল! সচেতন হও, জাগো, ওহে যারা শায়িত এবং তন্দ্রাজড়িত! চোখ খোলো, ওহে যারা তকদিরে অন্ধবিশ্বাসী, যারা আশার স্বর্গে বিশ্বাসী বা আকাশকুসুম কল্পনাকারী! হুশিয়ার হও! বৃটিশ পত্রিকাগুলো মনে করে আমি ভয় সৃষ্টি করে কাজ হাসেল করতে চাই। যদি আমি মিসরবাসীকে বলি, যে রাজ্যেই ইংরেজগণ অবতরণ করেছে তারা সে অঞ্চলের লোকদের প্রাণশক্তি, তাদের বুদ্ধিমত্তা, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ এবং শক্তির পরিমাপ করে নিয়েছে এবং তাদের আধিপত্য স্থাপনের জন্য সুচিন্তিত এবং সময়োপযোগী কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে, তখন তারা মন্তব্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করে আমি অহেতুক ভীতি সৃষ্টি করতে চাই। কিন্তু সবগুলোই সত্য এবং বাস্তব ঘটনা।

শুধু তাই নয়, ইংরেজগণ পিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে পুত্র হ'তে, পিতামহের প্রতিশোধ গ্রহণ করে পৌত্র হ'তে; তারা পূর্বপুরুষদের সম্পদের হিসাব চায় এমনি উত্তর পুরুষদের নিকট যারা অশিক্ষিত অজ্ঞ এবং পূর্বপুরুষগণ কিছু তাদের জন্য রেখে গেছেন কি যাননি সে বিষয়ে অজ্ঞাত, যখন আমি এ সব কথা বলি, তখন সমালোচকগণ বলে যে, আমি শব্দের প্রাসাদ যোজনা করছি। কিন্তু ইংরেজ মনে পারস্য জাতি এবং প্রতিটি ইরাণীর বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং বিদ্বেষের যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে তা কি মিথ্যা? ভারতে কোন ইরাণীকে পেলে তারা তার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করে নিপীড়ন চালায়। এর কারণ কি? কারণ ইরাণ-রাজ নাদির শাহ দিল্লী অধিকার ক'রে দিল্লীর ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করেছিলেন। ইংরেজগণ আজ ক্রোধে জ্বলে পুড়ে মরছে এবং অঙ্গুলী কর্তন করছে। নাদির শাহ তাদেরকে দিল্লীর ঐশ্বর্য্য হতে বঞ্চিত করেছেন; তারা মনে করে প্রতিটি ইরাণীই এর জন্য দায়ী। এগুলো কি বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত?

মুসলিমদের উপর ইংরেজদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী কি অতিরঞ্জিত? এই তো সেদিন এক মুসলিম আলেম এবং বুজর্গকে আন্দামানে নির্বাসিত করা হলো। তার অপরাধ কি? সে আল-কোরআনের আয়াতে বিশ্বাস করতো। এরূপ ঘটনা কি যারা খবরাখবর রাখে তাদের নিকট অজ্ঞাত?

ঘটনার বর্ণনা দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি ভারতে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ দলিল পত্র সহকারে বর্ণনা করি, আমি চাই মিসরবাসী চক্ষু উন্মীলন করুক। আমি এখন কোনো নছিহত করতে চাই না। আমি এ প্রবন্ধে ঘটনা এবং ইতিহাসের দীর্ঘ বর্ণনা দিতে চাই না। আমার উদ্দেশ্য মানুষের প্রতি ইংরেজদের ব্যবহারের স্বরূপ উৎঘাটন করা, আমার সামান্য উদ্দেশ্য এই যে, দূরদর্শী লোক ইংরেজ শাসনের প্রতিবিম্ব দেখুক এবং ইংরেজ শোষণ ও নির্যাতনের কথা খানিকটা অনুধাবন করুক।'

www.ahlehadeethbd.org

Contents

॥ মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ॥

বাঙলা সাহিত্য ও মুছলমান সমাজের রুচি-বিপর্য্যয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাঙলা সাহিত্যে মুছলমানগণের রুচিবিকারের দ্বিতীয় কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে—বাঙলার মুছলমানদের মধ্যে ওয়াহ্হাবী প্রভাবের বিদ্যমানতা। ওয়াহ্হাবী সংজ্ঞার বিশ্লেষণ কি? কবে তাঁহারা বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন? এ-সকল কথার সন্ধান কাজী ছাহেবের অভিভাষণে নাই। ওয়াহ্হাবী আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি যে-বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে এইমাত্র জানা যায় যে, ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের আদর্শ হইতেছে "কাণ্ডজ্ঞান বিমুখতা ও অপ্রেম," ওয়াহ্হাবী প্রচারকেরা ছিলেন দুরন্ত ও অসহনশীল, তাঁহারা বাঙলার মুছলমানদিগকে এক "প্রাণহীন, গতানুগতিক আচার" শিখাইয়াছেন—যাহার ফলে তাঁহারা তাঁহাদের চতুর্দ্দিককার কল্যাণকর শিক্ষা ও আদর্শসমূহকে বরণ করিয়া লওয়ার পরিবর্ত্তে তৎসমুদয়ের প্রতি শুধু "সন্দিগ্ধ ও অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ" করিতেছেন। ওয়াহ্হাবী মতবাদের শিক্ষার মধ্যে কোরআনের ও ইছলামের মর্য্যাদা কিছুই নাই, তাঁহারা বাঙলার মুছলমানদের অনেককে নামাজ পড়িতে শিখাইয়াছেন, কিন্তু নামায বা ইছলামের অর্থ কিছুই বুঝান নাই, সুতরাং ওয়াহ্হাবী প্রভাবের ফলে বাঙলার মুছলমানগণ কোরআনের নির্দ্ধারণ অনুসারে "অধমতম জীব—বধির ও বোবায়" পরিণত হইয়াছে। কাজী ছাহেব সর্বশেষে আশা করিয়াছেন যে, উর্দ্দুভাষী বাঙালী আলেম মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'তর্জুমান-ই-কোরআনের' ভূমিকায় "এছলামের যে উদার ও সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা" দিতে পারিয়াছেন, তাহাতে দেশের "আলোকপন্থীদের শ্রদ্ধাভাজন" হইয়াছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় মুছলমান সমাজ "ওয়াহ্হাবী প্রভাবের কাণ্ডজ্ঞানবিমুখতা ও অপ্রেম" হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

ان الناس اعداء ما جهلوا—আরবী ভাষার এই প্রবচনানুসারে অজ্ঞতাই যে শত্রুতার বড় উপাদান, কাজী ছাহেবের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। তিনি ওয়াহ্হাবী আন্দোলন ও তাহার প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের ইতিহাসের একটি অক্ষরও না পড়িয়া—এমন কি আল্লামা আজাদের 'তর্জুমানুল কোরআনে'র যে-ভূমিকার সাহায্যে তিনি ওয়াহ্হাবী 'কাণ্ডজ্ঞানহীনতা'কে এই দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিয়াছেন, তাহাও তিনি পাঠ করার সুযোগ পান নাই; কারণ এখনও উক্ত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই, আর উর্দ্দু সংস্করণের ভূমিকাংশে ইছলামের উদার ও অনুদার কোন ব্যাখ্যাই নাই।

ওয়াহ্হাবী আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ওয়াহ্হাবী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মতবাদ ও আদর্শ সম্বন্ধে আমি ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

(ক) 'Not nearly so far from ordinary Islam, but still of an extreme self consious Puritanism are the Wahabis. They are really Hanbalites, but apply the rules of that school with uncompromising reforming energy. The doctrine of the agreement of the church of Islam they reject, only that of the immediate companions of Mahomet is valid. The people of Mahomet can err and has erred ; each man must on his own responsibility draws his doctrine from the Koran and the Traditions. Here they follow the Zahirites." (১)

(খ) "It is clear that the claim of the Wahabis to have returned to the earliest form of Islam is largely justified. "Burckhardt (Vol. II P. 112) says, The only difference between his (i e Ml-Wahhab's) sect and orthodox Turks however improperly so termed, is that the Wahabys rigidly follow the same laws, which the others neglect or have ceased altogether to observe." Even orthodox Doctors of Islam have confessed that in Ibn Abdul Wahhab's writings there is nothing but what they themselves hold. " (২)

(গ) "Wahhabi idea was that the Arabs should return to the purity of the Mohammadan Faith as it was in Mohammad's day." (৩)

(ঘ) "The Wahhabi movement is in every sence a return to the orginal principles of Islam. It taught to keep away heathen abuses and introduce pure Monotheism, It proved a stimulating vitalising force amongst Mohamedans and it aimed not only the establishment of Theocratic Mohamedan states reverting to the earliest tradition of the Islam but at the sametime it was hostile to European influences." (৪)

দীর্ঘকালের বিজাতীয় সম্পর্কের ফলে নানা প্রকার অনৈছলামিক মতবাদ, সংস্কার ও আচরণের আবিলতায় ইছলামের যে সনাতন আদর্শ আবৃত হইয়া পড়িয়াছে, সেই আবর্জনাপুঞ্জকে অপসারিত করিয়া জগৎবাসীর সম্মুখে ইছলামের প্রকৃত ও শাশ্বত আদর্শকে তুলিয়া ধরাই ইউরোপীয় পণ্ডিত-

(১) Encyclopaedia Britannica Vol. X' II. P. 416

(২) Encyclopaedia Britannica Vol. XXVIII, P. 245

(৩) Book of Knowledge Vol. IX. P. 6265

(৪) A History of Nationalism in the East By Hans Kohn (Original German Edition, 1928)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মণ্ডলীর মতানুসারে ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। কাজেই ওয়াহ্হাবী মতবাদ সর্বাধিক গতানুগতিকতা, অন্ধভক্তি ও পুরোহিততন্ত্রের ঘোর বিরোধী। পয়গম্বরের (দঃ) সহচরগণ—যাঁহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার সংসর্গ-গৌরবে গরীয়ান হইবার সুযোগ পাইয়াছেন, পবিত্র কোরআনের বাণী ও তাহার ব্যাখ্যা স্বয়ং মোস্তফার (দঃ) পবিত্র মুখ হইতে শুনিয়া ধন্য হইয়াছেন—কোরআন ও ছুন্নতে-ছহীহার পর কেবলমাত্র সেই ছাহাবীদিগের শাস্ত্রীয় মতামত ওয়াহ্হাবীগণ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। পরবর্তী ইমাম ও মনীষিগণ জ্ঞান সাধনার যত বড় আসন-অর্জন করিয়া থাকুন না কেন, স্বীয় বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্টরূপে শুধু একজনের সমুদয় উক্তি ও মতামতের অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, এরূপ কথা ওয়াহ্হাবীগণ অস্বীকার করেন; বরং প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি কোরআন ও ছুন্নতে ছহীহা হইতে নিজ দায়িত্বে যোগ্যতানুসারে শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে। প্রত্যেক মুছলমানের এই অধিকার ওয়াহ্হাবী মতবাদ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বর্ণনানুযায়ী মৌলিক ইছলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য ওয়াহ্হাবীগণ রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচনা করেন এবং তাঁহারা মুছলমানদিগের ধর্মে ও রাষ্ট্রে ইউরোপীয় প্রভাব সহ্য করিতে পারেন না। উল্লিখিত পণ্ডিতমণ্ডলী ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, ওয়াহ্হাবীগণের সহিত অন্যান্য মুছলমানদিগের মতবাদ ও আচার ব্যবহারের দিক দিয়া বিশেষ পার্থক্য নাই;—ওয়াহ্হাবীগণ শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল আদেশ ও নিষেধ নিষ্ঠা ও কঠোরতার সহিত প্রতিপালন করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র ইহাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য।

কাজী সাহেব বলিয়াছেন, ওয়াহ্হাবী আন্দোলন কাণ্ডজ্ঞানবিরহিত, অপ্রেমিক, গতানুগতিক ও প্রাণহীন। এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের লিখিত গ্রন্থসমূহে ওয়াহ্হাবী মতামত সম্বন্ধে যে সকল সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে, তাহা তাঁহার বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই আমি এই ধারণা পোষণ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, হয় তিনি ওয়াহ্হাবী মতবাদ সম্পর্কিত ইংরাজী পুথি-পুস্তকগুলি পর্য্যন্ত না পড়িয়া নূতন কিছু বলার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, অথবা অনৈছলামিক মত, সংস্কার ও আবর্জ্জনার পঙ্কিল কূপ হইতে ইছলামকে মুক্ত করার চেষ্টাকেই তিনি 'কাণ্ডজ্ঞান হীনতা' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং ইছলাম ও তাহার সত্যকার ইতিহাসের সহিত সকল সংশ্রব বর্জন করিয়া সর্বপ্রকার অনৈছলামিক মতবাদ ও কৃষ্টির প্রতি অধীর আগ্রহে অগ্রসর হওয়া এবং সেই সুযোগে মুসলমান সম্প্রদায়কে একচোট গালাগালি করিয়া লওয়ার কার্য্যকেই কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্নতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইছলাম জগতের মধ্যে পরবর্তী যুগে ক্ষাত্র শক্তির সহায়তায় যে সকল প্রাণময় সংস্কারমূলক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, ওয়াহ্হাবী আন্দোলন তন্মধ্যে সর্বপ্রধান। কাজেই ইউরোপীয় রাষ্ট্র নীতি বিশারদগণ ইহাকে চিরকাল অশেষ অপ্রীতির চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। পক্ষান্তরে ওয়াহ্হাবীগণ ইউরোপীয় কৃষ্টি ও রাষ্ট্র শক্তিকে ইছলামের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করেন। সুতরাং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক এবং প্রভু ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তাহাদের দেখাদেখি অনেক হিন্দু মুসলমান লেখক ও প্রচারক ওয়াহহাবীদিগের বিরুদ্ধে এরূপ অনেক অসত্য কথা রাষ্ট্র করিয়াছেন, যাহার ফলে ওয়াহহাবীদের প্রকৃত ইতিহাস বাঙলার অধিবাসীবৃন্দের নিকট বিভীষিকাময় অন্ধকারে রহিয়াছে (১)। আমি অতঃপর ওয়াহ্হাবী অন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিব, কিন্তু পূর্বেই বলিয়া রাখা ভাল যে, প্রকৃত ওয়াহহাবী আন্দোলনের সহিত ভারতবর্ষের বা বাঙলার মুসলমাদের কোনই সম্পর্ক নাই। অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিচালকগণ ছিলেন মুসলমান, হিন্দুরা তাহাতে যোগদান করেন নাই। ওয়াহহাবী মতবাদের সহিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ভাবনা-সাধনার কিছু সামঞ্জস্য থাকায় উক্ত আন্দোলনকে গায়ের জোরে ও ইউরোপীয় স্বার্থের খাতিরে 'ওয়াহহাবী আন্দোলন' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু সে সকল কথা যথাস্থানেই বলা হইবে। আমি প্রকৃত ওয়াহহাবী মতবাদের জন্ম কথা হইতেই আলোচনা আরম্ভ করিতেছি।

পূর্বাভাষ

সকলেই অবগত আছেন যে, ইছলামের জন্মভূমি হইতেছে আরবদেশ (২)। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এই দেশেই জন্ম গ্রহণ করেন। এই দেশের মাটীর উপর দাঁড়াইয়া তিনি ইছলামের শাশ্বত বাণী প্রচার করেন। শতধা-বিচ্ছিন্ন আরব জাতিকে একীভূত ও একই জাতীয়তাসূত্রে গ্রথিত করিয়া সমগ্র আরব দেশকে এক অখণ্ড স্বরাটের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তিনি মহা প্রস্থান করেন। হজরতের (দঃ) মহাপ্রয়াণের পর ইছলামের আদর্শ রাষ্ট্রপতি খলিফায়ে রাশেদগণ এই আরব ভূমিতেই খেলাফতের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। ইছলামের শিক্ষা ও সভ্যতার জ্যোতিঃ এই আরব ভূমি হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর সকল অংশকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল বলিয়া ঐছলামিক সভ্যতা আরবীয় সভ্যতার নামান্তর মাত্র। কিন্তু ইছলামের ইতিহাসের সূক্ষ্মদর্শী পাঠকবর্গের নিকট ইহা অতি রহস্যপূর্ণ সমস্যা যে, আরব দেশ ইছলামের কেন্দ্র ভূমি ও তাহার কৃষ্টির জন্মক্ষেত্র হওয়া সত্বেও উত্তরকালে আরব দেশ ও আরব জাতি ইছলামের সকল প্রকার গৌরব হইতেই বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল। কোর্ত্তাবা, নেজামিয়া ও আজহার প্রভৃতির মত জগত বিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের একটীও আরবের চতুঃসীমার মধ্যে স্থাপিত হয় নাই। আবু ছিনা, ফারাবী, কিন্দি, ইবনে রোশদ, ইবনে

(১) 'প্রদীপ' নামক মাসিকে সম্প্রতি 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' শীর্ষক যে নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও আমার উপরোক্ত উক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।—লেখক।

(২) কিন্তু এ কথার অর্থ ইহা নয় যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) পূর্ববর্ত্তী বার্তাবহ রছুলগণের প্রচারিত ধর্ম ইসলাম নহে, কারণ স্বয়ং কোরআনে স্বীকৃত হইয়াছে যে, নুহ ও ইব্রাহীম হইতে আরম্ভ করিয়া যীশুখৃষ্ট পর্য্যন্ত কোরআনে উল্লিখিত ও অনুল্লিখিত সকল মহামানব জগতে একমাত্র ইসলাম ধর্মই প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই মুসলমান ছিলেন। দেখুন—সুরা বকর, ১৩৬; শুরা, ১৩; মোমেন, ৭৯; ফাতের, ২৪; নেছা, ১৬৪; নাহাল; ৩৬—ইত্যাদি। বর্তমান ক্ষেত্রে মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) কর্তৃক প্রচারিত, সুসংস্কৃত ও পূর্ণ ইসলামের কথাই আলোচ্য।—লেখক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাজ্জা, ইবনে তোফায়েল এবং তাঁহাদের দলভুক্ত শত শত দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যে একজনও আরবীয় ছিলেন না। বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাছায়ী, তিরমিজী, ইবনে মাজা, দারুলামী, বায়হাকী, দারমী ও বাজ্জাজ প্রভৃতি হাদীসতত্ত্ব বিশারদ মণীষিগণের মধ্যে আরব দেশ কাহারও জন্মভূমি ছিল না। খাজা হাছান বসরী, জোনায়েদ বাগদাদী, আবদুল কাদের জিলানী, বাহাউদ্দীন নকশবন্দ, শেহাব উদ্দীন ছোহরাওয়ার্দ্দী, মুঈন উদ্দীন চিশতী, শেখ আহমদ ছরহন্দী প্রভৃতির মত তাপস ও সাধক সাহাবা ও তাবেয়ীনের পর আরব দেশে একজনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। এইরূপ ইতিহাস, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, গণিত, পশুবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, কলা বিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে লক্ষাধিক যশস্বী মুসলমান পণ্ডিতের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে আরবীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর নাম এত অল্পসংখ্যক যে, তাহা গণনা না করিলেও চলে। স্পেনের আলহামরা, বাগদাদের ইন্দ্রপুরী, ভারতের তাজমহল, তুর্কীর আয়াসোফিয়া জগতকে চমৎকৃত করিয়াছে। কিন্তু মুছলিম সভ্যতার পীঠস্থান ও ইছলামের কেন্দ্রভূমি মক্কা-মদীনায় এমন একটি মসজিদও নির্মিত হয় নাই, যাহা শিল্প নৈপুণ্যের দিক দিয়া পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

সর্বপ্রথম ৪০ হিজরী সালে আমীর মাবিয়া ইছলাম জগতের রাজধানী দামেশ্‌ক নগরীতে স্থানান্তরিত করিয়া আরবভূমির রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস করিয়া ফেলেন। তথাপি ওমাইয়া বংশীয়দিগের শাসনকালকে খাঁটি আরবীয় যুগ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু ১৩২ হিজরী সালে আবু মোছলিম খোরাসানীর নিষ্কাশিত তরবারীর বলে আরবের রাজনৈতিক সৌভাগ্য-সূর্য্য একেবারে অস্তমিত হইয়া যায়। খোরাসানীর প্রভাবে আব্বাসবংশীয় নব-খেলাফতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু আব্বাসী খেলাফত প্রকৃত প্রস্তাবে আরবী খেলাফত ছিল না। আব্বাসবংশীয় প্রধান প্রধান খলিফাদের দরবারে সর্বেসর্বা ছিলেন বরমকগণ। স্বনামধন্য আলবেরুনীর 'কিতাবুল হিন্দে'র ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় Prof Sachan লিখিয়াছেন:

Another influx of Hindoo learning took place under Harun A.D. 786—808 (A. H. 170 -193). The Ministerial- family of Barmak, then at the zenith of their power, had come with the ruling dynasty from Balkh, where an ancestor of theirs had been an official in the Buddhistic temple Nau behar i. e. Nava vihara. The name Barmak is said to be of Indian descent meaning Baramaka, i. e. the superior. They engaged Hindoo scholars to come to Bagdad, made them the chief physicians of their hospitals and ordered them to translate from Sanskrit into Arabic on Medicine, Pharmocology, Taxicology, Philosophy, Astrology and other subjects. Still in later centuries scholars sometimes travelled

www.ahlehadeethbd.org

Contents

for the same purposes as the amissaries of the Barmak i. g. Al-Muwaffak not long before Alberunie's time. (১)

আব্বাসী খেলাফতের সমস্ত যুগটাই হিন্দু, পারসিক, রোমক, গ্রীক, খৃষ্টান, জরদশ্‌তী, বৌদ্ধ ও ইহুদীদিগের অভিযানের সময়। তার উপর দরবারে ও হেরেমে তুর্কী, সার্কেশী, কুর্দ্দী দাস-দাসীদগের অসামান্য প্রভাব। আরবদিগের প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখায় ইহারা সকলে আলোকিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহারা বুঝিয়াছিলেন—মরু-সাগরের দীপ্ত কনক-প্রভার সমকক্ষতায় তাঁহাদের কিরণ পৃথিবীর চক্ষুকে ঝলসিত করিতে পারিবে না। উপরন্তু বিজিত-দিগের অন্তঃকরণে বিজেতাদিগের সম্বন্ধে যে কৌটিল্য নিহিত থাকে, অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগে তাহার যথার্থ স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিবে না কেন? ফলকথা, আব্বাসী খেলাফতের সূচনা হইতেই শাহী দরবারে আজমী ষড়যন্ত্রের প্রভাবে সরল স্বভাব অভিমানী আরবগণ রাষ্ট্র নীতির চতুঃসীমার সম্পূর্ণ বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন এবং সর্ব শেষে খালীফা মোতাছিম-বিল্লাহ (২১৮—২২৭ হিজরী) তুর্কীদিগের সমবায়ে আরবের স্বাধীনতা-প্রিয়, উদারচেতা গোত্রগুলিকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও মিসরের সুরম্য উর্বর ভূভাগগুলি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় তরুলতাশূন্য ছায়াহীন মরু সমুদ্রে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। পরিণামে পৃথিবীতে মুছলমান সাম্রাজ্যগুলি বড় বড় বিল্লব সাধন করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন, ধরাপৃষ্ঠ উলট পালট করিয়া ফেলিয়াছেন, পর্বত শিখর ধরাশায়ী করিয়াছেন, নূতন নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান পৃথিবীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মুসলিম জগতের এই মহাসমারোহ, সাজসজ্জা, ডাকহাঁক, চাঞ্চল্য, চিৎকার, উদ্দীপনা ও উৎসাহের ভিতর আরবীয়দিগের অস্তিত্বের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; তাহারা তাহাদের সনাতন রীত্যানুযায়ী উষ্ট্রের পাল লইয়া মরুস্থানে ও খেজুরের বাগানে উৎসবকালের সমস্ত সময়টা কেবল অক্লান্ত ভাবে ঘুমাইয়া কাটাইয়াছে।

আরবদিগের রাজনৈতিক পতনের ফলে কেবল যে তাহাদের ভিতর উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের অভাব ঘটিয়াছিল তাহা নহে, কেবল তাহারাই ইসলামের শাশ্বত নীতি হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে, ইসলামের সনাতন, সরল ও সহজ আদর্শের মধ্যেও পৃথিবীব্যাপী নানা প্রকার বিকৃতি ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিজাতীয় দার্শনিকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া ও তাঁহাদের গ্রন্থসমূহের সহিত পরিচিত হইয়া একদিকে আকায়েদ বা ইসলামী মতবাদের মধ্যে যেরূপ চুলচেরা ভাগ-বাটোয়ারা আরম্ভ হইয়াছিল ও নানারূপ কূট তর্কের অবতারণা করিয়া এক ও অদ্বিতীয় মুসলিম সমাজে যেমন মোতাজিলা, জাহমিয়া, কাদরিয়া, জাবরিয়া, মুর্জিয়া, মোশাব্বেহা, কারামেতা, আশায়েরা, মাতুরিদিয়া প্রভৃতি শত শত মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, পক্ষান্তরে ইসলাম জগতের সর্বত্র সেইরূপ সর্বপ্রকার শির্‌ক ও বিদয়াতের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছিল—পীরপূজা, গোরপূজা এবং সর্ববিধ কৃত্রিম ও অকৃত্রিম স্মৃতি চিহ্নের পূজার স্রোত প্রবলভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। শির্‌ক বিদআত্ এবং মত

(১) P. P. XXXI and XXXII.

www.ahlehadeethbd.org

ও পথের বিভেদ ও দলাদলি সংক্রামক রোগের ন্যায় আরবভূমি হইতে উত্থিত হইয়া সমগ্র ইছলাম জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। স্পেনে মোহাম্মদ বিনে তুমারতের অনুচর ও শিষ্যবর্গ আশায়েরা দিগের মত প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া লক্ষ লক্ষ মুছলমানকে হত্যা করিয়াছিলেন। ৩১৭ হিজরী সালে হাম্বলী ও কারামেতাদিগের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হয়, ৩৯৮ হিজরী অব্দে শিয়া ও সুন্নীর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, ৪৬৯ হিজরীতে আবুল কাছেম কোশায়রীর বাগ্দাদে আগমন উপলক্ষে আশআরীগণ এক ভয়াবহ সমরে প্রবৃত্ত হন, ৫৫৪ হিজরী অব্দে নেশাপুরে হানাফী ও শাফেয়ী উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্মুখ সমরে সহস্র সহস্র মুছলমানকে হত্যা করেন, এইরূপ ৫৬০ হিজরীতে ইছফেহানে এক মজহাবী কলহোপলক্ষে বহুসংখ্যক মুছলমানের মৃত্যু ঘটে। ইমাম ইয়াফেয়ী তাঁহার 'মেরআতুল জানান' নামক ইতিহাস গ্রন্থে হানাফী, শাফেয়ী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের তৎকালীন পৃথিবীব্যাপী কলহ সম্বন্ধে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। (১)—ক্রমশঃ

---

(١) يا لها من مصيبة عظمت في الاسلام وهي التفرق بالحنفية والشافعية ونحوهما وتعصب كل فرقة للمذهب الذي تمذهب به بحيث ينصر كل فساق مذهبه على صلحاء غير مذهبه ويرون ذلك نصرة الحق، وهو خلاف اوامر الشرع ونواهيه، قال تعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال عز من قائل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شي، ولقد عمت هذه البلوى طمت في زماننا في اكثر البلدان، فالى الله عزوجل الشكوى

[কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে মাসিক মোহাম্মদী ১৩৩৯ সালের চৈত্র সংখ্যা হইতে সংকলিত]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

[২২২ শের পাতার পর]

কুদরৎ। ঐ আগুণ ঝড়ে উড়িয়া আবরাহার ঐ গির্জায় গিয়া পড়ে এবং তাহাতে গীর্জাটি একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহাতে আবরাহা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সে ভাবে যে, উহা মক্কাবাসীদেরই কারসাযী ছিল। সে কসম করিয়া প্রতিজ্ঞা করে যে, সে মক্কা গিয়া কা'বাঘরকে ধ্বংস করিবেই করিবে। অনন্তর সে হাবশার সম্রাটকে নিজ সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া তাঁহার হাতীটি চাহিয়া পাঠাইল। নাজাশীর হাতীটি ছিল অত্যন্ত বিরাটকায়, শক্তিশালী, বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত এবং উহার নাম ছিল মাহমূদ (প্রশংসিত)। নাজাশী তাঁহার হাতীটি দিয়া পাঠাইলেন।

অতঃপর আবরাহা সৈন্য-সামন্ত ও হাতী লইয়া কা'বা ধ্বংস অভিযানে যাত্রা করিল। প্রত্যেক আরববাসী কা'বাগৃহকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও আল্লার ঘর বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং তাহাদের অন্তরে কা'বাগৃহের গভীর মর্যাদা ও সম্মান বিরাজ করিত। তাই আরবের লোকেরা আবরাহার এই অভিযান সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তাহারা নিজ কর্তব্যজ্ঞানে আবরাহার পথরোধ করিতে লাগিল। সর্বপ্রথমে য়ামান প্রদেশেরই যূ নফর (ذونفر) নামে একজন রাজা তাঁহার লোকজন সহ আবরাহাকে বাধা দেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। আবরাহা যু-নফরকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করে। তখন যু-নফর তাহাকে বলেন, "হে রাজন, আমাকে হত্যা করিবেন না; আমাকে হত্যা করার চেয়ে আমাকে জীবিত থাকিতে দেওয়াই আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক।" ইহাতে আবারাহা তাঁহাকে হত্যা না করিয়া তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় সঙ্গে লইয়া চলিল। তারপর আবরাহা যখন খাসআম (خثعم) গোত্রের লোকদের এলাকার নিকটবর্তী হইল তখন খাস'আম বংশীয় নুফাইল ইবন হাজীব খুস'আমও অন্যান্য গোত্রের লোকজন লইয়া আবরাহার পথ রোধ করিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। নুফাইল পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তখন নুফাইল বলিলেন, "হে রাজন, আমি আরবের রাস্তাপথ বিশেষ ভাবে অবগত আছি; আর আমার এই লোকজন আমার বাধ্য ও বশীভূত।" ইহাতে আবরাহা নুফাইলকে হত্যা না করিয়া ছাড়িয়া দিল এবং নুফাইল আবরাহকে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল। অনন্তর, আবরাহা যখন তায়িফে পৌঁছিল তখন মাস'উদ ইবন মুনীস সকীফ গোত্রের কতিপয় লোকসহ আবরাহার নিকট পৌঁছিয়া বলিল, "আমরা আপনার দাস—আমরা আপনার বিরোধী নই। আমরা জানিতে পারিলাম যে, আপনি মক্কার কা'বাঘরের উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন। তাই আমরা আপনাকে একজন পথ প্রদর্শক দিতেছি।" এই বলিয়া সে তাহাদের দাস আবূ রিগালকে পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করে। অতঃপর তাহারা তায়িফের মুগাম্মাস (مغمس) নামক স্থানে পৌঁছিলে আবূ রিগাল মারা যায়। আবরাহা আর অগ্রসর না হইয়া এই খানেই শিবির সন্নিবেশ করিল। অনন্তর সে আসওয়াদ ইবন মাস'উদ নামক একজন হাবশীকে অশ্বারোহী সৈন্যদের সেনানায়ক করিয়া মক্কা পাঠাইয়া দিল এবং আদেশ করিল যে, সে যেন মক্কাবাসীদের গৃহপালিত পশুর উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের পশু হস্তগত করে। তদনুসারে আসওয়াদ মক্কাবাসীদের বহু পশু ধরিয়া লইয়া আসে এবং উহার মধ্যে আবদুল মুত্তালিবেরও দুই শত উট ধরিয়া লইয়া আসে। আবারাহা হিনাতা (حناطة) হিময়ারীকে এই নির্দেশ দিয়া মক্কাবাসীদের নিকট পাঠাইল যে, সে যেন মক্কাবাসীদের নেতার খোঁজ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তাঁহাকে বলিয়া দেয় যে, আমি মক্কাবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই; আমি আসিয়াছি কেবলমাত্র কা'বাগৃহ বিধ্বস্ত করিবার জন্য। অনন্তর, হিনাতা হিময়ারী মক্কায় প্রবেশ করিয়া আবদুল মুত্তালিবের সাথে সাক্ষাৎ করিল এবং তাঁহাকে বলিল, "আমার বাদশাহ আমাকে আপনার নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন যে, আপনারা নিজেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে তিনি আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবেন না। তিনি কেবলমাত্র কাবাগৃহ বিধ্বস্ত করিতে আসিয়াছেন। উহা করিয়াই তিনি ফিরিয়া যাইবেন।" আবদুল মুত্তালিব উত্তরে বলিলেন, "তাঁহার সহিত আমাদের যুদ্ধ নাই। তিনি যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন তাহার জন্য আমরা পথরোধ করিতে যাইব না। কেননা, উহা আল্লার সম্মানিত ঘর এবং আল্লার খলীল ইব্রাহীমের ঘর। কাজেই আল্লাহ যদি উহা হইতে শত্রুকে বাধা দেয় তবে তো উহা আল্লারই ঘর এবং তাঁহারই সম্মানিত স্থল, আর তিনি যদি উহাকে ধ্বংস করিবার জন্য শত্রুর পথ সুগম করিয়া দেন তাহা হইলে উহাকে রক্ষা করিবার শক্তি আমাদের নাই।" তারপর, আবদুল মুত্তালিবের অনুরোধক্রমে আবরাহার সংবাদবাহক তাঁহাকে মুগাম্মাসে আবরাহার দরবারে লইয়া গেল।

আবদুল মুত্তালিব আবরাহার সৈন্যশিবিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অন্যতম পুরাতন বন্ধু যূ-নফরকে দেখিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাইয়া তাঁহাকে বলেন, "আপনি কি আমার জন্য কিছু করিতে পারিবেন ?" তিনি বলেন, "যে লোক নিজেই বন্দী এবং সকালে অথবা সন্ধ্যায় যে কোন সময়ে নিহত হইবার আশঙ্কায় শঙ্কিত সে কী করিতে পারে ? তবে আমি আমার অন্যতম বন্ধু ও আবরাহার হাতীর মাহুত আনীসকে ডাকিয়া পাঠাইতেছি। সে আপনার জন্য কিছু করিতে পারে।" তারপর আনীস উপস্থিত হইলে যুনফর তাহাকে আবদুল মুত্তালিব সম্পর্কে বলেন, "ইনি কুরাইশদের নেতা ; মক্কার ব্যবসায়ী গোষ্ঠির প্রধান ; ইনি সমতল-ভূমিতে মানুষকে এবং পাহাড়ের উপরে পশুপক্ষীকে খাদ্য দান করিয়া থাকেন। বাদশার লোকে তাঁহার দুইশত উট ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে। তুমি যদি বাদশার নিকটে ইহার কোন উপকার করিতে পার তাহা হইলে তাহা করো। কেননা, ইনি আমার বন্ধু এবং ইহার যে কোন মঙ্গল আমার প্রিয়।" অনন্তর, আনীস আবরাহার নিকট গিয়া আবদুল মুত্তালিবের জন্য এই বলিয়া অনুমতি চাহিলেন, "হে রাজন, কুরাইশদের নেতা, মক্কার ব্যবসায়ী গোষ্ঠির প্রধান যিনি সমতলভূমিতে মানুষকে এবং পাহাড়ের উপরে পশুপক্ষীকে খাদ্য দান করিয়া থাকেন তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি চাহিতেছেন। আমি আশা করি যে, আপনি তাঁহাকে অনুমতি দিবেন। কেননা তিনি আপনার বৈরী বা বিরোধীরূপে আসেন নাই।" অনন্তর আবরাহা আবদুল মুত্তালিবকে তাহার নিকট যাইতে অনুমতি দিল।

আবদুল মুত্তালিব আবরাহার দরবারে উপস্থিত হইলে আবরাহা তাঁহাকে দেখিয়া সম্মান না করিয়া পারিল না। তাঁহাকে নিজের সঙ্গে একাসনে বসাইতেও আবরাহার মন চাহিল না এবং সে নিজে রাজাসনে বসিয়া থাকিয়া তাঁহাকে নীচে বসিতেও বলিতে পারিল না। কাজেই উভয়েই ফরাশে বসিয়া দোভাষীর সাহায্যে কথাবার্তা হইতে থাকিল। বাদশার নিকটে তাঁহার কী প্রয়োজন তাহা দোভাষী জিজ্ঞাসা করিলে আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, "তাঁহার লোকেরা আমার যে দুইশত উট লইয়া আসিয়াছে তাহা যেন তিনি আমাকে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন।" তাহাতে আবরাহা বলিল, "আপনাকে প্রথমে দেখিয়া আপনার যে মর্যাদা ও সম্ভ্রম আমার মনে উদিত হইয়াছিল আপনার এই কথায় আপনি সেই মর্যাদা হইতে বহু নীচে নামিয়া গেলেন।" আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, "কেন ?" আবরাহা বলিল, "যে ঘরটি আপনার নিজের ও আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং যে ঘরটি আপনাদের সম্মান মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মূল উৎস সেই ঘরটি আমি বিধ্বস্ত করিতে আসিয়াছি। এমত অবস্থায় আপনি সেই ঘরটির রক্ষা ব্যাপারে আমার সহিত কোন আলোচনা না করিয়া আপনার যে নগণ্য দুইশত উট আমার লোকেরা ধরিয়া আনিয়াছে তাহার সম্বন্ধে আপনার আলোচনাই আপনাকে আমার চোখে খাটো করিয়া তুলিল।" আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, "আমি উটের মালিক ; আমি ঐ ঘরের মালিক নই। যে কেহ ঐ ঘরের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা করিবে তাহাকে ঐ ঘরের মালিকই ঠেকাইবে।" আবরাহা বলিল, "সে আমাকে ঠেকাইতে পারিবে না।" আবদুল মুত্তালিব বলিলেন "তাহা আপনি বুঝিবেন ও তিনি বুঝিবেন।" তারপর আবরাহার নির্দেশক্রমে আবদুল মুত্তালিবকে তাঁহার উট ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

আবদুল মুত্তালিব আবরাহার দরবার হইতে আসিয়া তাঁহার লোকজনকে আবরাহার অভিপ্রায় জানাইলেন। কা'বাগৃহ আক্রমণের সময় আবরাহার সৈন্যগণ অযাচিত ভাবে মক্কাবাসীদের অনিষ্ট করিতে পারে অথবা সৈন্যদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মক্কাবাসীদের ক্ষতি সাধন হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া আবদুল মুত্তালিব কা'বাঘরের নিকটস্থ আশে পাশের তামাম লোককে তাহাদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতলভূমিতে এবং পাহাড়ের উপরে আশ্রয় লইবার জন্য নির্দেশ দিলেন। লোকে তাহাই করিল। তারপর আবদুল মুত্তালিব কা'বাঘরে গিয়া উহার কপাটের কড়া ধরিয়া এই কথা বলিলেন, "হে আল্লাহ, আমরা দুর্বল ; এই প্রবল শত্রুদের মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নাই ; তুমি আমাদের দুর্বলতা ক্ষমা কর এবং নিজের ঘর রক্ষা করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা তুমিই কর।"

আক্রমণ দিবসে সকাল বেলায় আবরাহা নিজ সৈন্য-সামন্ত ও হাতী মাহমূদসহ 'মুগাম্মাস' নামক স্থান হইতে কা'বা অভিমুখে রওয়ানা হইল। অনন্তর, হাতী মক্কার হারাম সীমায় পৌছিলে খাস্‌'আম গোত্রের বন্দী নেতা নুফাইল হাতীর নিকটে আসিল এবং উহার কান ধরিয়া বলিল, "মাহমূদ, বসো, [আর অগ্রসর হইও না] । এবং যেখান হইতে আসিয়াছ সেখানে ভালয় ভালয় ফিরিয়া যাও। কেননা তুমি আল্লার সম্মানিত শহরে পৌছিয়াছ।" তখন হাতী বসিয়া পড়িল ; কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। তারপর তাহার মাথায় কুড়ালের আঘাত করা হইতে লাগিল, মুখে ও বাহুতে আঁকড়া লাগাইয়া টানাটানি করা হইতে লাগিল কিন্তু সে কিছুতেই উঠিল না। তারপর তাহাকে য়ামানের দিকে চালিত করা হইলে সে দৌড়াইতে লাগিল ; তেমনি তাহাকে সিরীয়ার দিকে চালিত করা হইলেও চলিতে লাগিল, পূর্বদিকে চালিত করা হইলেও চলিতে লাগিল ; কিন্তু হারাম অঞ্চলের দিকে ফিরাইলেই সে বসিয়া পড়িল। এই সময়ে বন্দী নুফাইল সুযোগ

[২৫৩ এর পাতার নিচে দেখুন]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইসলাম স্বয়ং সম্পূর্ণ দীন

ইসলাম এমন এক স্বয়ং সম্পূর্ণ দ্বীন যাহাতে মানব-জীবনের সর্বযুগের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান নিহিত রহিয়াছে। ইসলাম একটি পূর্ণ পরিণত জীবন ব্যবস্থা, এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'লা শেষ পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ সঃ এর প্রতি তাঁহার বিদায় হজ্জের দিনে আরাফাতের মুক্ত প্রান্তরে অহী প্রেরণ করিয়া বিশ্ব মুসলিমকে জানাইয়া দিয়াছে:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ·

"অদ্য আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতাদান করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নে'মাতকে সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই একমাত্র, দ্বীনরূপে মনোনীত করিলাম।"

এই স্পষ্ট ঘোষণার পর কোন ব্যক্তি বিশেষেরও সমাজ পতির এবং কোন পণ্ডিত প্রধানের আর কোনই ইখতিয়ার নাই যে সে নিজের খেয়াল খুশী মত কল্পনা, গবেষণা করিয়া ইসলামের মৌলিক নীতি এবং সর্বস্বীকৃত সুস্পষ্ট হুকুম আহকামের মধ্যে কোন প্রকার কাটছাট বা কমী. বেশী করিতে পারে।

তাই রসুলুল্লাহ সঃ এবং সাহাবা এ কেরামের স্বর্ণ যুগ হইতে আজ পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দশত বৎসরে প্রত্যেক যুগের মুহাদ্দেসীনে কেরাম, আয়েম্মা এ এযাম এবং ওলামা এ হককানীর মধ্যে কেহই সনাতন ইসলামের নিখুঁত, নিটোল অবয়বে কোন প্রকার হস্ত দারাযীর প্রয়োজন বোধ করে নাই। এ কথা সত্য যে যুগে যুগে ইসলামকে ধ্বংস ও বিকৃত করিবার উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক ইসলাম বৈরীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং তাহারা যথাসধ্য কারসাযী করিয়া নব নব আকীদাও নানা প্রকার মত ও পথের আবিষ্কার করতঃ মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ বিচ্ছেদ ঘটাইতেও সমর্থ হইয়াছে কিন্তু ওলামা এ হককানী সব সময় তাহাদের এই সব ছল-চাতুরী ও কলা-কৌশল ধরিয়া ফেলিয়া জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের আসল স্বরূপ এবং অভিসন্ধির রহস্য উদঘাটন করিয়া দিয়াছেন।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের বিকৃতি সাধনের প্রচেষ্টা

পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যা নাই যাহার সমাধান ইসলামে পাওয়া যাইবে না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বহুকাল পূর্ব হইতে মুসলমানগণ পৃথিবীতে খেলাফত এবং রাজত্ব পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখেও নানাবিধ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল ও বহু প্রকার নূতন মসআলা পেশ হইয়াছিল, তাঁহারা সেই সমস্যার সমাধান এবং মসআলার উত্তর অভিজ্ঞ আলেমগণের সাহায্যে কিতাব ও সুন্নাহর আলোকেই বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার জন্য কোন বেআমল পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন নাই। কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে, এতকাল পরে পাকিস্তানে বহু সুপ্রতিষ্ঠ আলেমে দ্বীন বর্তমান থাকিতেও তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া এমন একজন লোককে ইসলামী গবেষণা সংস্থার সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ করা হইল যে ব্যক্তির শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু একজন বিখ্যাত ইসলাম বিদ্বেষী খৃষ্টান। এই খৃষ্টানের ছত্রছায়ায় ও তত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সেই রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রধান ডঃ ফযলুর রহমান প্রকৃতপক্ষে উক্ত পাদরীর মানস-পুত্র রূপে গড়িয়া উঠিয়াছেন। এজন্য তাহার প্রাণের টান ও যোগাযোগ স্বীয় গুরু এবং তাহার সমাজ ব্যবস্থার দিকে হওয়াই স্বাভাবিক। ইহার প্রমাণ তিনি ইসলামী গবেষণা পরিষদের সর্বোচ্চ আসন অলংকৃত করার পর যে সব নিত্য নতুন উদ্ভট ফতোয়া জারী করিতেছেন সেগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই পাওয়া যাইবে। ইনি কখনও যাকাতের হার বৃদ্ধি অনুমোদন করিতেছেন, কখনও সুদ হালাল বলিয়া ফতোয়া দিতেছেন, কখনও সমাজতন্ত্রের গুণকীর্তন করিতেছেন এবং মাদরাসা শিক্ষাকে রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিসমিল্লাহ না বলিয়া পশু জবেহ করিলে উহা খাওয়া জায়েয বলিয়া ফতোয়া দিয়া সমগ্র পাকিস্তানে সকল ইসলামপন্থী ব্যক্তিগণকে বিচলিত ও আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই বিদ্যার জাহাজটির কার্যকলাপ দেখিয়া অনেক দিন হইতে ওলামা সমাজ তাঁহাকে অপসারিত করার জন্য জোর দাবী জানাইয়া আসিতেছেন কিন্তু সরকার সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না। সরকারের এই মৌনতা দেখিয়া যদি জনসাধারণ ধারণা করিয়া বসে যে, আসলে এইসব সরকারের ইঙ্গিতেই করা হইতেছে ডঃ ফজলুর রহমান একটা খণ্ডী মাত্র, তাহা হইলে বোধহয় তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যাইবে না।

পাকিস্তান কি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র?

একথা সকলেই ভালভাবে ওয়াকেফহাল যে, পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতে উহার প্রতিষ্ঠা দিবস পর্যন্ত কায়েদে আযম মরহুম ও কায়েদে মিল্লত শহীদ লিয়াকত আলী এবং আন্দোলনের ছোটবড় সকল নেতার মুখেই এই একটি মাত্র কথা অসংখ্যবার উচ্চারিত ও ধ্বনিত হইয়াছে যে, ইসলামের জন্যই পাকিস্তান চাই। বর্তমান কর্ণধারগণের কণ্ঠেও সময় সময় উহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু তাহাদের কার্যকলাপ উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় চলিতেছে। ধর্মীয় পার্থক্যের জন্য কোন অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন ও অবিচার করা

www.ahlehadeethbd.org

ইসলামে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে এ অধিকার দেওয়া হয় নাই যে, তাহারা মুসলমানগণকে নিজেদের ধর্মের দিকে আহ্বান করিবে এবং তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত করিয়া লইবে। অতি পরিতাপের বিষয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে বহু অন্য ধর্মাবলম্বীগণকে বিশেষভাবে খৃষ্টান মিশনারীগণকে যেরূপ অবাধ ধর্মপ্রচার এবং মুসলমানগণকে ধর্মান্তঃকরণের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহা পাকিস্তানের মূলনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলামী আদর্শের সহিত অসমঞ্জস, ধর্মান্তকরণের হার যে ভাবে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, আগামী পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা এতই বাড়িয়া যাইবে যে, পাকিস্তানের পক্ষে তাহা আর একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইবে।

বৃটীশ রাজ দুইশত বৎসর রাজত্ব করিয়া এ দেশ হইতে বিদায় বেলায় মাত্র আশি হাজার ধর্মত্যাগী দেশী খৃষ্টান রাখিয়া গিয়াছিল। সেই পাকিস্তানে মাত্র বিশ বৎসরে ধর্মান্তরিত খৃষ্টানের সংখ্যা সাড়ে বার লক্ষে উন্নীত হইয়াছে। ইহা হইতেই ইহার ভবিষ্যত ভয়াবহতা সহজে অনুমান করা যায়। পাকিস্তানের অলিগলিতে, পাহাড়ে জঙ্গলে, তথাকথিত শিক্ষালয়ে ও চিকিৎসালয়ে এবং দুঃস্থনিবাসে খৃষ্টান মিশনারীগণ দিবারাত্র অবাধে প্রচার কার্য্য চালাইয়া যাইতেছে। আর আমাদের ইসলামী সরকার উহা নীরবে অবলোকন করিয়া যাইতেছেন। অথচ ভারতের মত লৌকিক রাষ্ট্রে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের পথ প্রায় রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাকে আমাদের অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে। আমরা বর্তমান সরকারের নিকট ইহার কৈফিয়ত চাই এবং দাবী জানাই যে, সরকার মুসলমানদের সঙ্গে লুকোচুরি না খেলিয়া স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করুন যে পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়, ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার রাষ্ট্র; যদি কার্য্যত ইহা সেকুলার রাষ্ট্র হয় তাহা হইলে পাকিস্তানের ইসলামপন্থী জনগণকে আবার নতুনভাবে চিন্তা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, তাহারা আগামীতে এই সরকারের প্রতি কিরূপ মনোভাব গ্রহণ করিবে এবং এদেশে তাহাদিগকে কিভাবে বসবাস করিতে হইবে।

ইরতেদাদ বা ইসলাম ত্যাগ

ইসলাম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করাকে 'ইরতেদাদ' বলা হইয়া থাকে এবং ইসলাম ত্যাগী ব্যক্তিকে 'মুরতাদ্দ' বলা হয়। ইসলামে ধর্ম ত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয় নাই, একজন মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করিয়া সেই ইসলামী দেশে বসবাস করিতে পারে না। এই ধর্ম ত্যাগের জন্য তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে হইবে ইহাই ইসলামের বিধান। ইসলামের দাবীদার বর্ত্তমান সরকারকে এই দণ্ড বিধানকে অচিরে কার্য্যকরী করিতে হইবে অন্যথায় আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, এই পাক যমীন হইতে ইসলাম বিদায় লইবে এবং তৎস্থলে খৃষ্ট ধর্ম চিরস্থায়ী ভাবে আসন গাড়িয়া বসিবে।

কাদিয়ানী বা আহমদী সম্প্রদায় ও পাকিস্তান সরকার

ভারতের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান গ্রামের মিরযা গোলাম আহমদ নামে এক ব্যক্তি প্রথমে বক্তা, লেখক ও সমাজ সংস্কারকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অবশেষে নিজেকে নবী বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ সঃ কে শেষ নবী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি জেহাদকে বাতিল করিয়া দিয়া তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের প্রিয় পাত্রে পরিণত হন এবং বৃটিশের ছত্র ছায়ায় থাকিয়া নিজের নবুয়তীর প্রচার কার্য চালাইতে থাকেন। দুনিয়ার সমগ্র রাষ্ট্রের বিশিষ্ট মুসলিম ওলামাগণ তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুসারীগণকে ইসলামের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া দিয়া অমুসলিম বলিয়া সর্বসম্মত ভাবে ফতোয়া দিয়াছেন কিন্তু পাকিস্তানে এই আহমদীয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেদের মযহাবের প্রচার প্ররোচণা অবাধ গতিতে চালাইয়া যাইতেছে। কেবল তাহাই নয় পাকিস্তান সরকার তাহাদের এ কাজে পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন। এমন কি তাহাদের বিদেশে প্রচার কার্য চালাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রাও প্রদান করিতেছেন। তাই সরকারকে জিজ্ঞাসা করি ইহার জন্যই কি পাকিস্তান কায়েম হইয়াছিল? যাহারা আখেরী নবীর পরেও আর একজন নকল নবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, যাহাদের মযহাবে জেহাদ করা হারাম, যাহারা নিজেদের ছাড়া অপর সকল মুসলমানকে কাফির বলিয়া বিশ্বাস করে, যাহাদের একজন বিশিষ্ট নেতা এই বিশ্বাস অনুযায়ী কায়েদে আযমের জানাযাতেও শরীক হন নাই, তাহাদের প্রতি সরকারের এত আগ্রহ ও অনুরাগের কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? তাহা হইলে সরকার কি চান যে পাকিস্তানে যে কেহ ইচ্ছা করিলে যে কোন একটা ধর্ম—মত আবিষ্কার করিয়া চালাইয়া দিতে পারে?

আহলে কুরআন ও সরকার

পাকিস্তানে আর একটি নতুন দ্বীনের আবির্ভাব হইয়াছে উহা যদিও বিভাগপূর্ব কালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল

www.ahlehadeethbd.org

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিশেষ করিয়া বর্তমান সরকারের আমলেই তরক্কী—সাধন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই দ্বীনের বর্তমান পরিচালক গোলাম মহাম্মদ পরভেজ পত্র পত্রিকা প্রকাশ করিয়া এবং বহু পুস্তক পুস্তিকা লিখিয়া হাদীসের বিরোধিতায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে এবং কেবল কুরআনের উপর আমল করিবার জন্য লোকজনকে প্ররোচণা দান করিতেছে। যেহেতু ইসলামী আহকাম যথা, নামায রোযা হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদির উপর আমল করা কেবল কুরআনের উপর নির্ভর করিয়া সম্ভব নয়, কারণ কুরআনে কেবল সংক্ষিপ্ত আকারে নির্দেশ দান করা হইয়াছে এবং হাদীসেই উহার বিস্তারিত বিবরণ ও কার্য পদ্ধতির বর্ণনা আছে তজ্জন্য হাদীসকে ছাড়িয়া দিলে বহু ফরয আদায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে এই আশায় এক শ্রেণীর মুসলমান এই মতের সমর্থন করিতেছে। আমাদের কর্ণধারগণের মধ্যেও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে হাদীস ও সুন্নাহ শব্দ বাদ দিয়া কেবল কুরআনের কথাই শুনা যাইতেছে এই অবস্থায় আমাদের ইহাই ধারণা হয় যে, গোলাম মুহাম্মদ পরভেজের চিন্তা ধারা বেশ বড় বড় মগযের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমুনিজমের প্রসার ও প্রতিপত্তি

কমুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সহিত সরকারের অবাধ মেলামেশা ও যোগাযোগের সুযোগে, তাহাদের বিভিন্ন ধরণের পত্রপত্রিকা ও পুস্তকাদির অবাধ আমদানীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে; তাহা ছাড়া সংস্কৃতি বিনিময়ের দৌলতে ছাত্রছাত্রীদের কমুনিষ্টদের সহিত ভাবের আদান প্রদানেরও বেশ সুবিধা হইয়াছে এবং অনেক স্কুল কলেজে কমুনিষ্ট ভাবাপন্ন শিক্ষকরাও প্ররোচণা চালাইতেছে। ফলে স্কুল কলেজে যে হারে কমুনিষ্ট ছাত্রদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা বোধহয় সরকারেরও অবিদিত নাই; অথচ সরকার ইহার কোন কার্য্যকরী প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিয়া কেবল নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছেন। যদি সরকার এই দেশকে কমুনিজমের সয়লাবে ভাসিয়া যাইতে না দিতে চান তাহা হইলে-তাঁহাকে ইহার প্রতিকারের জন্য ছাত্রদের মনে ইসলামী মূল্যমানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার উপায় অবলম্বন করিয়া শীঘ্র উহার প্রতিরোধ ব্যবস্থায় তৎপর হইতে হইবে।

সরকার কর্তৃক জনসাধারণের সম্মুখে কেবল রাষ্ট্রের বস্তুতান্ত্রিক উন্নতির দৃশ্য তুলিয়া ধরার প্রবণতা

ইদানিং দেশের জননায়কগণ এবং আমলাতন্ত্র প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে এবং বিবৃতি ও বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণের সম্মুখে দেশের কেবল বস্তুতান্ত্রিক উন্নতির দৃশ্য তুলিয়া ধরেন। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করি যে বর্তমান সরকারের আমলে দেশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, বহু রাস্তাঘাট, পুল, কল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং যোগাযোগের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে কিন্তু উহার আনুপাতিক হারে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ জনসাধারণের নৈতিক মানেরও অবনতি ঘটিয়াছে তজ্জন্য আমাদের অনুরোধ যে সরকার যেরূপে বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন সেইরূপ জাতির আধ্যাত্মিক ও দ্বীনী উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন এবং সময় সময় উহার ক্রমোন্নতির একটা চিত্রও জনগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবেন এবং পাকিস্তানকে বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং মত ও পথের জগা খিচুড়ী না করিয়া একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আল্লাহ এবং পাকিস্তানের ইসলাম প্রিয় জনসাধারণের নিকট দায়িত্ব মুক্ত হইবার কোশেশ করিবেন।

আমরা সরকার-বিরোধী নহি

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস একটা অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান প্রায় এক কোটি আহলে হাদীসের প্রতিনিধিত্ব করে। তাহাদের এই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান যাহার পতাকাতলে সকলেই দৃঢ়ভাবে সমবেত। আমরা ক্ষমতা দখলের প্রত্যাশী নহি এবং সরকারী খেতাব বা অনুকম্পা ভিখারী নহি আমরা যাহা বলি ও সমালোচনা করি তাহা খালিস নিয়তেই করিয়া থাকি এবং ইহার দ্বারা আল্লাহ রসূলের আদেশের তামীল করিয়া থাকি মাত্র, ইহা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

[২৫০ এর পাতার পর]

বুঝিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে করিতে নিকটস্থ পাহাড়টির উপরে গিয়া চড়িল। এই সময়ে দোয়েল বাবুই এর আকারের পাখী সমুদ্রের দিক হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতে লাগিল। [বাকী ঘটনা তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।]

উল্লিখিত বিবরণ ইমাম রাযীর উস্তাদ ইমাম বাগাবীর তাফসীর হইতে গৃহীত। ইমাম বাগাবী বলেন, এই বিবরণ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মুহম্মদ ইব্‌ন ইসহাক কোন এক আলিম হইতে, ঐ আলিম ইব্‌ন আব্বাসের দুই শিষ্য সা'ঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও ইকরিমা হইতে এবং তাঁহারা ইব্‌ন আব্বাস রাঃ হইতে রিওয়ায়াৎ করেন।

فللّٰه الحمد

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৭

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যিলা পাবনা

আদায় মারফত জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট ডক্টর মওঃ আবদুল বারী সাহেব।

ফেব্রুয়ারী মাস

১। আলহাজ মোহাঃ তোরাব আলী সাং শাল গাড়িয়া পোঃ পাবনা যাকাত ১০০৲ ২। রাঘবপুর জামাত হইতে মারফত আলহাজ মোহাঃ তোরাব আলী ঠিকানা ঐ ফিতরা ১০০৲ ৩। মোহাঃ আকবর আলী খান সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী যাকাত ২৫৲ ৪। কৃষ্ণপুর জামাত হইতে মারফত মওলবী খবির উদ্দিন আহমদ পোঃ পাবনা টাউন যাকাত ২৫৲ ৫। মোহাঃ আনজিবর রহমান মিঞা সাল গাড়িয়া যাকাত ৫৲ ৬। মোহাঃ শাহাবুদ্দীন মিঞা পাবনা টাউন যাকাত ৫০৲ ৭। মোহাঃ কফিলুদ্দিন মিঞা শিবরামপুর পাবনা টাউন যাকাত ২৫৲ ৮। আলহাজ মোহাঃ আছিরুদ্দিন শিবরামপুর পাবনা টাউন যাকাত ৫০৲ ৯। মোহাঃ আতিকুর রহমান খান রাঘবপুর পাবনা টাউন এককালীন ১০৲ যাকাত ১০৲ ১০। আবদুস কুদ্দুস ও আবুল কাছেম পাবনা বাজার যাকাত ১০৲ ১১। আলহাজ শেখ মোহাঃ সোলায়মান ফিতর ৪৲ যাকাত ৫০৲ ১২। মোহাঃ আইনুদ্দীন মিঞা সালগাড়িয়া পাবনা টাউন যাকাত ৫৲ ১৩। মওলবী মোহাঃ আমানতুল্লাহ পাবনা বাজার যাকাত ১০৲ ১৪। মোহাঃ নূরুল ইসলাম খান পাবনা টাউন যাকাত ১০৲ ১৫। মোহাঃ আবুল কাছেম খান আটুয়া পাবনা টাউন যাকাত ৫৲ ১৬। মোহাঃ বশির উয্‌যামান খান আটুয়া পাবনা টাউন যাকাত ৫৲ ১৭। আলহাজ মোহাঃ কিয়ামত আলী শিবরামপুর পাবনা টাউন যাকাত ২০৲ ১৮। মোহাঃ হুসাইন রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ৫০৲ ১৯। আবদুল কাদের ঠিকানা ঐ যাকাত ১৫৲ ২০। মোহাঃ আবুল হুসাইন শিবরামপুর পাবনা টাউন যাকাত ২০৲ ২১। আলহাজ মোহাঃ সামসুদ্দীন ঠিকানা ঐ যাকাত ৭৫৲ ২২। আলহাজ মোহাঃ মন্জুর আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫০৲ ২৩। মোহাঃ তৈয়ব আলী প্রাং সালগাড়িয়া পাবনা টাউন যাকাত ২৫৲ ২৪। মোহাঃ আয়াতুল্লাহ মুন্সী বাঁস বাজার পাবনা টাউন যাকাত ৬'৮৭ ৫। মোহাঃ হারুন আলী প্রাং শালগাড়িয়া পাবনা টাউন যাকাত ৫৲ ২৬। মোহাঃ মুখতার হোসেন রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ২৫৲ ২৭। মোহাঃ তাজমল হুসাইন রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ২৫৲ ২৮। আহমাদ আলী প্রাং রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ৩০০৲ ২৯। মোহাঃ মন্জুর আলী প্রাং শালগাড়িয়া পাবনা টাউন এককালীন ১৲ ৩০। মোহাঃ ইউসোফ আলী মালিথা চক ছাতিয়ান পাবনা টাউন যাকাত ২৫৲ ৩১। আবদুল জলীল রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ১০৲ ৩২। মোহাঃ দওলত আলী প্রাং ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৩৩। শেখ মোহাঃ কুদরতুল্লাহ শালগাড়িয়া পাবনা টাউন এককালীন ৫৲ ৩৪। মোহাঃ আবদুল মান্নান মোল্লা

www.ahlehadeethbd.org

সাং কুসনিয়া পোঃ দোগাছী যাকাত ২৫৲ ৩৫। মোহাঃ আনহার আলী রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ২৫৲ ৩৬। মোহাঃ তোরাব আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ২'৫০ ৩৭। মোহাঃ মুকছেদ আলী পৈলানপুর পাবনা টাউন যাকাত ১০৲ ৩৮। মোহাঃ ফখরুল ইসলাম খান পৈলানপুর পাবনা টাউন যাকাত ৫৲ ৩৯। মোহাঃ আফাজুদ্দীন মুন্সী পাবনা বাজার এককালীন ৫৲ ৪০। আলহাজ মোহাঃ আবদুল কাদের রাঘবপুর পাবনা যাকাত ১০৲।

যিলা রাজশাহী

আদায় মারফত মওলবী জারজিস সাহেব ক্লথ মার্চেন্ট, সাহেব বাজার পোঃ ঘোড়ামারা

১। মোহাঃ আফছার আলী মণ্ডল ও মোহাঃ খাদেম আলী কাজলা জামাত হইতে পোঃ কাজলা ফিতরা ৫৲ ২। মওলবী মোহাঃ রহমতুল্লাহ রাণী-নগর জামাত হইতে পোঃ রাজশাহী ফিতরা ৫৲ ৩। মওলবী মোহাঃ এসহাক মিঞা পোঃ ও জিং রাজশাহী ফিতরা '৫০ ৪। মওলবী মোহাঃ এজাতুল হক সাং আহমদপুর পোঃ ঘোড়ামারা ফিৎরা ১৲ ৫। মরহুম আলহাজ মোহাঃ ঈসা খান সাং শেখের চক পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ৭'৫০ ৬। আলহাজ মোহাঃ আবদুস হামীদ কাযিরগঞ্জ পোঃ রাজশাহী যাকাত ২৫০৲ ৭। মোহাঃ রহমতুল্লাহ মিঞা, সাহেব-বাজার পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ৫৲ ৮। আলহাজ মোহাঃ ইউসা মিঞা সাং রাণী নগর পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ২৫৲ ৯। আবদুর রশিদ মিঞা সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ৫৲ ১০। মওলবী রিয়াজ উদ্দিন আহমদ ঘোড়ামারা রাজশাহী ফিতরা ৫৲ ১১। মওলবী মোহাঃ মুমতাজ আলী ছোট বোন গ্রাম পোঃ সপুরা ফিতরা ৫৲ ১২। মোঃ মোহাঃ যোহাক এমাম রাণীবাজার জুমা মসজিদ ফিৎরা ১৲ ১৩। আবদুল গফুর খান ঘোড়ামারা ফিৎরা ২৲ ১৪। মোঃ মোহাঃ শামছুল হক সাং ফুকী পাড়া পোঃ ঘোড়ামারা ফিৎরা ১৲ ১৫। মোঃ মোহাঃ গিয়াস উদ্দিন সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা ফিৎরা ১৲ ১৬। মোঃ মোহাঃ জাবেদ আলী সরকার সাং কাযিরগঞ্জ পোঃ রাজশাহী ফিৎরা ১৲ ১৭। মো মোহাঃ আফছার আলী সরকার সাং হেতম খাঁ পোঃ রাজশাহী ফিৎরা ১৲ ১৮। মোঃ মোহাঃ জারজিস সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা ফিৎরা ১০৲ যাকাত ২০৲ ১৯। মোহাঃ মতীউর রহমান সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ৫৲ ফিৎরা ২৲ ২০। মোহাঃ আতিকুর রহমান সাং রামচন্দ্রপুর ফিৎরা ২৲ ২১। মোঃ মোহাঃ আবদুস সামাদ মিঞা সাং কাযিরগঞ্জ এককালীন ১০৲ ২২। মোঃ মোহাঃ অযীযুল হক পোঃ ঘোড়ামারা এককালীন ১৲ ২৩। মোঃ মোহাঃ জায়েদুর রহমান রাণী বাজার পোঃ ঘোড়ামারা ফিৎরা ২৲ ২৪। মোঃ মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম সাং রাণীবাজার ফিৎরা ১৲ ২৫। আলহাজ মোহাঃ জাফর উদ্দীন সাং ও পোঃ কাজলা যাকাত ১৲ ২৬। মোঃ মোহাঃ ইদ্রীস মিঞা সাং ও পোঃ সপুরা যাকাত ৫৲ ২৭। হেরাস মোহাম্মদ মিঞা সাং কাযিরগঞ্জ পোঃ রাজশাহী ফিৎরা ৫৲ ২৮। মসির উদ্দীন আহামদ সাং রামচন্দ্রপুর ফিৎরা ২৲ ২৯। দীন মোহাম্মদ মিঞা সাং কাযিরগঞ্জ ফিৎরা ১৲ ৩০। মফীজ উদ্দীন আহমাদ সাং ভুগরোইল জামাত হইতে ফিৎরা ১৫৲।

যিলা রংপুর

আদায় মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট ডক্টর মওলানা আবদুল বারী সাহেব

ফেব্রুয়ারী মাস

১। চকদাঁতিরা জামাত হইতে মারফত হাজী মোহাঃ ছিদ্দীক হুসাইন মণ্ডল পোঃ বোনারপাড়া ফিৎরা ১৫৲ ২। ধর্মপুর জামাত হইতে মুন্সী আবদুল হক পোঃ ধর্মপুর ফিৎরা ২০৲ ৩। পুঁঠিমারী জামাত হইতে মারফত মোহাঃ রহীম উদ্দীন সরকার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পোঃ কাত্তনগর ১৯৬৫ ফিৎরা ৩০৲ ১৯৬৬ কুরবানী ৫০৲ ৪। কুমিদপুর উত্তরপাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ খোদাবখশ সরকার পোঃ বাদিয়াখালী ফিৎরা ১০৲ ৫। মোহাঃ ইয়াকুব আলী সরকার ছাপরহাটী জামাত হইতে পোঃ ধর্মপুর ফিৎরা ৮৲ ৬। মোনাকুড়া জামাত হইতে মওলবী মোহাঃ সোলায়মান পোঃ ভবানীগঞ্জ ফিৎরা ৬৲ ৭। বালুয়া জামাত হইতে মারফত মহীউদ্দীন আহমদ পোঃ গাইবান্ধা ফিৎরা ২৫৲ ৮। আনালের ছড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ সেবারতুল্লাহ আখন্দ পোঃ ভবানীগঞ্জ ফিৎরা ৫০৲ ৯। সমস জামাত হইতে মারফত হাজী মোহাঃ আমানতুল্লাহ কবিরাজ পোঃ ধর্মপুর ফিৎরা ২৫৲ ১০। কুপতলা জামাত হইতে মারফত মৌঃ মোহাঃ আবদুর রাজ্জাক সাহেব পোঃ গাইবান্ধা ফিৎরা ৭৫৲ ১১। জগদীশপুর জামাত হইতে মারফত মওলবী মোহাঃ রইসুদ্দীন পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ৪৫৲ ১২। খোলাহাটী জামাত হইতে মারফত হাজী মোহাঃ নায়েবুল্লাহ সরকার পোঃ গাইবান্ধা ফিৎরা ৪০৲ ১৩। দামুদরপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আজীজুর রহমান পোঃ নলডাঙ্গা ফিৎরা ২০৲ ১৪। বারুইপাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ মুজীবর রহমান পোঃ হাট দারিয়াপুর ফিৎরা ৫৲ ১৫। রসুলপুর জামাত হইতে মারফত আবদুল বারী আখন্দ পোঃ ছান্দিধাপুর ফিৎরা ১০৲ ১৬। মৌঃ আযিযুল হক খন্দকার মহিমাগঞ্জ যাকাত ৫৲ ১৭। মোহাঃ আসহাব আলী খলিফা মহিমাগঞ্জ যাকাত ৫৲ ১৮। আলহাজ মোহাঃ ইউসোফ আলী শাহ ফকীর সাং বাজাবাড়ী পোঃ মহিমাগঞ্জ যাকাত ৫৲ ১৯। মুন্‌শী মোহাঃ খেজরউদ্দিন সাং রাখালবুরুজ পোঃ কাজলা যাকাত ২৲ ২০। মোহাঃ ইসহাক আখন্দ সাং আগবাড়ী পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ২১। আবদুল আযীয সাং পুন্তাইর মধ্যপাড়া পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৬৲ ২২। মৌঃ মোহাঃ আবদুর রহমান সাং পুন্তাইর মধ্যপাড়া পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ২০৲ ২৩। পাচারিয়া জামাত হইতে মারফত মওঃ মোহাঃ রহমীবখশ পেঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১২৲ ২৪। আবদুল গফুর সাং বনগ্রাম মধ্যপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ২৫। মোহাঃ নমীরুদ্দীন শেখ সাং খড়িয়াবাদা পোঃ মহিমাগঞ্জ এককালীন ১৲ ২৬। খন্দকার আবদুস সাত্তার সাং জীবনপুর পোঃ মহিমাগঞ্জ যাকাত ২৫৲ ২৭। গোপালপুর জামাত হইতে মারফত আবদুল মালেক প্রধান পোঃ মহিমামঞ্জ ফিৎরা ১৫৲ ২৮। গোপালপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ রহিমুদ্দীন মণ্ডল পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ২৯। খড়িয়াবাদা জামাত হইতে মারফত হাজী মোহাঃ কেরামত আলী পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৫০৲ এককালীন ২৲ ৩০। মোহাঃ নছিরউদ্দিন সাং ও পোঃ মহিমাগঞ্জ এককালীন ২৲ ৩১। আবদুল কাদের সরকার সাং ও পোঃ মহিমাগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ৩২। মোহাঃ আজিমুদ্দিন শেখ সাং খড়িয়াবাদা পোঃ মহিমাগঞ্জ এককালীন ২৲ ৩৩। শাহাপুর দক্ষিণপাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আকবর আলী সরকার পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ২০৲ ৩৪। জীবনপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আযিমুদ্দিন ফকির পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৪৫৲ ৩৫। শীবপুর জামাত হইতে মারফত মওলবী মোহাঃ শিহাবউদ্দিন পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ৫০৲ ৩৬। মধ্য উলিপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ কেফায়েতুল্লাহ সরকার পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৩৭। বালুয়া জামাত হইতে মারফত আবদুল মালেক আখন্দ পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৭৫৲ ৩৮। চরপাড়া জামাত হইতে মারফত আবদুল মালেক সরকার পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৩২৲ ৩৯। মাষ্টার আবদুল জব্বার সরদার সাং বালুয়া পোঃ মহিমাগঞ্জ যাকাত ৫৲ ৪০। কুমিরাডাঙ্গা জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আজিমুদ্দিন আখন্দ পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ২৫৲ ৪১। শাখাহাটী জামাত হইতে মারফত মওঃ মোহাঃ শাফায়াতুল্লাহ পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৪০৲ ৪২। সিংজানী জামাত হইতে মারফত মোহাম্মদ আলী সাং পুন্তাইর পোঃ

www.ahlehadeethbd.org

মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৭০৲ ৪৩। মধ্য উলিপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আল্লাবখশ মণ্ডল সাং উলিপুর পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১৫৲ ৪৪। কচুয়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ মঈনুদ্দিন পণ্ডিত সাং কচুয়া পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ৪৫। চন্দনপাঠ জামাত হইতে মারফত মৌঃ মোহাঃ করিমবখশ প্রধান পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ২২৲ ৪৬। মোহাঃ আবুবকর মণ্ডল সাং চকদাঁতিয়া পোঃ বোনারপাড়া ফিৎরা ৫৲।

যিলা দিনাজপুর

আদায় মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট ডক্টর মওলানা আবদুল বারী ছাহেব

১। মওলবী মোহাঃ আবদুল মতীন সাং ও পোঃ নূরুলহুদা ফিৎরা ৬৲ ২। মোহাম্মদ হুসাইন সরদার সাং বাগবার পোঃ নূরুলহুদা ফিৎরা ২৲ ৩। আবদুল হাদী মোহাম্মদ আনওয়ার সাং ও পোঃ নূরুলহুদা ফিৎরা ১০৲ ৪। চেংগ্রাম জামাত হইতে মোহাঃ আব্বাছ আলী মণ্ডল পোঃ পাকহিলি ফিৎরা ৩০৲ ৫। নওপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ১৫৲

যিলা ঢাকা

অফিসে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত (মার্চ মাস)

১। মওলবী মোহাঃ আবদুস সুবহান সাং টোক নগর ফিৎরা ৪০৲ ২। মোহাঃ কলিমুদ্দিন সাং ও পোঃ কাঞ্চন যাকাত ২৫৲ ৩। বেগম শামছুন্নাহার ৩৫ নং নাজিমুদ্দিন রোড এককালীন ১০৲ ৪। মৌঃ মোহাঃ আবদুন্নূর সাং চকপাড়া পোঃ মাওনা ফিৎরা ১৫৲ ৫। গৌরনগর জামাত হইতে মোহাঃ ছিদ্দীক হোসেন পোঃ রূপগঞ্জ ফিৎরা ৩'৫০ ৬। লাল মোহাঃ মুন্সী সাং পোড়াবাড়ী পোঃ চান্দনা ফিৎরা ১০৲ ৭। মোহাঃ সোনা মিঞা তেঁতুলিয়া জামাত হইতে পোঃ ধামরাই কুরবানী ১১'৫০ ৮। শাইখ মোহাঃ গোলাম মুস্তফা বি, এস, সি, ২৬ নং সেণ্ট্রাল রোড যাকাত ৫০৲ ৯। ডাঃ মোহাঃ আবুল হুসাইন বি ১২০ নং মালিবাগ চৌধুরী পাড়া কুরবানী ৩৲ ১০। মুন্সী মোহাঃ আবদুল মান্নান সাং কাথোরা পোঃ গাছা কুরবানী ১৫৲ ১১। মোহাঃ রমযান আলী বেপারী সাং পারাকুড়ীটেক কুরবানী ৩৲ ১২। খন্দকার মোহাঃ হাবীবর রহমান ১৩।৬ পি এণ্ড টি কলনী কুরবানী ১'৫০ ১৩। মুছাম্মাৎ হোসনে-আরা বেগম ১৪ নং ফুলার রোড এককালীন ৫৲ ১৪। আলহাজ আবদুস সুবহান সাং ধামাল কোট পোঃ ঢাকা কাণ্টনমেণ্ট কুরবানী ১০৲ ১৫। মুন্সী মোহাঃ ছানাউল্লাহ সাং বাদে কলমেশ্বর কুরবানী ২৲।

যিলা ময়মনসিংহ

অফিসে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মুয়াজ্জেম হোসেন সাং সিলের বান্দি ফিৎরা ৫৲ ২। মওলবী আহমাদ হোসেন সাং চিথলিয়া পোঃ ভরুয়াখালী ফিৎরা ১৩'১০ ৩। আবু তাইয়েব মিঞা পোঃ ও গ্রাম কাঞ্চনপুর ফিৎরা ৭৲ ৪। মৌঃ মোহাঃ তোরাব আলী মিঞা পোঃ ডাকাতিয়া ফিৎরা ৫০৲ ৫। মোহাঃ সিরাজুদ্দীন মণ্ডল সাং নিশ্চিন্তপুর পোঃ আলুয়াগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ৬। মৌঃ আবদুল কুদ্দুস সাং বড় বেলতা পোঃ পোড়াবাড়ী কুরবানী ৫৲।

আদায় মারফত মৌঃ নূরুয্যামান সাহেব সাং ও পোঃ বল্লা

৭। মোহাঃ সিরাজ আলী সরকার সাং উৎরাইল পোঃ কোক ডহরা ফিৎরা ২৲ ৮। ডাঃ এম, এ, ওয়াফী সেক্রেটারী শাখা জমঈয়ত আহলে হাদীস বেহালাবাড়ী পোঃ বল্লা বাজার ফিৎরা ৬২৲ ৯। মুন্সী মোহাঃ মীর হোসেন সাং গোলড়া পোঃ কালোহা যাকাত ২৫৲ ১০। মোহাঃ লুৎফর রহমান বল্লা বাজার ফিৎরা ৭৲ ১১। মোহাঃ নজি-মুদ্দিন বেপারী হাইড্ মার্চেণ্ট বল্লা বাজার যাকাত ১০৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আদায় মারফত মৌঃ আবদুর রশীদ ও মৌঃ মোহাঃ নূরুয্যামান সাহেবান বল্লা বাজার

১২। গোলড়া জমঈয়তের পক্ষে মোহাঃ আবু তালেব সরকার পোঃ কালোহা ঐ যাকাত ২০৲ ফিৎরা ৫৮৲ ১৩। আঃ খালেক, আঃ মজিদ ও আবদুর রাজ্জাক সাং ছাতীহাটী পোঃ কালোহা ফিৎরা ৫'৭৫ ১৪। মোহাঃ রিয়াজ উদ্দিন সরকার সাং বোয়াইল পোঃ কালোহা যাকাত ২৫৲ ১৫। মোহাঃ দায়েম উদ্দীন সরকার ঠিকানা ঐ এককালীন ১৫৲ ১৬। মোহাঃ রিয়াজ উদ্দিন বেপারী সাং বোয়াইল পোঃ কালোহা এককালীন ১৲ ১৭। মোহাঃ আবদুর রাজ্জাক মিঞা সাং ছাতিহাটী যাকাত ৮৲ ১৮। মোহাঃ জসিম উদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ১৯। মোহাঃ জমশের আলী সরকার ঠিকানা ঐ যাকাত ২০৲ ২০। মুন্সী নূর-মহাম্মদ ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ২১। মিয়া চান্দ বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৩০৲ ২২। মোহাঃ আন-ওয়ার হোসেন ঠিকানা ঐ যাকাত ২০৲ ২৩। মোহাঃ আবদুস সামাদ সরকার ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ২৪। ছাতিহাটী জামাত হইতে মোহাঃ ওমর আলী মুন্সী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৫৲ ২৫। আলহাজ মোহাঃ ইয়াদ আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ২৬। মোহাঃ আবদুল হামীদ প্রেসিডেন্ট শাখা জমঈয়ত আহলে হাদীস ছাতীহাটী যাকাত ৪৲ ২৭। ছাতীহাতি দক্ষিণ পাড়া জামাত হইতে মোহাঃ আবদুর রশিদ সেক্রেটারী ছাতীহাতি শাখা জমঈয়ত ফিৎরা ৫৲।

যিলা পাবনা

মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মির্জা আবদুল ওয়াহেদ সাং ও পোঃ কর-সালিকা ফিৎরা ২৲

যিলা কুষ্টিয়া

মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ সাদেক আলী সাং খারাগোদা পোঃ কালুপোল ফিৎরা ৫৲

যিলা রাজশাহী

আফিসে ও মণিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ মোহাঃ বসির উদ্দিন সাং খুটিপাড়া পোঃ বানেশ্বর ফিৎরা ২৫৲ ২। হাজী মোহাঃ নঈমুদ্দীন সাহানা সাং ঝাউগ্রাম ফিৎরা ২৩৲ ৩। হাজী মোহাঃ এলাহী বখশ মহারাজপুর উত্তর পাড়া ফিৎরা ১০৲ ৪। মওলানা মোহাঃ মুজিবর রহমান এম, এ, প্রফেসর, চাপাই নওয়াবগঞ্জ কলেজ এককালীন ২৬৲ ৫। মুন্শী মোহাঃ মুসা সাং গুমস্তাপুর ফিৎরা ৬০৲ ৬। মারফত মোহাঃ আনছারুজ্জামান নামো রাজারামপুর শাখা জমঈয়ত পোঃ রাজারামপুর ফিৎরা ২৫৲ ৭। মোহাঃ ফারাতুল্লাহ ফৌজদার কলিপাড়া জামে মসজিদ হইতে ফিৎরা ৩'৫০ ৮। মোহাঃ হুরমতুল্লাহ আখন্দ সাং ও পোঃ নন্দনালী ফিৎরা ২০৲ ৯। মোহাঃ আবুল কাসেম পোঃ হাটরা ফিৎরা ৩৲ কুরবানী ৩৲।

আদায় মারফত আলহাজ মওলানা আবদুল গণী সাহেব হেলালপুর

১০। মোহাঃ হেরাসুদ্দীন সাং হেলালপুর পোঃ নামোশঙ্করবাটী কুরবানী '৫০ ১১। মোহাঃ আবদুর রহমান সাং চরগ্রাম পোঃ নামোশঙ্করবাটী কুরবানী ২৲ ১২। মোহাঃ তাজুদ্দিন মোল্লা সাং বাগাণ পাড়া পোঃ নামোশঙ্করবাটী কুরবানী '৫০ ১৩। মোহাঃ ফাইজুদ্দীন বিশ্বাস ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩৲ ১৪। মোহাঃ মুবারক আলী বিশ্বাস নামোশঙ্করবাটী কুরবানী ১৲ ১৫। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সাত্তার মোল্লা সাং রেহার চর চাপাই নওয়াবগঞ্জ কুরবানী ১০৲ ফিৎরা

www.ahlehadeethbd.org

১০৲ ১৬। মৌঃ মোহাঃ ইসরাঈল ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫০ ১৭। মোহাঃ ইয়াছিন সাং চরাগ্রাম পোঃ নামোশঙ্করবাটী কুরবানী ২৲ ১৮। মৌঃ নূর মোহাঃ ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩৲ ১৯। আলহাজ মোহাঃ ইসমাঈল বিশ্বাস সাং বড়িপাড়া পোঃ নামোশঙ্কর-বাটী কুরবানী ১৲ ২০। মোহাঃ আরশাদ আলী পাইকার সাং সুন্দরপুর পোঃ নামোশঙ্করবাটী কুরবানী ১৲ ২১। মোহাঃ মুস্তাজ উদ্দিন সাং চরাগ্রাম পোঃ নামোশঙ্করবাটী কুরবানী ১৲ ২২। আলহাজ মোহাঃ ইসমাঈল মোল্লা সাং হেলালপুর পোঃ নামোশঙ্কর-বাটী কুরবানী ২৲ ২৩। মোহাঃ আবদুল গফুর সাং মাওড়ী পোঃ নামোশঙ্করবাটী কুরবানী ১০৲ ২৪। মোহাঃ আবদুল গণী সাং হেলালপুর পোঃ নামোশঙ্করবাটী কুরবানী ৫৲ ২৫। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ সুজাউদ্দীন সাং নয়াণসুকা পোঃ নামোশঙ্কর-বাটী আজারিয়া জামাত হইতে কুরবানী ৬৲ ২৬। আলহাজ মোহাঃ আমীন বিশ্বাস সাং নয়াণসুকা পোঃ নামোশঙ্করবাটী কুরবানী ১৲ ২৭। মোহাঃ সৈরব আলী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ২৮। জোহাক আহম্মদ ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ২৯। মোহাঃ জহির উদ্দিন সরদার সাং হেলালপুর পোঃ নামোশঙ্করবাটী কুরবানী ৭।

যিলা বগুড়া

অফিসে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। ডাঃ মোহাঃ রফিকউদ্দীন সাং শ্যামপুর পোঃ হাট সেরপুর ফিৎরা ৩০৲ ২। এ, কে, এম জসিম উদ্দীন সাং নানাহার পোঃ মোল্লামগাড়ী হাট ফিৎরা ৫৲ ৩। মওঃ শাহ মোহাঃ জহির উদ্দীন সাং নগর পোঃ ডেমাজানী ফিৎরা ৭৲

আদায় মারফত মওলানা মোহাম্মদ আলী জামালগঞ্জ

৪। বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ৯৪৲

আদায় মারফত মাষ্টার মোহাঃ ফহিমুদ্দীন আখুন্দী সাং হুয়াকুয়া পোঃ পাকুল্লা

৫। মুছাম্মাৎ তমিজাননেছা বিবি c/o মোহাঃ ফহিমুদ্দিন আখুন্জী যাকাত ১৲ ৬। হাট শেরপুর করমজাপাড়া জামাত হইতে ছায়েদ আলী আখন্দ পোঃ হাট শেরপুর ফিৎরা ৫৲ ৭। শাহবাজপুর জামাত হইতে মুন্সী মোহাঃ এলাহীবখশ সরকার পোঃ পাকুল্লা ফিৎরা ৪৲ ৮। পূর্ব সুজানেতপুর শাখা জমঈয়ত হইতে মৌঃ মোহাঃ মুবারক আলী সরকার ফিৎরা ১১৭৲ কুরবানী ৬৮৲

যিলা রংপুর

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। ডাঃ আবদুল মান্নান আখন্দ বোনারপাড়া পূর্বপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৩৲ ২। মুন্সী মোহাঃ ইউসোফ বোনারপাড়া পশ্চিমপাড়া ফিৎরা ৫৲ ৩। হাজী মোহাঃ রাজতুল্লাহ বোনারপাড়া ফিৎরা ২৲ ৪। মোহাঃ আজমত আলী মাষ্টার সাং রামদেব পোঃ বামনডাঙ্গা কুরবানী ৩০৲

আদায় মারফত মাষ্টার মোহাঃ খেতাবুদ্দীন বাসুনিয়া সাহেব সাং মনিরাম কাষী

৫। মুন্সী গোলাম মামুদ পোদ্দারপাড়া জামাত হইতে পোঃ বামুনডাঙ্গা ফিৎরা ৮৲ ৬। মোহাঃ এসহাক আলী সাং দহবন্দ জামাত হইতে পোঃ বামনডাঙ্গা ফিৎরা ৭৲ ৭। মোহাঃ বছিরউদ্দীন মুন্সী সাং মনিরামকাজী পোঃ বামনডাঙ্গা ফিৎরা ৩৲ ৮। মুন্সী আবদুল গফুর সাঃ বাকারপাড়া জামাত হইতে পোঃ বামনডাঙ্গা ফিৎরা ২০৲ ৯। মোহাঃ হেসাবউদ্দীন সরকার সাং সোনারায় ফিৎরা ১৫৲ ১০। মোহাঃ রমিজুদ্দীন সাং মনিরামকাযী ফিৎরা ২৲ ১১। মোহাঃ আনিছুদ্দীন বালাটারী জামাত হইতে ফিৎরা ২৫৲ ১২। মোহাঃ গোলাম রহমান মনিরামকাযী জামাত হইতে ফিৎরা ৯৲

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ রহিম বখশ সরদার ছাহেব সাং মতরপাড়া

১৩। মৌঃ মোহাঃ জমিরউদ্দীন মণ্ডল বি, এ, বি, টি, সাং গোছাবাড়ী পোঃ বোনারপাড়া ফিৎরা ২৲ ১৪। মৌঃ মোহাঃ বেসারতুল্লাহ মণ্ডল সাং

www.ahlehadeethbd.org

কালাপানি পোঃ বোনারপাড়া ফিৎরা ৫৲ ১৫ হাজী মোহাঃ মসতুল্লাহ সরকার উল্লা জামাত হইতে ফিৎরা ৩৲ কুরবানী ৩৲ ১৬। মোহাঃ আবদুল হামীদ মিঞা পাঠানপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ১৭। মোহাঃ এন্তাজ আলী বেপারী উল্লাপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ২৲ ১৮। মোহাঃ নফের উল্লা বেপারী সাং গাছাবাড়ী কুরবানী ৩৲ ১৯। মোহাঃ ময়ান উদ্দীন সরকার কোচুয়া জামাত হইতে ফিৎরা ২৲ কুরবানী ২৲ ২০। মোহাঃ পরশউল্লাহ আখন্দ রামনগর জামাত হইতে কুরবানী ৪৲ ২১। মোঃ মোহাঃ আবদুস সবহান সরদার সাং কোচুয়া সরদারপাড় কুরবানী ৪৲ ২২। মোহাঃ আনার আলী সরকার সাং গাছাবাড়ী পশ্চিম পাড়া জামাত হইতে কুরবানী ২৲ ২৩। মোঃ মোহাঃ আমানত উদ্দীন শ্যামপুর জামাত হইতে কুরবানী ৩৲ ২৪। বাটী জামাত হইতে মারফত আবদুস ছাত্তার ফকির সাং বাটি পোঃ বোনারপাড় কুরবানী ২৲ ২৫ পূর্ব বোনারপাড়া জামাত হইতে মা ফত হাজী মোহাঃ ইমানুল্লা কুরবানী ৩৲ ২৬ মোঃ নমিরউদ্দীন আহমদ সাং শীমলতাইর পোঃ বোনারপাড়া কুরবানী ২৲ ২৭। পীর মওঃ আবদুল কাদের সাং উদয়ধুল পোঃ ভাদুরিয়া জিলা দিনাজপুর কুরবানী ১০৲ ২৮। মোঃ মোহাঃ বেশারতুল্লা মণ্ডল সাং কালাপানি পোঃ বোনারপাড়া কুরবানী ৩৲ ২৯। মোহাঃ কাফতান আখন্দ সাং গাছাবাড়ী পোঃ বোনারপাড়া কুরবানী ২৲ ৩০। মোহাঃ নওয়াব আলী আখন্দ মতরপাড়া ২নং মসজিদ হইতে ১৫৲ ৩১। হাজী মোহাঃ সাঈদউদ্দীন চৌধুরী সাং জাদুর ভাইর পোঃ শাখাটা কুরবানী ১৪৲ ৩২। মোহাঃ সারাদতুল্লাহ মোল্লা সাং তেলিয়ান পোঃ বোনারপাড়া কুরবানী ৫৲ ৩৩। মোহাঃ আবদুর রহমান আখন্দ সাং পাঠানপাড়া কুরবানী ৭৲ ৩৪। মোহাঃ এন্তাজ আলী বেপারী সাং উল্লা কুরবানী ২৲ ৩৫। আতিকুল্লাহ বেপারী সাং হেলেঞ্চা কুরবানী ২৲

আদায় মারফত আলহাজ মওঃ মাহাঃ এসহাক ছাহেব জুমারবাড়ী

৩৬। মওলবী মোহাঃ নমীরউদ্দীন মণ্ডল হলদিয়া জামাত হইতে ফিৎরা ১৫৲ ৩৭। মোঃ মোহাঃ সিরাজুল হক সাং বাদিনারপাড়া ৩নং মসজিদ ফিৎরা ৫৲ ৩৮। মুঃ আবদুর রহিম বেপারী সাং জটিয়ারপাড়া ফিৎরা ৫৲ ৩৯ মুন্সী মোহাঃ মহিরউদ্দীন আখন্দ সাং কানাইপাড়া ৩নং মসজিদ ফিৎরা ১৲ ৪০ আলহাজ মোহাঃ শফিউল্লাহ বেপারী সাং বাদিনারপাড়া ফিৎরা ১০৲ ৪১। মুন্সী মোহাঃ আতিউর রহমান সাং বসন্তেরপাড়া ফিৎরা ৫৲ ৪২। মোঃ মোহাঃ এব্রাহিম মণ্ডল সাং গোবিন্দ পুর ২নং মসজিদ ফিৎরা ১০৲ ৪৩। মোহাঃ লুৎফর রহমান জুমার বাড়ী ফিৎরা ১০৲ ৪৪ মোহাঃ শাফায়াতুল্লাহ মিঞা সাং আমদিরপাড়া ফিৎরা ৫৲ ৪৫। মুন্সী আবদুল কুদ্দুস আখন্দ সাং আমদিরপাড়া ফিৎরা ১০৲ ৪৬ মুন্সী আবদুল কুদ্দুস আখন্দ সাং কৈচড়া ১নং মসজিদ ফিৎরা ৫৲ ৪৭। মোঃ জবাব আলী আহমদ মামুদপুর ২নং মসজিদ ফিৎরা ১০৲ ৪৮। মুন্সী আবদুল কাদের সাং ছিটবিষ্ণুরপাড়া ফিৎরা ২০৲ ৪৯। মোঃ ইসমাঈল হোসেন ফিৎরা ৫৲ ৫০। আবদুস সাত্তার প্রধান বাদিনারপাড়া ২নং মসজিদ ফিৎরা ৩০৲ ৫১। মুন্সী আহছানউল্লাহ সাং বানিয়ারবেড় ফিৎরা ১৲ ৫২ মুন্সী আব্বাস আলী সরকার সাং বেড়া ফিৎরা ১৲ ৫৩। মওঃ মোহাঃ মীর হোসেন সাং বগারভিটা ফিৎরা ১০৲ ৫৪। মোঃ মোহাঃ মকবুল হোসেন প্রধান সাং নলদিয়া ২নং মসজিদ ফিৎরা ৫৲ ৫৫। মোঃ মোহাঃ মহতেন আলী বেপারী সাং বাজিতনগর ১নং মসজিদ ফিৎরা ৫৲ ৫৬। মোহাঃ জবেদ আলী প্রধান জাজালিয়া মসজিদ কমিটী ফিৎরা ১৫৲ ৫৭। ডাঃ মোহাঃ তাফজ্জল হোসেন মিঞা সাং গোবিন্দপুর ১নং মসজিদ ফিৎরা ৫৲ ৫৮। মওলবী মোহাঃ আবদুল কাদের শিমুল তাইর ফিৎরা ৫৲ ৫৯। মোঃ মোহাঃ বজলুর রহমান সাং বালুয়াডাঙ্গা মসজিদ ফিৎরা ১৫৲

যিলা দিনাজপুর

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ কেরামতুল্লাহ সাং জালালাবাদ পোঃ পার্বতিপুর ফিৎরা ১২৲ ২। মোহাঃ রহিমুদ্দীন আখন্দ সাং চকমুসা পোঃ নূরুলহুদা ফিৎরা ৮'৫০

ক্রমশঃ—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত-সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর

অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org